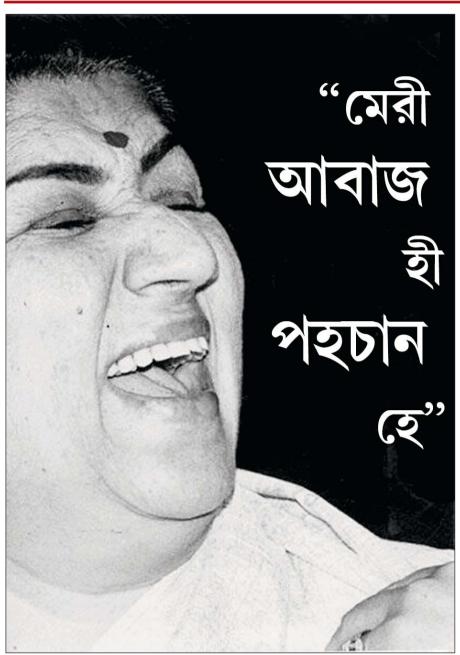


श्रिंग क्लग



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 36 Issue ● 7 February, 2022, Monday ● ২৪ মাঘ, ১৪২৮, সোমবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। জ্যোৎসা আর জল এক সঙ্গে দোলাচলে থাকলে একে অপরের হাড়ে টের পেলো এই দেশের প্রতিস্ফর্ষী হয়ে উঠে। কে কার ওপর শুয়ে আছে, বোঝা যায় না। কে কার হাহাকার ও উচ্ছাস, তাও ধরা যায় না। আর পাহাড় বেয়ে ভূমধ্য সাগরে জ্যোৎস্না নেমে এলে সেটা হয়ে ওঠে আস্তিগোনের চোখ, ঐ

মণ্ডলস্তরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নলছড়

৬ ফেব্রুয়ারি।। ভীমরুলের চাকে

ঢিল পড়তেই যেন হিংস্ৰ হয়ে

উঠলো ভীমরুল। শাসক দলের

বাগমারা বৃথ সভাপতির মারে

গুরুতরভাবে জখম হয়ে বর্তমানে

হাপানিয়ায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন

নলছড়ের কিষান মোর্চার সভাপতি

দুলাল দাস। তার আঘাত গুরুতর

বলে জানিয়েছেন এলাকার

বিজেপি কর্মীরা। ঘটনার সূত্রপাত

বাগমারা বুথ সভাপতি সঞ্জয় দাস'র

স্বেচ্ছাচারীরা এবং দুর্নীতি নিয়ে।

সঞ্জয়বাবু বাগমারা বুথের সভাপতি

হলেও তিনি যেভাবে দুর্নীতির সঙ্গে

চোখের ভাষায় এখনও মানব সভ্যতা পড়ে উঠতে পারেনি। এক কবির এই ভাবনা রবিবার হাড়ে কোটি কোটি নাগরিক। গ্রিস মানেই যেমন মহান ভাস্কর্য, ঠিক তেমনি ২০২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি এই দেশের ইতিহাসে এক মত্যঞ্জয়ী ট্র্যাজেডি। এদিন সুরালোকে পাড়ি দিয়েছেন সুরসম্রাজ্ঞী লতা

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। সব

জল্পনা কল্পনার অবসান। নিজেদের

সিদ্ধান্তে যদি অনড থাকেন অথবা

রাজনৈতিক সমীকরণে ভয়ঙ্কর

কোনও ব্যাকরণ যদি না পাল্টায়,

তাহলে সোমবার সকালেই রাজ্য

রাজনীতিতে নতুন করে

পটপরিবর্তন। ঠিক একমাস আগে

যে কথা হক করেই বলেছিলো

প্রতিবাদী কলম, ঠিক এক মাস পর

তা যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে

যেতে চলেছে। এর আগে নস্ত্রাদামো কিংবা খনার মতোই

প্রতিবাদী কলম মিলিয়ে দিয়েছিলো অসংখ্য আগাম খবর।

গত চার বছরে শাসক দল

বিজেপিকে অবাক করে দিয়েই

ঘটনা ঘটার বহু আগেই জানিয়ে

দিয়েছিলো আগামীর ভবিতব্য। গত

৮ জানুয়ারি এই পত্রিকা লিখে

দিয়েছিলো সবকিছু ঠিকঠাক

থাকলে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন

এবং বিধায়ক আশিস কুমার সাহা

যোগ দিতে চলেছেন কংগ্রেসে।

আর কংগ্রেসের সহযোগী শক্তি

হিসেবে পাশে দাঁড়াতে চলেছে

জড়িয়ে • এরপর দুইয়ের পাতায় । তিপ্রা মথা। এ বিষয়ে লক্ষ্ণৌ'র

মঙ্গেশকর। দেশের 'ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি'র জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে দশকের পর দশক তিনি শেষ বিন্দু পর্যন্ত নিজের বিশ্বাসকে ধারণ করেছিলেন। শূন্য না থাকলে যেমন ক্যালকুলাস জন্মাতো না, লোকালয় বা একাকী নির্জনে কোকিলকন্ঠী লতা ছাড়া, এই পৃথিবী সুন্দরের সংজ্ঞা পেতো না। রবিবার নিজের নিরবচ্ছিন্ন

এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বৈঠকে প্রিয়াঙ্কা গান্ধির সঙ্গে সুদীপ দুই বন্ধু ছুটবেন বিধানসভায়।

রায় বর্মণ সহ প্রদ্যোত কিশোর

হয়ে গেছে। সবকিছু ঠিকঠাক

থাকলে সোমবার সকালেই বিধায়ক

আবাস (পড়ুন বৌদ্ধমন্দিরস্থিত

রাজ্যেও রাষ্ট্রীয় শোক

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। সুরসম্রাজ্ঞী ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকর-এর প্রয়াণে ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ এই দু'দিন রাজ্যে রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হবে। এই দু'দিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। তাছাড়াও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সমস্ত ধরণের সরকারি বিনোদনমলক অনষ্ঠান বন্ধ থাকবে। রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসনের সচিব এই সংবাদ জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর শোক প্রকাশ

প্রেস রিলিজি, আগরতলা, ৬ **ফেব্রুয়ারি।।** সংগীত জগতের কিংবদন্তি নক্ষত্র, সুরসম্রাজী ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকর-এর প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশ একজন অসাধারণ সংগীত ব্যক্তিত্বকে হারালো। ৩৬ টি'রও বেশি ভাষায় তাঁর অজস্র গান আপামর বিশ্ববাসীকে গত আট দশকেরও বেশি সময় ধরে বিমোহিত করে রেখেছে। বরেণ্য ভারতরত্ন সহ দেশ-বিদেশের বহু পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিতা কিংবদন্তি এই সংগীত শিল্পী ও সুরসাধক আমাদের আগামী প্রজন্মের কাছে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব প্রয়াত লতা মঙ্গেশকর-এর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজন ও অগণিত গুণমুগ্ধদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন এবং বরেণ্য এই শিল্পীর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন।

এরপরই উনারা বিধায়ক পদে

যতটা খবর, ইস্তফা শেষেই উনারা

চলে আসবেন কৃষ্ণনগরের বিজেপি

কার্যালয়ে। সেখানে বিজেপির

প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে তাদের

ইস্তফা দেওয়ার কথা রয়েছে।

অন্যথায় রাজ্য বিজেপির সভাপতি

ডাক্তার মানিক সাহাকে চিঠি

পাঠিয়েই নিজেদের পদত্যাগের

বিষয়টি জানিয়ে দেবেন বলে শোনা

দেববর্মণের আলোচনাও সম্পন্ন ইস্তফা দেবেন অধ্যক্ষের কাছে।

এই শিল্পী চিরকাল বেঁচে থাকবেন তাঁর অমৃতময় সুধাকণ্ঠ এবং সুরের মূর্ছনায়। বিশ্ব হারালো এক বিস্ময়কর সংগীত সাধককে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। গাফিলতির জন্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্স সৈকত দত্ত'র সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছে। আগরতলা অফিস লেন এলাকায় সৈকত দত্ত'র ফার্ম রয়েছে। দেশে সৈকত দত্ত'র চারজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সের সদস্য পদ বাতিল করা হয়েছে। দ্য ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সের কার্যকরী কমিটি সৈকত দত্ত'র সদস্য পদ তিন মাসের জন্য বাতিল করেছে। এই বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে এর মেয়াদ শুরু হয়েছে। সৈকত দত্ত ছাড়াও কোচির রামাচন্দ্রন কে কে সালেমের এন এন ভাস্কর এবং বিজয়াপুরের আনস্ত মল্লিকার্জুন ওকামনল'র সদস্য পদ বাতিল করা হয়েছে। জানা গেছে, ২০১২-১৩ সালে সৈকত দত্ত'র ফার্ম থেকে পূর্ত দফতরের পঞ্চমুখ ডিভিশনের একটি বরাতের উপর অডিট করা হয়েছিল। এই অডিটে মারাত্মক ভুল করা হয়। এজন্যই সৈকত দত্ত'র বিরুদ্ধে দিল্লির অ্যাকাউন্টেন্স অফিসে অভিযোগ জমা পড়ে। তদন্ত শেষে ৫ জনের কমিটি সৈকত দত্ত'র সদস্য পদ বাতিল করে দেয়। প্রসঙ্গত, আগামী তিন মাস সৈকত দত্ত'র ফার্ম থেকে কোনও অডিট করা যাবে না।

প্রয়াত পঙ্গজ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি **আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি ।।** স্বয়ং কাজি নজরুল ইসলামের সামনে বসে গান শুনিয়েছেন। তাঁর গান শুনে নজর ল নিজে প্রশংসা করেছিলেন। গত প্রায় চার দশক ধরে এই শহরকে নজরুল-জীবনে আগ্রহ বাড়ানোর জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন তিনি। সবসময় টুপি পরতেন। প্রধানত সাদা রঙের টুপি। সাইকেল নিয়ে শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন। যাদের সঙ্গে দেখা হতো, কথা প্রসঙ্গে নিয়ে আসতেন কাজি নজরুল ইসলামের কথা। এই শহর তাঁকে নজরুলের 'রানার' হিসাবেই চেনে। গত শনিবার তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। প্রয়াত হলেন রাজ্যের বিশিষ্ট নজরুল শিল্পী ও গবেষক পঙ্কজ মিত্র। ওইদিন সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষনি:শ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। রাজ্যের নজরুল চর্চার অন্যতম পুরোধা, উজ্জ্বল এবং মেধাবী এই ব্যক্তিত্বের প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে আসে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে। সাম্যের কবিকে এ রাজ্যে জনপ্রিয় করে তোলা এবং কাজি নজরুলের কবিতা ও গানকে যুব সম্প্রদায়ের এরপর দুইয়ের পাতায়

ছত্রছায়ায়, আশ্রিতদের অদশ্য বেড়াজাল অতিক্রম করা ছিল অসম্ভব। আর এখন খোদ মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছে যাচ্ছেন, রোগীদের অভিযোগ জানতে। মুখ্যমন্ত্রীর আচমকা সফরে, একটিও অভিযোগ উঠে না আসা, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রকৃত উন্নয়নের নজির বলা চলে। শুধুই কাগজেপত্রে বা স্বাস্থ্য বিপ্লবের বুলি আওড়ানোর

রোগীদের কাছে মুখ

বদলে, স্বল্প ব্যবধানেই স্বাস্থ্য বিপ্লব বোধহয় একেই বলে। রাজ্য পুলিশের এক ডিএসপির স্ত্রী, গতকাল পত্র সন্তানের জন্ম দেন জিবিতেই। এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সাথেও কথা বলেন। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্ময়নের ফলেই নার্সিং হোমের বদলে জিবিতেই সন্তান প্রসব করানোর সিধান্ত নেন। যদিও, মধ্যবিত্ত বা নিন্ম মধ্যবিত্তদের

হোমে সন্তান প্রসব, একপ্রকার প্রথায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে বদলাচেছ ছবি। যার অন্যতম কারণ পরিষেবার প্রতি আস্থা বৃদ্ধি ও শিশু এবং জন্মদাত্রী মায়ের মৃত্যু হ্রাস। উল্লেখ্য, জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য এন. সি দেববর্মাকে দেখতে 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

সিএ সৈকত'র সদস্যপদ বাতিল

প্রেস রিলিজ

যে জিবি হাসপাতাল সম্পর্কে

দিন-রাত অভিযোগের অন্ত ছিল

না, মাত্র চার বছরের মধ্যেই উল্টো

ছবি। আগে যেখানে জিবির বেহাল

পরিষেবা সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের

সামনে মুখ লুকোতেন বিগত সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রীরা, আজ

উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের সামনে

একে একে রোগীদের স্বাস্থ্য

পরিষেবার মান সম্পর্কে জিজ্ঞেস

করতে থাকলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে উপস্থিত ভালো সংখ্যক

সংবাদমাধ্যমের সামনে রোগীর কোনো পরিজনরা পরিষেবা সম্পর্কে ক্ষোভও উগরে দিতেই

পারতেন। কিন্তু, একজন স্বাস্থ্য মন্ত্রী

হিসেবে, পরিষেবার মানোন্নয়ন

সম্পর্কে কতটা আত্মবিশ্বাসী হলে,

আচমকাই সংবাদমাধ্যমের সামনে

একে একে রোগীদের জিজ্ঞেস

করার দৃঢ়তা থাকে, তা এক প্রকার

বুঝিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিগত

দিনে, মুখ্যমন্ত্রী তো দুরস্থ, স্বাস্থ্যে

মন্ত্রীর কাছে চিকিৎসকরাও তাদের

অভাব অভিযোগের কথা পৌঁছাতে

পারতেন না। রাজনৈতিক

অডিট করলে তা বেআইনি হিসেবে ধরা হবে বলে জানা গেছে।

রবীন্দ্র ভবনে ছাত্র সংগঠনের বন্দনায় চরম বিতর্ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি ।। দেশ নয়, পৃথিবীর বৃহত্তম ছাত্র সংগঠন বলে দাবি করেন প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা। স্বভাবতই উনাদের 'দাপট' একটু বেশি থাকবে। উনারা নিয়মের তোয়াক্কা করবেন না, এটাই স্বাভাবিক। আদতে তাই করলেন। তবে, বাগদেবী সরস্বতীর বন্দনার দিনেও একটি ছাত্র সংগঠন যখন সরকারি নিয়মকে উল্লঙ্ঘন করে, তখন আর যাই হোক, সংগঠনটির আচার এবং নীতিগত দিকটি নিয়ে শুভাকাখ্রীদের মধ্যেও প্রশ্ন জাগে। গত শনিবার, সরস্বতী পুজোর দিন ব্যানার টাঙিয়ে শহরের রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের মূল বারান্দার ভেতরে সরস্বতী পূজোর আয়োজন করে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ তথা এবিভিপি। শহরের এক-দুটো কলেজের হাতে-গোনা কিছু ছাত্ৰছাত্ৰী এই আয়োজনটির মূল দায়িত্বে ছিলো। সেদিন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ঠিক যেখানে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাবয়ব ভাস্কর্যটি রয়েছে, তার পেছনেই

এবিভিপি কর্মকর্তারা একটি ব্যানার সেঁটে দেয়। ব্যবস্থা করা হয় সাউন্ড সিস্টেমের। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের বারান্দায় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সরস্বতী পুজো আয়োজন নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে প্রশ্ন

উনার মদতেই এবিভিপি'র কর্মকর্তারা রবীন্দ্র ভবনে পুজো করার অনুমতি পান বলে খবর। ঠিক একই জায়গায়, অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠন যদি

চেয়ারুম্যান কমল দে'র বিরুদ্ধে।



উঠতে আরম্ভ করেছে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন কর্তৃপক্ষ কিভাবে এমন একটি প্রজো আয়োজনের অনুমতি দিলো, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে। অভিযোগের তির শাসক দলের নেতা তথা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন বিষয়ক সোসাইটির সরস্বতী পুজো করার অনুমতি চাইতো, দিতেন কমলবাবু ? এই প্রশ্নটিকে ঘিরেই সমস্ত বিতর্ক দানা বেঁধেছে। সংশ্লিষ্ট মহল বলছে, একটি উদাহরণ তৈরি হয়ে গেলো। পরবর্তীকালে এই উদাহরণ দেখিয়ে অন্যরাও নিয়ম ভাঙার খেলায় মেতে উঠবে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি ।। বিতর্ক গড়ায় ইতিমধ্যেই নজিরবিহীন সাফল্য অর্জন করেছেন তিনি। দাফতরিক দুর্নীতি থেকে শুরু করে মফস্বলে বদলি হওয়া সত্ত্বেও শহরে থাকার দাপট দেখাতে





পারেন। এহেন এক সরকারি আধিকারিকের কাছে সরকারের জারি করা 'নাইট কারফিউ' আদতে কলপাতা হিসাবেই ধরা দিলো রবিবার। আইজি প্রিজন-এর ওএসডি হিসাবে ব্যাপক বিতর্ক কুড়িয়েছেন। সম্প্রতি কৈলাসহর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি **আমবাসা, ৬ ফেব্রুয়ারি ।।** বাণী বন্দনার দুপুরে আমবাসা সদর



এলাকায় অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হল এক কলেজ ছাত্রীর। আগরতলার রামঠাকুর কলেজে পাঠরতা ঐ ছাত্রীর নাম সুবর্ণা দাস (২১)। পিতা - জীববিজ্ঞানের স্নাতক শিক্ষক রতন দাস। বাড়ি আমবাসার বিবেকানন্দনগর। পরিবারের সদস্যদের দাবি, দুপুর একটা নাগাদ রান্নাঘরের পাশের কক্ষে গলায় ওড়না জড়িয়ে শিলিং ফ্যান থেকে ঝুলে পড়েছে সে। কিন্তু সেই দাবি কতটা সঠিক তা নিয়ে বহু প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও ধলাই জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত 🌢 এরপর দুইয়ের পাতায়

আগর তলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। চোরের মায়ের যেভাবে বড়গলা হয় ঠিক সেভাবেই সোশ্যাল অডিটের অধিকর্তা সুনীল দেববর্মাও নিজের অবৈধ নিয়োগকে বৈধ বলে গলা বড় করে কথা বলছেন — গ্রামোন্নয়ন দফতরে এটাই এখন আলোচনার মূল বিষয়। কেন্দ্রীয় নীতি নির্দেশিকাকে অগ্রাহ্য করে সুনীলবাবু সোশ্যাল অডিট ইউনিটে নিযুক্তি পেয়েছেন, এই কথা তিনি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নিজে অস্বীকার করছেন। তার নির্দেশিকা লঞ্চনের অভিযোগ নিযুক্তি নিয়ে প্রতিবাদী কলম এনে বিভিন্ন নথিপত্র হাজির করেছে

যেভাবে নীতিহীনতার এবং কেন্দ্রীয় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হলে

এমএল হোস্টেল) থেকে সুদীপ

রায় বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহা

সোজা চলে আসবেন আখাউড়া

রোডের বর্মণ বাড়িতে। সেখানে

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সুদীপ রায়

বর্মণের পিতা সমীর রঞ্জন বর্মণকে

প্রণাম জানিয়ে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে যাচ্ছে। • এরপর দুইয়ের পাতায়

3.2 SAU Director

nominee, PAG in-charge of Local Bodies Audit, Principal Secretary of Department of Rural Development, eminent CSO representative and MoRD representative <u>should select a Director</u>. who will enhance the independence of the Social Audit Unit. Further the 2014 MoRD norms not followed this process. Instead, they have deputed a serving officer or appointed a retired nent official as the Director without following the due process

The 2016 Auditing Standards(4) also say that the tenure of Director should be three years, but this has not been followed in many States, including Karnataka, Bihar, Manipur, Uttar Pradesh and Tamil Nadu. Frequent changes lead to instability and affect the independence and effectiveness of the SAU. দফতরকে তথ্য হাজির করে প্রতিবাদ করতে হতো। কিন্তু দফতর ঘুমে। সোশ্যাল অডিট ইউনিটের চেয়ারম্যান এবং সদস্য সচিব বোবা। এদের মধ্য থেকে স্বতপ্রণোদিত সবাক হয়ে উঠলেন সুনীল দেববর্মা।নিজেই নিজেকে নির্দোষ বলে প্রমাণিত করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। অথচ তিনিও যে কোনও একটি দফতরের অধীনে কর্মরত সেই দফতরেরও যে বড় কর্তা ছোট কর্তা

আছেন, • এরপর দুইয়ের পাতায়

জেলাশাসক কার্যালয়ে এডিএম হিসাবে এরপর দুইয়ের পাতায়



সোজা সাপটা

উইকেট পতন

২০২৩ ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের বছর খানেক সময় বাকি। ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের বিরাট অংশের মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল। আর মানুষের এই পরিবর্তনের ডাকে শামিল হয়েছিল বিজেপি। তবে দলটার নাম বিজেপি হলেও রাজ্যের গোটা বাম বিরোধী শক্তিই এতে শামিল হয়েছিল। পাহাড়ে আইপিএফটি এবং সমতলে বিজেপি-র জয়ের পথ সুগম হয়েছিল মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল বলেই। পরিবর্তনের সরকারের ৫ বছর মেয়াদ। আর ৫ বছরের মধ্যে ৪ বছর অতিক্রান্ত। ৪ বছরের একটা সরকার রাজ্যের মানুষকে যে যে স্বপ্ন বা আশ্বাস দেখিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল তার কতটা পূরণ হয়েছে কি না তা নিয়ে আবার কিন্তু আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে রাজ্যের মানুষকে সবচেয়ে বেশি চিন্তায় ফেলেছে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের একাংশের নেতা-বিধায়ক কেন আজ দল ছাড়ার জন্য তৈরি ? তবে কি শাসক দলের একাংশের নেতা-বিধায়ক বুঝতে পারছেন যে, ২০২৩-এ রাজ্যের মানুষ পরিবর্তনের পরিবর্তন চাইছে? মানুষ নতুন নতুন স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। আর মানুষ নতুন স্বপ্ন দেখার জন্যই ২০১৮-এ বিধানসভা ভোটে বামেদের বিদায়ের রাস্তা দেখিয়েছিল। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনেও রাজ্যের মানুষ যদি আবার নতুন করে কোন স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করে তাহলে হয়তো আবার পরিবর্তন। এরাজ্যে বামেরা কতটা শক্তি ধরে রাখতে পেরেছে তা কিন্তু এডিসি এবং পুর ভোটে দেখা গেছে। এই অবস্থায় বিজেপি-র বিকল্প কি? রাজনৈতিক মহলের খবর, ২০২৩ বিধানসভা ভোটে বিজেপি-র বিকল্প নিয়ে নাকি দিল্লিতে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। দিল্লি থেকেই নাকি রাজ্যের শাসক দলের একের পর এক উইকেট তোলা হবে। এই উইকেট তোলার শেষটা নাকি ২০২৩ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হবে।

পিস্তল সহ গ্রেফতার কারবারি

দিকে নেশা দ্রব্য নেওয়া হচ্ছিল। এই খবর চলে আসে আমাদের কাছে। এই খবরের ভিত্তিতেই ৭৯টিলা এলাকায় অটোটি আটক করা হয়। অটোতে তল্লাশি করেই হেরোইন উদ্ধার হয়। এগুলির বাজার মূল্য ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা। এদিকে, এয়ারপোর্ট থানা এলাকায় শংকর বিনের বাড়িতে তল্লাশি করে পুলিশ ২০ কিলো গাঁজা পায়। এয়ারপোর্ট থানার উদালতলী এলাকায় শনিবার এই অভিযানটি করেছিল পুলিশ। তবে এই ঘটনায় পুলিশ এখনও শংকরকে গ্রেফতার ওসি খবর পেয়েছিলেন ডব্লিউবি

শংকর এবং তার ভাই বেশ কয়েক বছর ধরেই নেশা দ্রব্য পাচারের ব্যবসায় জড়িত। তাদের ইচ্ছে করে পুলিশ গ্রেফতার করছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট রোড এলাকায় ব্রাউন সুগার সহ আটক করা হয়েছে দুই যুবককে। ধৃত একজনের বাড়িতে দেশি পিস্তলও পাওয়া গেছে। ধৃতরা হলো, বলরাম সাও এবং জাহিদুল ইসলাম। তাদের দু'জনেরই বাড়ি ভাটি অভয়নগর এলাকায়। পশ্চিম থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, রামনগর ফাঁড়ির করতে পারেনি। অভিযোগ উঠেছে, ২২ইউ ০২৮৮ নম্বরের হুন্ডা ভারনা

গাড়িটি দিয়ে ব্রাউন সুগার পাচার হচ্ছে। এই খবরের ভিত্তিতেই ক্যান্টনমেন্ট রোডে গাড়িটি আটক করা হয়। গাড়িটি আগেই পুলিশ থামানোর চেস্টা করেছিল। কিন্তু পুলিশের সিগন্যাল মানেনি, এই কারণে সন্দেহ বাড়ে। যথারীতি গাড়িটি আটকে তল্লাশি চালালে দু'জনকে পাওয়া যায়। তাদের কাছ থেকে ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। পরবর্তী সময়ে ধৃত বলরামের বাড়িতে তল্লাশি করে তার ঘরের ড্রয়ারে একটি দেশি পিস্তল পাওয়া গেছে। বলরাম আগেও নেশা দ্রব্য সহ গ্রেফতার হয়েছিল। বহুদিন ধরেই বলরাম নেশা দ্রব্য ব্যবসায় জড়িত বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মেরী আবাজ...

 প্রথম পাতার পর
 সাধনাকে ইতিহাস করে দিয়ে বেঁচে থাকার আনন্দ আর অসহনীয় দুঃখকে আলবিদা জানিয়েছেন সর্বদা মৃদুভাষী ও শুভদ্র গায়িকা লতা মঙ্গেশকর। যেকোনও মানুষের মৃত্যুর পরে, এই দেশে তা 'বডি' হতে খুব বেশি সময় লাগে না। মনে মনে আমরা সবাই জানি, একদিন 'বডি' হয়ে যেতে হবে, পাঁচ ছয়জন শেষ যাত্রায় নিথর দেহটিকে ধরে টানাটানি করবে, কেউ কেউ চোখের জলও ফেলবে নির্ঘাত। কিন্তু একটি মৃত্যু যে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, বালুচিস্তান থেকে সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকা — দেশ ছাড়িয়ে পৃথিবীতে কান্নার ঠকঠকানি হয়ে উঠতে পারে, তা লতার মৃত্যুর খবর জানান দিয়ে গেলো। এদিন এই দেশ ও পৃথিবীর হাজারো প্রান্তে শুধু একটাই সুর — মেরী আওয়াজ হি মেরী পেহচান হ্যায়। এই দেশের কাছে, লতা মঙ্গেশকর একটি স্বপ্নের নামচিহ্ন। প্রেমের অলিখিত ম্যাজিক। রবিবার চন্দন কাঠ আর ধূপে দাউ দাউ করে যখন জ্বলছে তাঁর নিথর দেহ, তখন রূপনারায়ণের পাড়ে বসে হয়তো কোনও এক কৃষক শুধু এটুকুই ভেবেছেন, এমন উথাল-পাথাল কি কারণে দখল করলো উনার অস্তিত্ব? সরস্বতী পুজোর দিন দেশ জেনে গিয়েছিলো, তিনি ভালো নেই। ভেন্টিলেশনে ঢোকানো হয়েছে। স্নান করে ছোট্ট একটি চিরকুটে নাম, বাবার নাম, ঠিকানা আর গোত্র লিখে পাড়ার পুজোর ঠাকুরমশাইকে কত মা-বাবা শনিবার নিজেদের ইচ্ছা পূরণ করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হয়তো এবারের বাগ্দেবীর আরাধনায়ও বহু মা হাতজোড় করে প্রার্থনা করেছেন, তার সন্তানটি যাতে লতা র আশীর্বাদ পান। সরস্বতী পুজো এবার বিদায় বেলায় লতা মঙ্গেশকরকেও নিজের সঙ্গে গেঁথে নিয়ে গেলো যেন। ধুলোমাখা কত কত তানপুরা এদিন অজান্তেই ঝনঝনিয়ে উঠেছে। কথায় আছে, দেবীবাক্-কে প্রমোদিত করে গন্ধবদের কাছ থেকে নিজেদের দিকে আনার জন্যই বীণা সৃষ্টি করেছিলেন দেবতারা। আর সেই অবসরে 'বাগ বৈ সরস্বতী' ক্রমশ বীণাবাদিনী হয়ে উঠেছিলেন রূক দক্ষের হাতে। লতা মঙ্গেশকর যেন সেই বীণাবাদিনীর এক অমোঘ উদাহরণ। মমতার আধার এবং এই দেশের সংস্কৃতির রূপান্তর হিসেবে, আত্মপরিচয়ের নানা অনুচ্চারিত ইতিহাসকে সাক্ষী রেখেই জীবনকে বিদায় জানিয়েছেন লতাদেবী। গত বহু বছর সেই অর্থে তিনি সঙ্গীতে ছিলেন না। কিন্তু প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে তিনি সঙ্গীতের মূর্চ্ছনাতে জীবনকে উপভোগ করেছেন। উদ্যাপন করেছেন। প্রসারিত হতে দেখেছেন ধামসা-মাদল আর পাহাড়িবাসীর সুরকে। জাতি, জনজাতির আবহমান পরিচয়কে এক নিমেষে আনন্দ দিয়েছেন তিনি। সংস্কৃতির উল্লাস, বাদ্যযন্ত্রের অনার্য অনুসঙ্গে তিনি-ই হয়ে থেকেছেন প্রাত্যহিকতা। বলা হয়ে থাকে, সরস্বতী নদী মাত্র এবং নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যিনি মাতৃগণের মধ্যে, নদীগণের মধ্যে ও দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা আর্যদের প্রিয় বাসভূমি সরস্বতীর তীর ও তীরবর্তী ভূ-ভাগ, যেখান থেকে তারা আর কোথাও যেতে চান না, সেখানেও হয়তো এই লতা মঙ্গেশকরকে নিয়ে তুমুল আলোচনা আজ। লতা মঙ্গেশকর আসলে এই দেশের অভিন্ন আত্মা এমন এক চিহ্ন, যা ক্রমশ হয়ে উঠেছে এই দেশের জাত-পাত-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয়তার উজ্জ্বল জ্ঞাপনচিহ্ন। ইতিহাস অন্তর্যাতী। ইতিহাস উদ্দেশ্যপ্রবণ। কিন্তু তবুও এই বিশাল ভূখণ্ডের চিন্তা-চেতনা এবং সাংস্কৃতিক তত্ত্বে, চিরকাল বেঁচে থাকবেন গ্রামীণতা অথচ সমান্তরালভাবে শহরে এক ডিগনিটি'র উদাহরণ —লতা মঙ্গেশকর। রবিবার দুপুরের পর থেকে এই দেশের আত্মায় একটি সূত্র ক্ষণিকের তরে হলেও ছিন্ন হয়েছে। নিজের ভাই হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর মুখাগ্নি করে যখন চোখের জলে গায়িকাকে বিদায় জানাচ্ছেন, তখন, বিরানব্বই বছর বয়সি লতা মঙ্গেশকরের শরীর পঞ্চভূতে বিলীন হয়নি শুধু। বরং ১৯৪২ সালে মাত্র তের বছর বয়সে যে মেয়েটি গান গাইতে শুরু করেছিলেন, যে নারী পরে এই দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' পেয়েছিলেন, তাঁর সমস্ত প্রাপ্তিকে প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। এদিন শিবাজি পার্কে যখন শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার সময় বেজে উঠলো তারই কণ্ঠে গাওয়া ' মেরি আওয়াজ হি মেরে পেহচান হ্যায়' তখন গান সেলিউটের দিকে আর কার নজর! তখন দেশ এবং পৃথিবীর কোণায় কোণায় শুধু একটাই যেন আওয়াজ — ভালো থাকবেন আমাদের প্রাত্যহিক আভিজাত্য। ভালো থাকবেন 'বাগ্ বৈ সরস্বতী'। এদিন আত্ময়তা প্রতিষ্ঠা করে লতা মঙ্গেশকর বিদায় নিলেন। বিদায় নিলেন দেবী সরস্বতী। ভাসানে নয়, যেন লতার গানে গানে। ভোগ সর্বস্বতার এই ধরায়, এদিনের এই মৃত্যুটি যেন, হাদয়ের সকল অনুভূতিকে বৃহৎ এক পরিসরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার দর্পণ। এই দর্পণ কখনও ভাঙে না, এই দর্পণ মানুষকে, সঙ্গীত পিপাসুদের বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। আর সে কারণেই লতা মঙ্গেশকর মৃত্যুতেও বেঁচে থাকার আরেক নাম।

রাষ্ট্রীয় শোকেও ডিজে পার্টি

• প্রথম পাতার পর বদলি হয়েছেন। বিতর্কিত এই আধিকারিকের পোষাকী নাম, পিন্টু দাস। তবে, সংশ্লিষ্ট মহলে তিনি 'তহশিলদার পিন্টু' নামে পরিচিত। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেন্দ্রীয় সরকার এদিন সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে দু'দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে। সেই রাষ্ট্রীয় শোকের আবহেই রবিবার সন্ধ্যার পর থেকে তহশিলদার পিন্টুর নেতৃত্বে আয়োজিত হলো এক মেগা ডিজে পার্টি। গান্ধিঘাটে পিন্টুবাবুর বর্তমান বাসস্থান তথা গান্ধিঘাট কোয়ার্টার কমপ্লেক্স চত্বরে এদিন ডেকোরেটর সহযোগে দারুণ করে একটি নির্দিষ্ট এলাকা সাজানো হয়। সেখানে উক্ত কমপ্লেক্সের নির্দিষ্ট কয়েকটি পরিবার ডিজে পার্টিতে অংশগ্রহণ করে। যাদের পরিবার এদিনের পার্টিতে অংশগ্রহণ করে তারা অধিকাংশই হয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন, নয় গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে অবসরে গেছেন। রাষ্ট্রীয় শোকের আবহে একটি সরকারি আবাসনের ভেতর কিভাবে খোদ সরকারের আধিকারিকরাই ডিজে পার্টির আয়োজন করতে পারে, তা নিয়ে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। সচেতন নাগরিকদের বক্তব্য, রাত দশটা থেকে যখন সরকারের কারফিউ জারি এবং এই এলাকাটি যেখানে পশ্চিম থানার ঢিলছোঁড়া দূরত্বে, সেখানে এরকম একটি রাতকালীন ডিজে পার্টির আয়োজন কিভাবে সম্ভব? রাষ্ট্রীয় শোকের আবহে এমন একটি পার্টিতে এদিন চটুল হিন্দিগান বেজেছে রাত ১১টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত। শুধু তাই নয়, কব্জি ডুবিয়ে খানা-পিনাও হয়েছে। প্রতিবেশীরা এদিন পশ্চিম থানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন বলেন জানা গেছে। কিন্তু কিছুতেই কোনও লাভ হয়নি। একটি সরকারি আবাসনে তহশিলদার পিন্টুদের মতো 'নেতা'রা যখন রাষ্ট্রীয় শোকেও ডিজে পার্টির আয়োজনে নেতৃত্ব দিতে পারেন, তখন শুধু এটুকুই প্রমাণিত হয়— জো জিতা ওহি সিকান্দর। হয়তো তহশিলদার পিন্টু নিজেকে সিকান্দরই মনে করেন!

মৃতদেহ উদ্ধার

শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। মৃতদেহের সাথে রক্তের দাগও দেখা যায়। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মহিলার মৃতদেহ বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসে। তবে মহিলার মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত করছে।

মৃত্যু মহিলার

• আটের পাতার পর - তার মৃত্যু হয়। কিন্তু কি কারণে তিনি রেল লাইনে গেছেন তা কেউই বলতে পারছেন না। মহিলার পরিবারের লোকজনও এই ঘটনায় স্তম্ভিত। প্রথমে মহিলার পরিচয় জানা যায়নি। পরে তার পরিবারের লোকজন এসে মৃতদেহ সনাক্ত করেন। এদিকে তেলিয়ামুড়া রেলপুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি দুর্ঘটনা তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। সাতসকালে মহিলার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

গরু চুরি

• **আটের পাতার পর** - দাবি ৩টি গরুর বাজার মূল্য প্রায় ৯০ হাজার টাকা। হানিফ মিয়ার কথা অনুযায়ী তিনি গরুগুলিকে রাস্তার পাশে বেঁধে রেখেছিলেন। সেখান থেকেই নিয়ে গেছে চোরেরা। একের পর এক গরু চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষ খুবই আতঙ্কে আছেন। বিশেষ করে সীমান্ত এলাকায় এখন গরু চুরির হিড়িক পড়েছে।

বলি যুবক

 আটের পাতার পর - আসা হয়। বর্তমানে মহকুমা হাসপাতালের মর্গে সজলের মৃতদেহ রাখা আছে। রাজ্যে লাগামহীন যান সন্ত্রাসে নিহতদের তালিকায় যুক্ত হল আরও এক নাম।

মৃত্যু, চাঞ্চল্য

় আটের পাতার পর - হয়েছে জিবিপি হাসপাতালে। রিপোর্ট এলেই পুলিশ এটা খুন না দুৰ্ঘটনা তা পরিষ্কার জানাতে পারবে। শহরতলিতে অস্বাভাবিক মৃত্যু বাড়ছে বলে অভিযোগ। প্রত্যেকদিনই মৃত্যুর এই মিছিল লম্বা হচ্ছে। মৃত্যুর তালিকায় যুক্ত হয়েছে এখন আরও একটি নাম।

রহস্য মৃত্যু

• আটের পাতার পর রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। প্রবিবাবের জরফ থেকে গানাস মিসিং ডায়েরি করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাড়ির পাশের পুকুরে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কিভাবে উত্তম কর্মকারের মৃত্যু হয়েছে তা তদন্ত কের দেখেছে পুলিশ। তবে পরিবারের তরফ থেকে এখনও কোন অভিযোগ করা হয়নি।

 প্রথম পাতার পর এক কুপ্রভাব গোটা বিধানসভা কেন্দ্রেই পড়তে শুরু করে। এতে করে দলে এ নিয়ে প্রায় বিদ্রোহ তৈরি হয়। দাবি উঠে সঞ্জয় দাসকে যেন তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। আর এতে সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদমুখর ছিলেন দুলালবাবু। দলে নাকি এ নিয়ে সিদ্ধান্তও হয়। দুলাল দাস যেহেতু দলের অভ্যন্তরে এ নিয়ে প্রতিবাদী ছিলেন তাই তাকে একটা শিক্ষা দিতে দলবল সহ গত কয়েকদিন ধরেই তক্কে তকে ছিলেন বাগমারা বুথের সভাপতি সঞ্জয় দাস। রবিবার বিকালে দুলালবাবু বাগমারা এলাকায় তার রাবার দোকানের কাছে যেতেই তার উপর চড়াও হন সঞ্জয় দাস এবং তার ভাড়া করা লোকজনেরা। দুলাল দাসকে বেধড়ক পিটিয়ে তার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। এলাকার মানুষেরা তখন রক্তাক্ত অবস্থায় দুলালবাবুকে জুমেরঢেপা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু তার আঘাত গুরুতর হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই তাকে আগরতলায় রেফার করে দেওয়া হয়। তাকে হাঁপানিয়ায় ভর্তি করা হয়েছে। তার সঙ্গে আসা এলাকার বিজেপি কর্মীরা জানিয়েছেন, দুলালবাবুর আঘাত গুরুতর। বিষয়টিতে গোটা এলাকায় তীব্ৰ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শাসক বিজেপিতে গোষ্ঠীকোন্দল যে আকার নিয়েছে তা আগামীদিনে আরও বড় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আকার নিতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন এলাকার মানুষেরা।

আজ ইস্তফা

• প্রথম পাতার পর যদি বিজেপি কার্যালয়ে দু'জন আসেন, তাহলে সেখান থেকেই সুদীপ-আশিস জুটি সোজা চলে যাবেন মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে। নতুবা রাজ্য বিধানসভা থেকেই দু'জন দিল্লির বিমান ধরার জন্যে বিমানবন্দরে পৌঁছুবেন। সূত্রের খবর, নয়াদিল্লিতে গিয়ে তারা দলের রাজনৈতিক শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণ করবেন। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি তাদের রাজ্যে ফিরে আসার কথা। সুদীপ ঘনিষ্ঠ এক রাজনৈতিক নেতার বক্তব্য, দিল্লিতে ৯ অথবা ১০ তারিখ কংগ্রেস দলে যোগদান করবেন দুই বিধায়ক। ওই নেতার কথামতো মানুষের স্বার্থেই সুদীপবাবু তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। চেয়েছিলেন বাম বিরোধী ভোটকে এক জায়গায় নিয়ে সিপিআইএমকে হারিয়ে রাজ্যে সত্যিকারের উন্নয়নের সরকার গঠন করবেন। যে সরকার বেকারদের চাকরি দেবে, যে সরকার শ্রমিকদের মজুরি বাড়াবে, যে সরকার অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করবে, যে সরকার সামাজিক ভাতা বাড়িয়ে দেবে, সপ্তম বেতন কমিশন দেবে, সর্বোপরি গরিব মানুষের কল্যাণে কাজ করবে। কিন্তু সরকার যখন আশার গুড়ে বালি ছিটোয়, মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়, কখনও সরকার জনকল্যাণমুখী হয় না, স্বৈরাচারী হয়ে উঠে, তখন সেই সরকারে থাকার মানে নেই। ওই নেতার বক্তব্য মোতাবেক, আর সে কারণেই ১৯৯৮ সাল থেকে বিধায়ক থাকা সুদীপবাবু মন্ত্রিত্বের লোভ না রেখে, কর্তার পদলেহন না করে ফোঁস করে উঠেছিলেন। কারণ, তিনি যে মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই নেতা রবিবার এও বলেন, সুদীপবাবুরা প্রতিশ্রুতি যখন রক্ষা করতে পারেননি তখন মন্ত্রিসভায় থেকে আর কোনও লাভ নেই এটা বুঝে নিয়েই মানুষের স্বার্থে কথা বলতে শুরু করেন। আর সে কারণেই তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় রাজ্য মন্ত্রিসভা থেকে। তার পরেও নিজের রাজনৈতিক স্বাচ্ছন্য ভুলে গিয়ে সুদীপবাবুরা বিজেপিতে থেকেই মানুষের কল্যাণে কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাও যখন সম্ভব হচ্ছিলো না, তখন মানুষের স্বার্থেই তারা বিজেপি ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। মানুষকে সিপিআইএম'র নাগপাশ থেকে উদ্ধারের জন্য তারা বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। আর বিজেপি ছাড়ছেন মানুষকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে বাঁচাতে। যতদূর জানা গেছে, এই মুহূর্তে দুই বিধায়ক দল এবং বিধায়ক পদে ইস্তফা দিলেও সঙ্গী দুই বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাঙ্খল এবং বুর্বোমোহন ত্রিপুরা এখনই বিজেপি ছাড়ছেন না। এই দুই বিধায়ক দল এবং বিধায়ক পদে ইস্তফা দেবেন তাদের বিধায়ক পদের চার বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর। তবে আরও কিছুদিন তাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শোক

 ছয়ের পাতার পর
 বাংলা গান গেয়ে সেই সত্তরের দশকে তার আশীর্বাদ পেয়েছিলেন বাংলাদেশের কিংবদন্তী সাবিনা ইয়াসমিন। সেই স্মৃতি আজও তার হৃদয়ে অমলিন। সাবিনা ইয়াসমিন জানালেন, ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ ফিল্ম ফেস্টিভালে অংশ নিতে মুম্বাই গিয়েছিলেন তিনি। সেই আয়োজনের এক পার্টিতে লতা মঙ্গেশকরের সামনে গাওয়ার সুযোগ হয়েছিল; যা 'জীবনের বড় পাওয়া' হিসেবেই মনে রেখেছেন তিনি। সেই আয়োজনে লতা মঙ্গেশকর, অভিতাভ বচ্চন, শচীন দেব বর্মণের সঙ্গে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ থেকে সাবিন ইয়াসমিন, রাজ্জাক, ববিতা, রোজী আফসারীসহ আরও কয়েকজন ছিলেন।

সর্বাঙ্গীণ বিকাশ

 তিনের পাতার পর মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক রঞ্জিত দাস বলেন, শান্তি কালী আশ্রম বিশ্ব শান্তির বার্তা পথে নিরস্তর অগ্রসরমান। যা সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরীর পক্ষে ইতিবাচক কর্মকাণ্ড। বর্তমান রাজ্য সরকারের আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে এই অঞ্চলে সড়কের কাজ চলছে। রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র ছবিমুড়ার সাথে সাথে শান্তিকালী আশ্মটি একটি ধর্মীয় পর্টন কেন্দ্র হিসেবে বিকাশের প্রবল সুযোগ রয়েছে। উন্নত সড়ক, শিক্ষা-স্বাস্থ্য পানীয় জল, পর্যটন-সহ সমস্ত ক্ষেত্রেই বহুমুখী উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে অমরপুরে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সিন্ধু চন্দ্র জমাতিয়া वरलन, मातिष्रशीभात निरह বসবাসকারী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে এই বিদ্যালয়টি। কম্পিউটার-সহ আগামী দিনে বিভিন্নভাবে বিদ্যালয়ের পাশে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি চলে যান ছবিমুড়ায়। সেখানে স্পিড বোটে ছবিমুড়া পাহাড়ের গায়ে অঙ্কিত ভাস্কর্য, গুহা পরিদর্শন করেন। সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে ছবিমুড়ার পরিকাঠামোগত এবং সংস্কারে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পর্যটকদের সুবিধার্থে গুহাপথে চলার উপযোগী কৃত্রিম সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। কেন্দ্রটির অপরাপ সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে সেখানে চলচ্চিত্র তৈরীর উপরে দৃষ্টিপাত করে ও প্রাকৃতিক শোভা এবং সবুজে ঘেরা এই পর্যটন কেন্দ্রে আসার জন্য আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রয়াত পক্ষজ

 প্রথম পাতার পর দেওয়ার পেছনে অনন্য অবদান ছিলো প্রয়াত পঙ্কজবাবুর। কিন্তু মৃত্যুতে তিনি যথাযথ সম্মান পেলেন না সরকারি তরফে। রাজ্য সরকারের 'নজরুল স্মৃতি পুরস্কার'-এ সম্মানিত পঙ্কজবাবুর প্রয়াণের পর গত শনিবার উনার শবদেহ জিবি হাসপাতাল থেকে প্রথমে শহরের বাড়িতে যায়। সেখান থেকে শবদেহ নিয়ে আসা হয় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে। না, সরকারের উদ্যোগে আনা হয়নি শবদেহ। রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দফতর প্রধানত এমন সব প্রয়াণে দাফতরিক উদ্যোগে বিশিষ্ট শিল্পীর দেহ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে। কিন্তু পঙ্কজবাবুর ক্ষেত্রে রাজ্যের ৪-৫ জন শিল্পীরা মিলে নিজেরাই উদ্যোগ নেন। সব মিলিয়ে ৭-৮ জন শিল্পী এবং কয়েকজন গুণগ্রাহীরা মিলে গত শনিবার পঙ্কজবাবুকে শেষ বিদায় জানিয়েছেন। শহরের শিল্পীরা নিজেদের উদ্যোগে ফুল এনে পক্ষজবাবুকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। শিল্পীরা মিলে কাজি নজরুল ইসলামের একটি গানও গেয়েছেন শববাহী শকটের সামনে দাঁড়িয়ে। নাম রক্ষার্থে এদিন তথ্য সংস্কৃতি দফতরের তরফে ইনফরমেশন কালচারেল অফিসার বিনয় মজুমদার শববাহী গাড়ি থেকে অন্তত ২৫ হাত দূরে দাঁড়িয়ে থেকেই নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন। দফতরের তরফে একটি ফুলের তোড়া দেওয়া হয় শিল্পীর শরীরে। রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে যে শিল্পীকে 'নজরুল স্মৃতি' পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে, তাঁর প্রয়াণকালে দফতরের অধিকর্তা, সচিব, মন্ত্রী বা সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী— কেউ-ই গত শনিবার শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেননি। মৃত্যুর খবর পেয়ে, তথ্য সংস্কৃতি দফতরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস বটতলা শ্মশানঘাটে শেষ মুহূর্তে ছুটে যান। সেখানে তখন শিল্পীকে দাহ করার প্রস্তুতি প্রায় শেষ। শনিবার রবীন্দ্রভবনে 'অগ্নিবীণা' সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে শিল্পীকে শেষ শ্রদ্ধা জানান সংস্থাটির বর্তমান সদস্য-শিল্পীরা। সেদিন, শাসক দলের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণও প্রয়াতকে রবীন্দ্রভবন গিয়ে পুষ্পাঞ্জলির মাধ্যমে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাছাড়াও, বেশ কয়েকটি সংস্থার শিল্পীরা সেদিন শেষ যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন। তবে, সব মিলিয়ে উপস্থিতির সংখ্যা ছিলো খুবই কম। 'সুরশ্রুতি' নামে একটি পত্রিকা বের করতেন পক্ষজবাবু। সাইকেল চালিয়ে বাড়ি বাড়ি সেই পত্রিকা পৌছে দিয়েছেন এককালে। শহরের বহু নজরুল সঙ্গীত শিল্পী উনার আদর্শে দিক্ষীত। এহেন এক শিল্পীর এমন 'নীরব' বিদায় আক্ষরিক অর্থেই তাঁর শৈল্পিক জীবনে এক অপূরণীয় দাগ।

কমেছে ত্রিপুরায়

 তিনেরপাতারপর বর্গ কিলোমিটার মিজোরামে কমেছে ১৮৬ বর্গ কিলোমিটার। উত্তর-পূর্বে ক্রমাগত বন কমেছে। ২০১৯ সালের রিপোর্টেও সেই ইঙ্গিত ছিল। ১৯৮৭ সাল থেকে এই রিপোর্ট প্রকাশ হচ্ছে। দেশের মোট এলাকার ৩৩.৩ শতাংশ বন করার লক্ষ্য রয়েছে। এখন সেটা ২১.৭১ শতাংশ।

পবন, রাহিল

 সাতের পাতার পর রীতিমত ঘরে বসে সরাসরি ত্রিপুরা দলে তিন ভিনরাজ্যের ক্রিকেটার। ক্রিকেট মহলের প্রশ্ন, যেখানে টিসিএ কথায় কথায় রাজ্যের ক্রিকেটারদের ডিসিপ্লিন শেখায়, মাঠে কোন ক্রিকেটার ক্যাচ ছাড়লে গালাগাল দেওয়া হয়, কেউ দেরিতে প্র্যাকটিসে এলে বাদ দেওয়ার হুমকি দেয় সেখানে টিসিএ কেবি পবন-দের ক্ষেত্রে কোন ডিসিপ্লিন দেখালো কি? কিভাবে ক্যাম্পে না এসে, প্রস্তুতি ম্যাচ না খেলে সরাসরি রাজ্য দলেই সুযোগ পেলো পবন-রা? তবে কি টিসিএ-র যত নিয়ম কি ত্রিপুরার ক্রিকেটারদের জন্যই? না ভিনরাজ্যের ক্রিকেটারদের সাথে আড়ালে কোন সমঝোতা আছে? রঞ্জিতে একটি ম্যাচ খেললেই ২.৪ লক্ষ টাকা। তিনটি ম্যাচ খেললে ৭.২ লক্ষ টাকা এবং টিসিএ-র ডিএ প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। আর এই আট লক্ষ টাকা বিনা প্র্যাকটিস, বিনা ফিটনেস টেস্টে যারা পেলো তারা কি এর বিনিময়ে কোন কিছু দিচ্ছে ? প্রশ্ন, বেশ কিছু প্রাক্তন ক্রিকেটারের।

স্বচ্ছতায় কলাঙ্কত সুনীল

 প্রথম পাতার পর সুনীলবাবুকে সার্টিফিকেট দিতে হলে তার দফতর কর্তাকেই যে দেওয়া উচিত সেই কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছেন তিনি। উদ্দেশ্য একটাই, যেকোনও মূল্যে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা। কিন্তু যার নিয়োগই হয়েছে অবৈধ উপায়ে, যিনি কেন্দ্রীয় নির্দেশিকাকে তুড়ি মেরে রাজ্য সরকারের কালি সাফাই করে সফেদ বানানোর দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন — তিনি আবার গলা উঁচিয়ে বলতে শুরু করেছেন তিনি কলা খাননি। অদ্ভুত রাজ্যে যেন অদ্ভুত রসিকতা, নইলে এই চিঠির প্রতিলিপি অর্থ দফতরের সচিবকে পাঠানো হলেও সোশ্যাল অডিটের চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিবকে অন্ধকারে রেখেছেন কার স্বার্থে? তার নিয়ম এবং প্রতিবাদপত্র সম্পর্কিত বিষয়ে সোশ্যাল অডিট ইউনিটের চেয়ারম্যান এবং সদস্যসচিবের কোনও বক্তব্য না পাওয়া গেলেও সুনীলবাবুর নিয়োগকে তারা কোনও কোনওভাবেই সমর্থন করবেন না, তাও প্রায় নিশ্চিত। সুনীল দেববর্মা তার প্রতিবাদপত্তে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রককে থেকে ইস্যু হওয়া চিঠি M-1305/2/2012-MGNREGA-VII(PT) Dated 11.08.2014 বাতিল করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের চিঠি M-11015/4/2020-RE-III, Dated 19.06.2020-এ সোশ্যাল অডিটে অধিকর্তা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যোগ্যতা, বয়স ও চাকরির মেয়াদের উপর ছাড় দিয়েছে। অর্থাৎ ২০১৪ সালে যে চিঠি ইস্যু করা হয়েছিলো ওই চিঠির ক্ষুদ্রাংশ সংস্করণ করা হয়েছে। কিন্তু ওই সংস্করণে কোথাও বলা হয়নি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীকে সোশ্যাল অডিট ইউনিটের অধিকর্তা পদে নিযুক্ত করতে হলে ওই আধিকারিক বিগত পাঁচ বছর কোনও সরকারি পদে চাকরি করলেও এই পদের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। অর্থাৎ ২০১৪ সালের চিঠিতে বলা হয়েছিলো সোশ্যাল অডিট ইউনিটের অধিকর্তা যিনি হবেন, তিনি শেষ পাঁচ বছরে কোনও সরকারি পদের সঙ্গে যুক্ত থাকলে এই পদের জন্য বিবেচিত হবেন না। ২০২০ সালে এই ধারায় কোনও সংশোধনী আনা হয়নি। ফলে সুনীলবাবু এই পদের জন্য যে যোগ্যতম প্রার্থী নন, বরং প্রথমেই তিনি বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা, এটা জানা এবং বোঝার পরেও কুতর্ককে সঙ্গী রেখেই তিনি প্রতিবাদ করার মতো সাহস দেখিয়েছেন। গ্রামোন্নয়ন দফতরের আধিকারিকরাই বলছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকাকে এইভাবে অগ্রাহ্য করে নিয়োগ এবং সেই নিয়োগকে বৈধ বলে প্রমাণ করতে গিয়ে সরকারি নির্দেশনামাকে যেভাবে কালিমালিপ্ত করেছেন সুনীলবাবু তা সরকারি তথ্য বিকৃতিরই শামিল। অবিলম্বে সুনীলবাবুকে পদচ্যুত করা সহ তার বিরুদ্ধে মামলা নেওয়ারও দাবি উঠছে।

ময়নাতদন্ত ছাড়াই সৎকার

 প্রথম পাতার পর
 চিকিৎসক এবং আমবাসা থানার পুলিশ কোন এক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে
 পরিবারের দাবিকেই মান্যতা দেয় এবং আর পাঁচটা স্বাভাবিক মৃত্যুর ন্যায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই মৃতদেহ পরিবারের। হাতে তুলে দেয়। অতঃপর ডলুবাড়ি মহাশ্মশানে সুবর্ণার নিথর দেহের সাথেই ভস্মীভূত হয়ে যায় তার মৃত্যুরহস্য সমেত জনমানসে জন্মানো হাজারো প্রশ্ন। দিন দুপুরে হওয়া সুবর্ণার এই অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে উঠা প্রশ্নগুলি যদি এক এক করে সাজানো হয় তবে তা যে যথেষ্ঠ রহস্যজনক তা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রথমতঃ একেবারে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় দিনদুপুরে একটি যুবতি মেয়ে গলায় ওড়না জড়িয়ে ঝুলে পড়ল, অথচ তার ঝুলস্ত দেহ পরিবারের তিন সদস্য ব্যতীত আর কেউ দেখলো না। সবচেয়ে বড় কথা হল, তাকে ঝুলতে দেখে তার বড় বোন ও মা ফোন করে বাবাকে। শিক্ষক বাবা নাকি ঘন্টাখানেক আগেই নিজের স্কুলে বাণীবন্দনায় শামিল হয়েছে। বাড়ি থেকে ফোন পেয়ে দুই কিলোমিটার দূরবর্তী স্কুল থেকে ছুটে এসে নিজেরাই দেহ নামিয়ে নেয় এবং কোন প্রতিবেশী নয়, কয়েকশত মিটার দূরবর্তী একজন শিক্ষক নেতাকে ডেকে এনে তারপর মেয়েকে নিয়ে ধলাই জেলা হাসপাতালের দিকে রওনা হয়। হাসপাতালে পৌঁছালেই চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে এবং পুলিশে খবর দেয়। আমবাসা থানার মহিলা এস আই শোভা তেলী ঘটনার তদন্তে হাসপাতালে গেলে মৃতার পিতা রতন দাস সহ উনার সঙ্গীরা মৃতদেহের ময়নাতদন্তে তীব্র আপত্তি জানায়। যেকোন মূল্যে তারা ময়নাতদন্ত রুখবেই এমন মন্তব্যও করে। তেলী ম্যাডাম প্রথমে ময়নাতদন্তের সিদ্ধান্তে অনড় থাকলেও পরে অদৃশ্য চাপের সামনে নতজানু হন এবং চিকিৎসক সন্দেহজনক কিছু পায়নি এই নোট দিয়ে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মৃতদেহ সৎকারের জন্য পরিবারের হাতে তুলে দেয়। এখানে প্রশ্ন হল, চিকিৎসক যদি সব স্বাভাবিক পেয়ে থাকেন তবে তিনিই পুলিশকে ডাকলেন কেন? নাকি কোন সেবকের চাপে অস্বাভাবিক থেকে 'অ" অক্ষরটি গায়েব করে দিয়েছেন চিকিৎসকবাবু। এখানেই শেষ নয় হাসপাতালে এই মৃত্যু নিয়ে খোঁজখবর নিতে দুই জন সাংবাদিক গেলে তাদের ছবি তুলতে বাধা দেওয়া হয়। বলা হয় মৃতা সোশ্যাল মিডিয়া পছন্দ করতো না। অথচ পরে দেখা যায়, ফেসবুকে তার অ্যাকাউন্ট রয়েছে এবং প্রচুর সময় সে তাতে সক্রিয় থাকতো। এদিকে প্রতিবেশীরা জানিয়েছে, আগের দিন রাতে এবং ঘটনার দিন সকালে সুবর্ণাদের বাড়িতে প্রচুর ঝগড়ার আওয়াজ পেয়েছে। আর এই সব তথ্যের কোন কিছুই পুলিশের অজানা ছিল না। তারপরও পরিবারের দাবি মেনে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মৃতদেহ হস্তান্তরে কতটা বিধিসম্মত হল সে প্রশ্ন উঠবেই। এই বিষয়ে এস আই শোভা তেলী মহোদয়াকে জিজ্ঞাসা করা হলে উনি বলেন পরিবারের কারোর কোন অভিযোগ নেই। এক্ষেত্রে পুলিশের জানা উচিৎ যে , অপরাধের দুনিয়ায় 'ওনার কিলিং' বলে একটি ইংরেজি শব্দ রয়েছে। আর সেক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই পরিবারের কোন অভিযোগ থাকে না। ময়নাতদন্তের রিপোর্টই সব বলে দেয়।

রোগীদের কাছে মুখ্যমন্ত্রী

 প্রথম পাতার পর জিবি হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মন্ত্রী এন. সি দেববর্মা ও চিকিৎসকদের সাথে কথা বলেন ও তাঁর স্বাস্থ্যের আগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নেন। পরিবারের সদস্য ও পরিজনদের সাথেও কথা বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আচমকা অসুস্থ অনুভব করায়, মেজেতে পড়ে গিয়ে মাথায় অল্প বিস্তর আঘাত প্রাপ্ত হন তিনি। তবে আঘাত গুরুতর না হওয়ায়, বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা সুস্থ। তারপর শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারনে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদারের সহধর্মিনী মিলন প্রভা মজুমদারের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কেও খোঁজ নেন তিনি। দু'জনেরই দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন তিনি। এদিন হাসপাতালের শিশু বিভাগ, ক্যান্টিন সহ অন্যান্য পরিষেবা খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। বলাবাহুল্য, অত্যাধুনিক পরিযেবা সম্পন্ন মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালের ন্যায় জিবি হাসপাতালেও পরিকাঠামো উন্নয়ন ও জটিল রোগ সহ অন্যান্য পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর গৃহীত একাধিক উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন, আক্ষরিক অর্থেই প্রতিফলিত এদিন। বহু অর্থ ব্যয়ে, বেসরকারি চিকিৎসা ঝোক কাটিয়ে জিবি হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতি রাজ্যের মানুষের ক্রমবর্ধমান আস্থা সম্পর্কে অবহিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী। শিশু বিভাগের পরিযেবার মান, ক্যান্টিন এই গুণমান সহ হাসপাতালের সামনের অপেক্ষমান রোগীর পরিজনদের সাথেও পরিযেবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন ন তারা বর্তমান চিকিৎসা পরিযেবার প্রতি বর্ধিত আস্থা ও সন্তুষ্টি সম্পর্কে জানান। সর্বসুবিধাযুক্ত স্বাস্থ্য পরিযেবার মাধ্যমে সবার স্বাস্থ্যের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ও পরিষেবার বিকেন্দ্রীকরণে রাজ্যব্যাপী কর্মযজ্ঞ চলছে, তা এদিন অনেকাংশেই প্রতিফলিত হল। পরিষেবার আরও মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গতহণের লক্ষ্যে চিকিৎসক ও আধিকারিকদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

আর্থিক সংস্কৃতি এবং সর্বাঙ্গীণ বিকাশ

ফেব্রুয়ারি।। ভাবি প্রজন্মের সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যৎ জীবন নির্মাণের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার দ্বারা গহীত সময়োপযোগী গুচ্ছ পদক্ষেপের ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। শ্রীশ্রী শান্তিকালী ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় এই লক্ষ্য প্রণের পথে গতি সঞ্চারিত করবে। আজ গোমতী জেলার অমরপুর সর্বং-এ শ্রীশ্রী শান্তিকালী ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করে এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এই বিদ্যালয় নির্মাণে ব্যয় হয়েছে এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা। এর অধিকাংশ অর্থ গুজরাটের গোরাসিয়া সোসাইটি ও স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত আংশিক অর্থানুকুল্যে এই বিদ্যালয়টি নির্মিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে প্রাক-প্রাথমিক থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস চলবে। মোট শ্রেণিকক্ষ বারোটি। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। তার পর শান্তি কালী আশ্রমে পরিদর্শন ও প্রার্থনা করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, সরস্বতী প্রজোর প্রন্যদিনে স্বামী চিত্ত মহারাজের পৌরোহিত্যে যাতা করা, শ্রী শ্রী শাস্তিকালী ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় ভাবি

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৬ প্রজন্মের সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল পরিবারের পড়ুয়া-সহ অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিযোগিতামূলক ক্ষে ত্রে নিজেদের সাফল্যের কৃতিত্ব স্থাপনের উপযোগী করে তুলতেও অগ্রণী ভূমিকা নেবে। শিক্ষার





উৎকর্ষতা ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যের একশটি বিদ্যালয়কে সিবিএসসিতে রনপান্তরের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। মিশন ১০০ বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য নজির। বর্তমানের বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির চাপ বাড়ছে বহুগুণ। এই প্রকল্পে রাজ্য বাজেট থেকে ব্যয় হবে প্রায়

ব্যবস্থাও। অন্যদিকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আধ্নিকীকরণের ফলশ্রুতিতে রাজ্যের চিকিৎসকগণ একের পর এক সাফল্যের নজির তৈরি করছেন। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল অবস্থার দোহাই দিয়ে বিরোধীরা যখন প্রচারে ব্যস্ত তখনই রাজ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়ে গেল প্রথমবারের মতো ওপেন হার্ট সার্জারি। তার পাশাপাশি কিডনি,

সর্ব সুবিধাযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে যেন রেফারের সংখ্যা শুন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। একটি অত্যাধুনিক মানের কিডনি চিকিৎসা বিভাগ চালুরও পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। উন্নত পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি সাথে এই হাসপাতালের

চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানেই আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেরিয়ে আসছে নতুন নতুন চিকিৎসকও। সফল অস্ত্রোপচার হওয়া অমরপুর নিবাসী বিধান ভৌমিক এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করে উন্নত চিকিৎসার সুযোগের দ্বারা তার জীবন রক্ষা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের এক সূত্রে বেঁধে রাখা ভারতীয় ঐতিহ্য, পরম্পরা, সংস্কৃতি ও ভাবাবেগকে আঘাতের অপপ্রয়াস হয়েছে বহুবার। কিন্ত কখনোই স্বার্থক হওয়া যায়নি। আর্থিক সংস্কৃতি এবং সর্বাঙ্গীণ বিকাশের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশব্যাপী উন্মন্দুলক কর্মযজ্ঞ চলছে। ত্রিপুরাতেও তা প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের জন্য যারা ভূমি দান করেছেন তাদের ভূমিকারও প্রশংসা এরপর দুইয়ের পাতায়

'একাট্রা অর্ডিনারি পারফর্মিং

ডিপার্টমেন্ট'র পুরস্কার পেয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অরুণাচল প্রদেশে

বন কমেছে ২৫৭ বর্গ কিলোমিটার,

নাগাল্যান্ডে কমেছে ২৩৫ বর্গ

কিলোমিটার, মণিপুরে কমেছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। রাবার

প্রক্রিয়া করার অ্যাসিড খেয়ে

খোয়াইয়ে মারা গেছেন এক ব্যক্তি।

দক্ষিণ পদ্মবিল এডিসি ভিলেজ'র

লঙ্কাপুরা এলাকায় এই ঘটনা।

কার্তিক মোহন ত্রিপুরা শুক্রবার

ছিল, নেশার ঘোরে ভুল বোতল

থেকে তরল পান করেন বলে

পরিবারের লোকের বক্তব্য।

এরপর দুইয়ের পাতায়

তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রীর শোক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।।

কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী লতা

মঙ্গেশকরের মৃত্যুতে গভীর শোক

ব্যক্ত করেছেন রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি

মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, সঙ্গীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুতে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুতে সংগীত জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি হলো। লতা মঙ্গেশকর একজন অত্যস্ত গুণী মানুষ ছিলেন। আজীবন তিনি গানের সাধনা করে গিয়েছেন। তিনি এক হাজারেরও বেশি ভারতীয় ছবিতে গান করেছেন এবং তাঁর গাওয়া মোট গানের সংখ্যা ১০ হাজারেরও বেশি। এছাড়া ভারতের ৩৬টি আঞ্চলিক ভাষাতে ও বিদেশি ভাষায় গান গাওয়ার একমাত্র রেকর্ডটি তাঁরই। লতা মঙ্গেশকর তাঁর সুদীর্ঘ ৭৮ বছরের সঙ্গীত জীবনে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেছেন। তিনি ভারতের সবেচ্চি অসামরিক সম্মাননা ভারতরত্ন (২০০১), দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা পদ্মবিভূষণ (১৯৯৯), দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার (১৯৮৯) তৃতীয় সবেচ্চি অসামরিক সম্মাননা পদাভূষণে (১৯৬৯) ভূষিত হয়েছেন। লতা মঙ্গেশকরকে ২০০৭ সালে ফ্রান্স সরকার তাদের দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা লেজিওঁ দনরের অফিসার খেতাব প্রদান করেছিলো। এমন রেকর্ড তাঁর আগে কারোর ছিলো না, আর নিকট ভবিষ্যতেও এমন খ্যাতি ও সম্মাননা অন্য কারোর পক্ষে অর্জন যোগ দিলেন শতাধিক কর্মী। তাঁদের করা সম্ভব হবে না। তিনি শাস্ত্রীয় হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন সঙ্গীত, গজল, ভজন, লোকসঙ্গীত, মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের আধুনিক হিন্দি, বাংলা, মারাঠি সহ বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সমস্ত ভারতীয় ও বিদেশি ভাষায় গান গেয়েছেন। লতা মঙ্গেশকর ৯২ বছর বয়সে ইহজগত থেকে বিদায় নিলেও রেখে গিয়েছেন তাঁর সুরেলা জাদু। সুরের জগতের পাশাপাশি তাঁর উৎসাহ ছিল ক্রিকেট-সহ নানা ক্ষেত্রে। এমন শিল্পীদের চলে যাওয়া মানে আমাদের ক্ষতি। সমাজ ও

আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি। ডদ্ধার হেরোইন প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. **গণ্ডাছড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি।। হে**রোইন সহ এক যুবককে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম রামপদ ত্রিপুরা। পুলিশ জানিয়েছে, গণ্ডাছড়ার পাখিপাড়ায় রামপদ'র দোকানে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি করে ৩০টি কৌটায় ০.৪৮ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় গণ্ডাছড়া থানায় একটি মামলা করা হয়েছে। পুলিশ

ঘটনার তদন্ত করছে।

সঙ্গীতপ্রেমী মান্বরে ক্ষতি।

তাইতো তাঁর মৃত্যুর সংবাদে

বিশ্বসঙ্গীতাঙ্গনে শোকের ছায়া

নেমে এসেছে। তাঁর শুন্যতা

কোনদিনও পূরণ হবে না। তিনি

আমাদের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য

অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই দুঃ

সময়ে তাঁর পরিবার ও ভক্তদের

সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের

সভায় দলত্যাগীরা অভিযোগ করে বলেন, 'সিপিআই(এম) দলে থেকে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করা যায় না, শুধুই হিংসা আর বিভেদের রাজনীতি করে সিপিআই(এম)দল। হিংসা আর উস্কানিমূলক রাজনীতি আমরা আর চাই না', এমনই অভিযোগ তুলে গ্রাম তথা গ্রামের মানুষের উন্নয়নের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এবং সবেপিরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি"র 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'-এর উপর আস্থা রেখে আজ আমরা মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্ব বড়জলা পঞ্চায়েতের দীর্ঘবছরের বামেদের অপশাসনে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত লড়াকু বাম কর্মী-সমর্থকদের ৩৯ টি পরিবারের ১২০ জন ভোটার সিপিআই(এম) দল ছেড়ে জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছি। যোগদান সভায় মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সিপিআই(এম) দলেও কিছু নীতিবান ও ভালো লোক রয়েছেন। যাঁদের রাজ্যের এবং নিজের এলাকার জন্য ভালো ও উন্নয়নমূলক কাজ করার ইচ্ছে ও মানসিকতা রয়েছে,

কিন্তু সিপিআই(এম) দলে থেকে

তারা হাঁপিয়ে উঠেছেন। আমাদের দলে এই ধরণের মানুষদের জন্য দ্বার সবসময়ই খোলা রয়েছে। তিনি বলেন, আজকে পূর্ব বড়জলা পঞ্চায়েত থেকে যারা বিজেপি দলের পতাকা হাতে নিয়েছেন তাঁদের যোগ্য সম্মান দিয়ে এলাকায় সংগঠনের সামনের সারিতে এনে সবার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়া হবে। আমাদের মজলিশপুর কেন্দ্রের প্রত্যেকটি বুথে প্রতি সপ্তাহে জনসংযোগ ও দলীয় কর্মসূচি চলছে।এলাকার দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের স্বার্থে দলীয় সংগঠন মজবুত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, করোনা পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রান্তে অসহায় মানুষদের ত্রাণ পৌঁছানোর পাশাপাশি নিজের সংগঠনকে মজবুত করার কাজও শুরু করেছিলেন এলাকার বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী। আজকের এই যোগদানের মধ্য দিয়ে দলীয় সংগঠনকে শক্তিশালী করে ২০২৩ এর ভোট যুদ্ধে নামার আগে নিজের শক্তি আরেকটু বাড়িয়ে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। মজলিশপুরে ফের চমক দেখালেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। আগামী ২০২৩ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিজের ঘর গোছানোর প্রস্তুতি জোরকদমে শুরু করেছেন তিনি। ২০২৩ সালে রাজ্যে বিধানসভার ভোটের আগে নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ১০-মজলিশপুরে একের পর এক যোগদান সভার মাধ্যমে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা গত বিধানসভা নির্বাচনে মজলিশপুর কেন্দ্রের বিজিত সিপিআই(এম) দলের প্রার্থী মানিক দে'র সাংগঠনিক কোমর ভেঙ্গে ফেলেছেন সুশাস্ত চৌধুরী। সুশান্ত চৌধুরী বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই মজলিশপুর কেন্দ্রে রাজ্যের অন্যতম শক্তিশালী বিরোধী দল সিপিআই(এম)এখন ক্ষয়িষ্ণু শক্তি। সিপিআই(এম) দলের নেতাদের এখন দুরবীন দিয়েও দেখা যায় না! আজ আরও একবার মজলিশপুরে সিপিআইএম থেকে বিজেপি দলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। চুরির ৫ ঘণ্টার মধ্যে বাইক সহ দুই চোরকে আটক করলো পুলিশ। ধৃতরা হলো, সোহেল মিয়া ওরফে রাণা এবং সৈকত সিংহ রায়। সোহেলের বাড়ি আখাউড়া রোড এলাকায়। সৈকতের বাড়ি জয়নগর গোপাল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সঙ্গে। জানা গেছে, শনিবার নরসিংগড়ের ভারতীয় বিদ্যাভবনের সামনে থেকে একটি অ্যাচিবার বাইক চুরি হয়েছিল। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এয়ারপোর্ট থানায় জানান বাইকের মালিক নিতাই চন্দ্র সাহা। খবর পেয়েই পুলিশ সোনামুড়া সীমান্ত সহ বেশ কয়েকটি থানায় চুরির ঘটনা প্রসঙ্গে জানান। পুলিশের দ্রুত উদ্যোগে সাফল্যও আসে। গ্রেফতার করা হয় কুখ্যাত দুই চোরকে। এয়ারপোর্ট থানার ইন্সপেকটর সুকান্ত সেন চৌধুরী জানান, বাইকটি ভারতীয় বিদ্যাভবনের এক ছাত্র নিয়ে এসেছিল। ওই ছাত্র এবং তার বাবা থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, স্মার্ট সিটির ক্যামেরায় বাইকটি নিয়ে যাওয়ার সময় দেখা যায় দুই যুবককে। শেষবার ঝুলন্ত সেতুর কাছে তাদের দেখা যায়। এর ভিত্তিতেই বোঝা যায়, বাইক নিয়ে আমতলি হয়ে সোনামুড়া যেতে পারে চোররা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিশালগড থানার পুলিশ দুই চোর সহ বাইকটি আটক করে। ধৃতরা আগরতলায় আরও কয়েকটি বাইক চুরি করেছে বলে জানিয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে শহরের আরও বেশ কয়েকটি বাইক চুরির তথ্য পাওয়া যেতে পারে। রবিবার আদালত দু'জনকেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে। যথারীতি তাদের এয়ারপোর্ট থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিয়েছে পলিশ।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। যান দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম এক প্রবীণ। ঘটনা বোধজংনগর থানার বুরাখা বাজার এলাকায়। জানা গেছে, জখম ব্যক্তির নাম সুশীল দেববর্মা (৫৬)। জানা গেছে, সুশীলের ছেলের শারীরিক অবস্থা ভাল নয়। এই কারণে তাকে করোনা পরীক্ষা করাতে বুরাখা বাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাচ্ছিলেন সশীল। রাস্তায় তার বাইকের সঙ্গে অন্য একটি বাইক মুখোমখি হয়। ঘটনাস্থলেই বাইক থেকে ছিটকে পড়েন সুশীল। তাকে গুরুতর অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে নেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

ফেললেন সুশান্ত চৌধুরী।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি।। বিএসএফের গুলিতে গুরুতর জখম এক যুবক। ঘটনা, সোনামুড়ার এনসিনগরে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ওই যুবককে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার ডান হাতে গুলি লেগেছে। জখম যুবকের নাম হৃদয় মিয়া (২১)। হৃদয়ের বাবা বিল্লাল মিয়া ছেলের উপর গুলি লাগলেও সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করতে নারাজ। তিনি জানান, শনিবার রাতে সীমান্তের কাছে তার বাডির উপর দিয়ে পাচারকারীরা দৌড়ে যাচ্ছিলেন। বিএসএফ তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে। বিএসএফের ছোঁড়া একটি গুলি বাড়িতে থাকা তার ছেলে হৃদয়ের হাতে লাগে। বিল্লাল জানান, বিএসএফ থাকায় আমাদের বাড়িঘরে চুরি কম হয়। তারা আইনের রক্ষক। আমার ছেলেকে ইচ্ছা করে গুলি করেনি। পাচারকারীদের উদ্দেশ্যে গুলি করা হয়েছিল। এদিকে ঘটনার একদিন আগেই বিলোনিয়া সীমান্ত এলাকায় পাচারকারীদের ছোঁডা ঢিলে রক্তাক্ত হয়েছিলেন এক বিএসএফ জওয়ান। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত

কাউকেই গ্রেফতার করা যায়নি।

শিক্ষকের অকাল মৃত্যু

কুলাইয়ে শোকের আবহ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ৬ ফেব্রুয়ারি ।। অকালেই চলে গেলেন কুলাই এলাকার বিশিষ্ট বিজ্ঞান শিক্ষক মৃণাল দত্ত। রবিবার সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ কুলাই বাজার সংলগ্ন নিজ বাড়িতে অকস্মাৎ হৃদ্যম্বের ক্রিয়া বন্ধ হলে উনাকে দ্রুত ধলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়েছিল মাত্র ৫২ বছর। একটানা দুই দশকেরও অধিক সময় যাবৎ কুলাই দ্বাদশ স্কুলে সুনামের সহিত শিক্ষকতা করছিলেন প্রয়াত মৃণাল দত্ত। মৃত্যুকালে উনি ১৫ বর্ষীয় এক পুত্র এবং ১৩ বর্ষীয়া এক কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, প্রয়াত শিক্ষক ছিলেন ধলাই জেলা পরিষদের সদস্য তথা বিজেপির ধলাই জেলা স্তরের বিশিষ্ট নেতা মৃদুল দত্তের অগ্রজ সেই সাথে কুলাইয়ের রবীন্দ্র ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং বর্তমান সভাপতি। অগ্রজের অসুস্থতার খবর পেয়েই মৃদুলবাবু ছুটে যান জেলা হাসপাতালে। যদিও ততক্ষণে মূণালবাবুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। আর এই অকাল মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই কুলাই সহ গোটা আমবাসা মহকুমা জুড়ে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। হাসপাতালেই ভিড্ জমিয়েছে বিজেপির বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা সহ বহু সাধারণ মানুষ। হাসপাতাল থেকে মরদেহ প্রথমে কুলাইয়ের বাড়িতে তারপর সেখান থেকে রবীন্দ্র ক্লাব প্রাঙ্গণে নিয়ে কিছুক্ষণ রাখা হয়। সেখানে ক্লাব সদস্যরা সমেত বহু ছাত্রছাত্রীও তাদের প্রিয় শিক্ষককে শেষ শ্রদ্ধা জানায়। এরপর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় লালছড়ি এলাকার গ্রামের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গেছে। এই দফতরই এবার রাজ্যের গাছপালার বসতিকে ভাগ করা হয়

আগরতলা, ৬ ফব্রুয়ারি।। দুই বছরে ত্রিপুরায় বন এলাকা কমেছে,বাড়েনি। দেশের সবচেয়ে ঘন জঙ্গল উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, দেশের প্রায় ২৪ শতাংশ বন এই অঞ্চলে, বিজেপি শাসিত এই অঞ্চলে বন কমেছে ১০২০ বর্গ কিলোমিটার। ইন্ডিয়া স্টেট অব ফরেস্ট রিপোর্ট (আইএসএফআর) ২০২১ আরও জানাচ্ছে যে, দেশে আট বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম বন বেড়েছে এই সময়ে। প্রতি দুই বছরে সরকারি এই রিপোর্ট বের হয়। ২০১৯ সালের রিপোর্টের তুলনায় ২০২১ সালের রিপোর্টে দেশে বন বেড়েছে মাত্র ০.২২ শতাংশ। ২০১৩ সালে বেড়েছিল ০.৮৫ শতাংশ, ২০১৭ সালে ০.৯৪ শতাংশ। গাছ আছে (ট্রি কভার) এমন এলাকার বাড়ার মাত্রা ০.৭৬ শতাংশ, ২০১৫ সালের পর সবচেয়ে কম।খুব ঘন বন (ভেরি ডেনস ফরেস্ট/ ভিডিএফ), মোটামুটি ঘন বন (মডারেট ডেনস ফরেস্ট/এমডিএফ) ও ওপেন যেখানে বন বাড়ার কথা, তেমনই ফরেস্ট (ওএফ), এই রকমভাবে লক্ষ্য, সেখানে না বেড়ে, কমে

মূলত, তাছাড়াও ঝোপঝাড়, গ্রিন ওয়াস, ইত্যাদি বিভাগও আছে। কোনও এলাকায় গাছের ছাউনি যদি ৭০ শতাংশের বেশি থাকে তবে সেটি ভিডিএফ, ৪০ থেকে ৭০ শতাংশের মধ্যে হলে এমডিএফ, আর ১০ থেকে ৪০ শতাংশের মধ্যে হলে ওএফ। তার নীচে থাকলে ঝোপঝাড় বলে ধরা হয়। ২০১৯ সালের রিপোর্টের তুলনায় ত্রিপুরায় ভিডিএফ বা খুব ঘন বন কমেছে। ২০১৯ সালে ভিডিএফ ছিল ৬৫৪ বর্গ কিলোমিটার, আর ২০২১ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৬৪৭ কিলোমিটারে,কমেছে সাত বর্গ কিলোমিটার। এমডিএফ ছিল ৫২৩৬ বর্গ কিলোমিটার, হয়েছে ৫২১২ বর্গ কিলোমিটার, কমেছে ২৪ বর্গ কিলোমিটার। ওপি ছিল ১৮৩৬ বর্গ কিলোমিটার, বেড়ে হয়েছে ১৮৬৩ বর্গ কিলোমিটার। খুব ঘন বন ও মোটামুটি ঘন বন কমে যাওয়া যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী।

গাড়ি আটকে মহিলার কাছ থেকে টাকা আদায়, উত্তেজনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৬ ফেব্রুয়ারি।। গাড়ি আটকে মহিলার কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা এক ব্যক্তির। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মেলাঘর পুর পরিষদের ৮নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন দাবি করেন প্রায় এক বছর আগে তিনি সোনামডার নতনবাজারের শাহিনা খাতনকে ৫০ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন। কিন্তু মহিলা তার টাকা ফিরিয়ে দেননি। এমনকী তিনি মোবাইলের নম্বর পরিবর্তন করে নেন। দীর্ঘ এক বছর ধরে শাহিনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন আনোয়ার। শেষ পর্যন্ত শনিবার সন্ধ্যায় মেলাঘর মোটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন রাস্তায় একটি গাড়িতে শাহিনাকে দেখতে পান তিনি। গাড়ি আটকানোর জন্য রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েন আনোয়ার। তার অভিযোগ গাড়ি চালক ইচ্ছাকৃতভাবে গাড়ি তার উপর দিয়েই চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এক কথায় তাকে পিষে মারার চেষ্টা করা হয়। শেষ পর্যন্ত গাড়ি আটকে আনোয়ার শাহিনার কাছে টাকা দাবি করে। কিন্তু শাহিনার দাবি তিনি ওই ব্যক্তিকে কোন দিন

দেখেননি। এ নিয়ে কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় মোটরস্ট্যান্ডে। পরে খবর পেয়ে মেলাঘর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তারা দু'পক্ষের অভিযোগ গ্রহণ করেন এবং দু'জনকে নিজ নিজ বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। বাড়িতে। সেখানেই হবে শেষকৃত্য। । পুলিশ ঘটনার তদন্ত করবে বলে জানিয়েছে। ধর্যণের চেন্তা শিক্ষকের মহিলাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ৬ ফেব্রুয়ারি।। সরস্বতী পুজায় বিদ্যালয়ে গিয়ে বীভৎস ঘটনার মুখোমুখি হয় দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ৰী। শেষ পৰ্যন্ত ওই ছাত্ৰী অপমানিত হয়ে মৃত্যুকে বেছে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অভিযুক্ত

পাশবিক অত্যাচার চালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্ত শিক্ষক। ছাত্রীটি কোনরকমভাবে তার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে বাড়ি চলে আসে। তবে ঘটনা সম্পর্কে জেনে যায় নির্যাতিতার সহপাঠিরা। তাই নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বাড়িতে তারা তাকে খুঁজতে রাস্তায় ছুটে ফিরে গিয়েই ইঁদুরনাশক ওযুধ খেয়ে আসে। তারা ছাত্রীর বাড়িতেও আত্মহত্যার চেষ্টা করে। বর্তমানে আসে। তখনই ঘটনা সম্পর্কে ওই ছাত্রী জিবি হাসপাতালে জানতে পারেন ছাত্রীর পরিজনরা। চিকিৎসাধীন। শনিবার বিকেলে কিন্তু ততক্ষণে ওই ছাত্রী ইঁদুরনাশক খোয়াইয়ে এই ঘটনার জেরে তীব্র ওষুধ খেয়ে নেয়। তাকে তড়িঘড়ি খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে শিক্ষককে পুলিশ ওইদিনই গ্রেফতার আসা হয়। সেখান থেকে রেফার করে। অভিযোগ, ওই ছাত্রীর উপর করা হয় জিবি হাসপাতালে। জানা

গেছে, অভিযুক্ত শিক্ষক আগে ওই ছাত্রীর বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিল। আগেও তার বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল। তাই অভিযুক্ত শিক্ষককে অন্যত্র বদলি করা হয়। সরস্বতী পূজায় সেই শিক্ষককে আবার পুরোনো বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানায় কে বা কারা। বিদ্যালয়ে এসেই অভিযুক্ত শিক্ষক তার পুরোনো চেহারা সবার সামনে তুলে ধরে। এদিকে এসএফআই এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। সংগঠনের খোয়াই বিভাগীয় কমিটি পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছে ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

রাতে বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়েন। মাঝবাতে ঘম ভেঙে গোলে ঘবে রাখা একটি বোতল থেকে তরল পান করেন। সেটি রাবার প্রক্রিয়ার অ্যাসিড। প্রায় সাথে সাথেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মত বলে ঘোষণা করেন ডাক্তার। অ্যাসিডের বোতলের পাশেই মদের বোতল

নিহত মহিলা প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। ট্রেনের ধাক্কায় মারা গেলেন এক মাঝবয়সী মহিলা। ঘটনা রানিরবাজার থানার ব্রজনগর এলাকার। শনিবার সন্ধ্যার পর এই ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয়রা রেললাইনে অপরিচিত মহিলাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। তারাই পুলিশকে খবর দেয়। তবে মৃত মহিলার নাম-পরিচয় কিছুই জানা যায়নি। কিভাবে এবং কোন্ ট্রেনের ধাক্কায় মহিলা মারা গেছেন তা জানতে পুলিশের তদন্ত চলছে। এদিকে রবিবার সকালেও তেলিয়ামুড়া রেললাইনে এক

গেছে। মাঝবয়সী ওই মহিলার

নাম-পরিচয় জেনেছে পুলিশ।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।।** পুজোর দিনে ঘুরতে যাওয়ার জন্য টাকা না পেয়ে আত্মহত্যার চেস্টা এক যুবকের। তার নাম দেবাশিস দেব (২২)। ঘটনা, মোহনপুর মহকুমার কাতলামারায়। গুরুতর আহত অবস্থায় দেবাশিসকে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, শনিবার সরস্বতী পুজোয় ঘুরতে যাওয়ার জন্য দেবাশিস তার মা'র কাছে ৫০০ টাকা চেয়েছিল। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। এলাকা সূত্রে খবর, দেবাশিস বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যেতে চেয়ে মা'র কাছ থেকে টাকা চেয়েছিল।

অনুগামী ছাত্রকে মারধরের

৬ ফেব্রুয়ারি।। সুদীপ অনুগামী কলেজ ছাত্রকে মারধরের পর মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। সরস্বতী পূজার দিন সাব্রুম মাইকেল মধুসুদন দত্ত কলেজে বহিরাগত দৃষ্কৃতিরা ভেতরে ঢুকে প্রথম বর্ষের ছাত্র সাগর দাসকে বেধডকভাবে মারধর করে বলে অভিযোগ। আহত ছাত্রকে পরবর্তী সময় সাব্রুম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাকে পরিবারের লোকজন বাডিতে নিয়ে যায়। সাগরের চিকিৎসায় ব্যস্ত থাকায় ওই সময় কারোর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়নি। তবে তারা ভেবেছিলেন পরে মামলা দায়ের করবেন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে উল্টো সাগর দাস-সহ আরও চারজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে কলেজে ভাঙচুরের অভিযোগে। আর সেই ঘটনায় সাব্রুম থানার পুলিশ

শনিবার রাতেই জয় দাস নামে এক পরবতী সময় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। বাকি তিনজনকে রবিবার সকালে থানায় আসতে বলে পূলিশ। এদিন সকালে তারাও

সাগর দাস এবং জয় দাস দু'জন ছাত্রকে থানায় নিয়ে আসে। কলেজ ছাত্র। বাকিরা কলেজের কাছেও যায়নি বলে তাদের দাবি। আসলে তারা সুদীপ অনুগামী বলেই এলাকায় পরিচিত। সেই কারণেই নাকি ছাত্রদের মিথ্যা



থানায় আসলে গ্রেফতার করা হয় সৌরভ বল, রূপক বিশ্বাস এবং লিটন দে'কে। চারজনকে একসাথেই সাব্রুম আদালতে পেশ করা হয়। তবে আদালত অভিযুক্তদের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে। অভিযুক্ত ৫ জনের মধ্যে

মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এদিন ছাত্ররা এমটাই দাবি করেছেন। গত ১২ জানুয়ারি সাব্রুম কলেজে সুদীপ অনুগামীরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল। আয়োজকরা সুদীপ অনুগামী

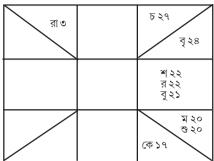
বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে তাদের রক্তদান শিবিরের অনুমতি দেয়নি প্রশাসন। যার ফলে রক্তদান শিবির ভেস্তে যায়। তখনও প্রশাসনের ভূমিকা যেমন প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁডি য়েছিল, এবার ছাত্রদের গ্রেফতারের ঘটনা ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনার ঝড উঠেছে। অভিযোগ রাজনৈতিক শক্তির কাছে মাথানত করেছে পুলিশ। তাই ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পুলিশ একেবারে সক্রিয় হয়ে তাদের গ্রেফতার করতে মাঠে নেমে পড়ে। অথচ দিনের পর দিন বিভিন্ন কুখ্যাত অভিযুক্তরা রাস্তা দিয়ে ঘুরলেও তাদেরকে গ্রেফতার করার সাহস নেই পুলিশবাবুদের। ছাত্রদের থেফতার করে তারা আসলে নিজেদের চাকরি বাঁচিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হচ্ছে।

পড়ুয়ারাই এতে শামিল হয়। কিন্তু



ফের চমক সুশান্ত'র

৬ই ফব্রুয়ারি হতে ১২ই ফেব্রুয়ারি



বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ও ড: নির্মল চন্দ্র লাহিড়ীর অ্যাফিমেরিস অনুসারে আলোচ্য সপ্তাহে সৌরমভলে গ্রহ সমাবেশ এরূপ বৃষে সর্বগ্রাসী রাহু কৃত্তিকা নক্ষত্রে। বৃশ্চিকে রহস্যময় কেতৃ অনুরাধা নক্ষত্রে। ধনুতে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য এবং দেব সেনাপতি মঙ্গল পূর্বষাঢ়া নক্ষত্রে। মকরে গ্রহরাজ রবি ও ক্লীব শনি শ্রবণা নক্ষত্রে এবং বালবগ্রহ বুধ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে। কুম্বে দেবগুরু বৃহস্পতি শতভিষা নক্ষত্রে। মীনে চন্দ্র রেবতী নক্ষত্রে শুক্লা ষষ্ঠীতে অবস্থান নিয়ে শুরু হয়েছে ৬ই ফেব্রুয়ারি হতে ১২ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সপ্তাহটি। অধ্যক্ষ ডঃ সুনীল শাস্ত্রী, মোবাইল ৯৪৩৬৪৫৪৯৯৫/ ৮৭৮৭৪৪৪৯৩৩ Email ID - sunildasbaran4995 @gmail.com.

সিংহ রাশি ঃ রবিবার— শুভাশুভ মেষ রাশি ঃ রবিবার — শোক, দুঃ মিশ্রফল প্রদান করবে। দিনটিতে খ, দুদশা, খরচ ও দুশ্চিতা বাধা-বিপত্তি সমস্যা যতই আসুক সমানতালে সংগঠিত হতে পারে। বাড়িতে কোন বয়স্ক লোকের শরীর না কেন আপনি সব সমস্যা থেকে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়তে পারে। নিস্কৃতি পাবেন। সোম, সোম ও মঙ্গলবার --- মনোবল, মঙ্গলবার ---ভাগ্যের মান খুলে অর্থবল ও সুনাম-যশ বাড়বে। যাবে। যে কাজেই হাত দেবেন দীর্ঘ-দিনের ইচ্ছা পূরণের রাস্তা কম-বেশি সফলতা বোধ হবে। খুলবে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় পরিবারের ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে কাছে মনোযোগ বাড়বে। গৃহে অতিথি পিঠে ভ্ৰমণে শুভ ফল পাবেন। তীৰ্থ সমাগম হতে পারে। নতুন ক্ষেত্রে ভ্রমণেরও যোগ রয়েছে। বুধ, আসবাবপত্র, বস্ত্রালঙ্কার বা বৃহস্পতিও শুক্রবার— বেকারদের ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয় হতে কর্মপ্রাপ্তির সুযোগ আসন্ন। নতুন পারে। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার— ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় আলোর মুখ ধন উপার্জনের সকল পথই খুলে দেখবেন। হারানো কর্ম ফিরে যাবে। ব্যবসা বাণিজ্যে আলোর মুখ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কর্মক্ষেত্রে দর্শন হবে। চোখ ও দাঁতের সমস্যা শত্রুরা সক্রিয় থাকবে। শনিবার— বাড়তে পারে। সপরিবারে কাছে চারদিকেই সফলতা পেতে পারেন। পিঠে ভ্রমণ হতে পারে। পাওনা টাকা আদায় হবে। গুহে শনিবার-ভাই-বোনদের সাথে কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হতে কলহ বিবাদের মীমাংসা হয়ে পারে। ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ। তাদের সাথে প্রীতির বন্ধন রচিত কন্যা রাশি ঃ রবিবার — বিবাহ হবে। ব্যবসায় যোগাযোগ বৃদ্ধি যোগ্যদের বিবাহের সুবর্ণ সুযোগ পাবে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ। আসবে। এতে কথাবার্তা এগিয়ে বৃষ রাশি ঃ রবিবার— যে দিকে হাত যাবে। প্রেমীযুগল প্রেমের স্বীকৃতি বাড়াবেন কম-বেশি সফলতা পাবে। সোম ও মঙ্গলবার---পাবেন। শারীরিক পীড়া থেকে শুভাশুভ মিশ্র ফল প্রদান করবে। অনেকটা মুক্তি পাবেন। পাওনা যেমন আয় তেমন ব্যয় সম্পদের টাকা আদায় হবে। সোম ও খাতে থাকবে শূন্য। দুৰ্ঘটনা ও মঙ্গলবার — ঝড়-ঝামেলা, দুঃখ, অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে কষ্ট, খরচ ও দুশ্চিন্তা সমানতালে যানবাহন চলাচলে সাবধানতা সংগঠিত হতে পারে। কোন বয়স্ক অবলম্বন করুন। লটারী, ফাটকা লোকের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে এবং জুয়ায় না যাওয়াই ভাল হবে। পড়তে পারে। দূর ভ্রমণের সম্ভাবনা বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার— ভাগ্য আছে।বুধ,বৃহস্পতি ও শুক্রবার— আপনাকে ছুঁয়ে যাবে। সফলতা মানসিক শান্তি স্থিতিশীল থাকবে। আপনার দ্বার প্রান্তে আসবে।স্বদেশ মানসম্মান, যশ অনেকগুণ বাড়বে। ভ্রমণ ও বিদেশ গমন দুটোই শুভ উচ্চ বাক্য প্রয়োগে সংযত থাকতে ফল দেবে এবং ভ্রমণকালীন পরিচয় হবে। গৃহে অতিথি সমাগম হতে অটুট থাকবে। গৃহে অতিথি সমাগম পারে এবং আসবাবপত্র, বস্ত্রালঙ্কার হতে পারে। শনিবার— কর্মক্ষেত্রে বা ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয় হতে সুনাম যশ প্রতিপত্তি বাড়বে। নতুন পারে। শনিবার— ধন উপার্জনের কর্মের সন্ধান পাবেন। হারানো কর্ম চতুর্ম্বী সুযোগ আসতে পারে। ফিরে পাওয়ার সুযোগ আসবে। ব্যবসা বাণিজ্যে স্থিতাবস্থা বজায় ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ। থাকবে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ। তুলা রাশি ঃ রবিবার— শরীর স্বাস্থ্য ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ। মিথন রাশি ঃ রবিবার — কর্মে ভাল না থাকায় কোন কাজেই মন কুন্তু রাশিঃ রবিবার সুনাম-যশ বাড়বে। বেকারগণ নতুন বসবে না। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় উপার্জনের সকল পথই খুলে যাবে।

বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হতে মঙ্গলবার --- অবিবাহিতদের বিবাহের যোগাযোগ হবে। সদ্য দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কোন বিবাহিতদের ভাগ্যের উন্নতি হবে। কাজে সফলতা বোধ হবে। চারিদিক ব্যবসা বাণিজ্যের অগ্রগতি চোখে থেকেই শুভাবস্থা পরিলক্ষিত হবে। পড়ার মত হবে। বুধ, বৃহস্পতি ও সন্তানদের সফলতায় গর্ববোধ হবে। শুক্রবার — শুভ অপেক্ষা অশুভ বুধ, বুহস্পতি ও শুক্রবার— খরচ, ফলের পাল্লা অধিক ভারি হয়ে দুশ্চিন্তা, শোক, দৃঃখ ও দুর্দশা থাকবে। লটারী, ফাটকা, জুয়া, সমানতালে সংগঠিত হতে পারে। ব্রোকারী বা দালালিতে অর্থ বাড়িতে কোন বয়স্ক লোকের শরীর বিনিযোগ না করাই ভাল হবে। স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়তে পারে। দূর কারণ এই সময়ে শুভ ফলের ভ্রমণে বিভূম্বনা আসতে পারে। সম্ভাবনা দেখছি না। শনিবার---শনিবার --- মনোবল, অর্থবল ও ব্যবসা বাণিজ্যে শুভফল পাবেন। সুনাম-যশ বাড়বে।বিবাহ যোগ্যদের মানসম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়বে। বিবাহের কথায় অগ্রগতি হবে। ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ। .বৃশ্চিক রাশি ঃ রবিবার ---

কর্কট রাশিঃ রবিবার— ভাগ্যলক্ষ্মী সন্তানদের মনোবল অনেকগুণ প্রসন্ন হয়ে সব কাজেই আপনাকে বাড়বে. প্রতিযোগিতামূলক সফলতা দেবে। বিদেশ যাত্রা ও পরীক্ষায় সফলকাম হয়ে উচ্চশিক্ষার স্বদেশ ভ্রমণ দুটোতেই সফলতা দ্বার খুলবে। সোম ও মঙ্গলবার— আসবে। সোম ও মঙ্গলবার --- পরিবারের কারোর শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে বেকার যুবক-যুবতিদের কর্মপ্রাপ্তির দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। রাস্তা খুলবে। কর্মে সুনাম-যশ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পদোন্নতির সুযোগ আসবে এবং পারে। সুচিক্ৎিসার জন্যে কর্মে শাস্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহার বহির্রাজ্যেও নিয়ে যাওয়ার চিন্তা হবে। কর্মের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ হতে করতে পারেন। বুধ, বৃহস্পতি ও পারে।বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার— শুক্রবার --- বিবাহ যোগ্যদের গৃহে অতিথির আগমন হতে পারে। বিবাহের দিনক্ষণ স্থিরিকৃত হবে। চারিদিক থেকেই কিছুনা কিছু নতুন বিবাহে কিছু না কিছু বাধা সফলতা পাবেন। পাওনা টাকা আসতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকা আদায় হবে। ব্যবসায় প্রচার ও প্রসার সাবধানতার সহিত চলাচল করুন, ঘটবে। গৃহবাড়ি, ভূসম্পত্তি ও নানাহ বাধা বিপত্তির সম্মুখিন হতে যানবাহন ক্রয়ের সুযোগ আসবে। পারেন।শনিবার— শুভাশুভ মিশ্র শনিবার— গ্রহে অশান্তি, দুঃখ, দুর্দশা ফল প্রদান করবে। না বুঝে কোন লেগেই থাকতে পারে। চিকিৎসা চুক্তি সম্পাদন ঘাতক বলে সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। পরিগণিত হবে। ভাগ্যের মান ৬৫

ধনু রাশি ঃ রবিবার --- গুহে কলহকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। দুঃখ-কস্ট উৎকট উৎকট ঝামেলা লেগেই থাকতে পারে। সোম ও মঙ্গলবার— সন্তানদের শরীর স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে দুশ্চিন্তা অনেকটা কমবে। আপনার মান, যশ ও প্রতিপত্তি অনেকগুণ বাড়বে। প্রেম, রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ শুভ ও সুদূরপ্রসারী হবে। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার— সিজন্যাল রোগ ব্যাধির সাথে পুরাতন ব্যাধি-পীড়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে পারে। পরিবারের কোন সদস্যের উন্নত চিকিৎসার জন্যে বহির্রাজ্যে গমন করতে হতে পারে। শনিবার — গুহে কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হতে পারে। বিবাহযোগ্যদের বিবাহের দিনক্ষণ স্থিরিকৃত হতে পারে। ভাগ্যের মান

৬০ শতাংশ।

মকর রাশি ঃ রবিবার ---ভাই-বোনদের সাথে ঝড় ঝামেলার মীমাংসা হয়ে সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে। তাদের থেকে সাহায্য সহানুভূতি পেয়ে মনের ইচ্ছা পূরণ হবে। সোম ও মঙ্গলবার— গৃহ শাস্তি পেতে গেলে জীবন সাথীর মতামতকে গুরুত্ব দিন। মায়ের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে উঠতে পারে। ভূসম্পত্তি, গৃহবাড়ি বা যানবাহন ক্রয়ের সুযোগ আসতে পারে। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার— সন্তানগণ শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করে উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত করবে। উচ্চশিক্ষা ভাল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুযোগ পাবেন। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যে দিন তিনটি শুভ বার্তা নিয়ে আসবে। আপনি আপনার শ্রম ও অধ্যবসায়ের পূর্ণ ফল পাবেন। শনিবার --- পরিবারের কোন সদস্যের শারীরির অসুস্থতার জন্যে চিন্তার কারণ হতে পারে। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে।

কর্মপ্রাপ্তির সন্ধান পাবেন। কর্মে বৃদ্ধি পেতে পারে। সোম ও সপরিবারে কাছে পিঠে ভ্রমণ হতে পারে। সোম ও মঙ্গলবার ---গৃহবাড়ি, ভুসম্পত্তি ও যানবাহন ক্রয়ের সুযোগ আসবে। গুহে অতিথি সমাগম হতে পারে। ব্যবসায় শুভ ফল পাবেন এবং ব্যবসায় প্রচার ও প্রসার ঘটবে। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ মিটে যাবে। বুধ, বুহস্পতি ও শুক্রবার --- কলহবিবাদ, উৎকট উৎকট ঝামেলা ও অপ্রীতিকর ঘটনা লেগেই থাকতে পারে। পরিবারে শান্তি পেতে গেলে নিজেকে ছাড় দিতে হবে। মায়ের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ যেতে পারে। শনিবার— শিক্ষাক্ষেত্রে সন্তানদের মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে। তাদের নিয়ে গর্ববোধ হবে। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম বিবাহের স্বীকৃতি পাবে। ভাগ্যের

> মান ৬৫ শতাংশ। **মীন রাশি ঃ** রবিবার--- শক্রা আপনার ইমেজ নষ্ট করতে চাইবে। শরীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় কোন কাজেই মন বসবে না। সোম ও মঙ্গলবার— মনোবল, জনবল ও অর্থবলের সাথে সুনাম-যশ বাড়বে। মনের ভিতর জমে থাকা কোন ইচ্ছা সফল হতে পারে। গৃহে অতিথি সমাগম হতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্যে আলোর মুখ দর্শন হবে। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার— আপনার অর্থাগম ভালই হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা সফল হবে। আপনার বুদ্ধি ও জ্ঞানের পূর্ণ ফল পাবেন। শনিবার— গৃহ শান্তি বিনষ্ট হতে পারে। গৃহে শান্তি পেতে গেলে নিজেকে ছাড় দিতে হবে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নান্টু এবং করে। তবে তিনজনকে আটক করা অতিষ্ট হয়ে পড়েছেন।

ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

পারে। সোম ও মঙ্গলবার---

ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

বিশালগড়, ৬ ফেব্রুয়ারি।। নেশা নেশা সামগ্রী মজুত থাকে। সকাল সামগ্রী কিনতে এসে এলাকাবাসীর থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকার স্থানীয়দের কাছ থেকে অভিযোগ হাতে আটক তিন যুবক। তবে যুবকরা নেশা সামগ্রী কিনতে তাদের পেয়ে পুলিশ নান্টু এবং তাদের সাথে আরও দু'জন স্কুটি কাছে ছুটে আসে। রবিবারও অভিজিৎ'র বাড়িতে হানা ফেলেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কয়েকজন যুবক নেশা সামগ্রী দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেনি। টাকারজলা থানাধীন পাথালিয়া কিনতে এলাকায় আসে। তখনই বাড়ি এলাকায় এই ঘটনা। এলাকাবাসী তাদেরকে পাকড়াও এবং অভিজিৎ'র যন্ত্রণায় তারা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অভিজিৎ নামে দুই কারবারির কাছে হলেও বাকি দু'জন পালিয়ে যায়। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, এলাকাবাসীর অভিযোগ, নান্টু

সাপ্তাহিক রাশিফল কৃষকদের বিরুদ্ধে বদলার বাজেটঃ মানিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে এবার সরব হলেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। পিসিসি'র সহ সভাপতি অধ্যাপক মানিক দেব সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট কৃষকদের বিরুদ্ধে বদলার বাজেট। তিনি এও বলেছেন, কষকরা যে আন্দোলন সংগঠিত করেছে তাতে দেশের প্রধানমন্ত্রী তাদের কাছে নতজানু হয়েছে বলে প্রমাণ হলো। তাতে কৃষকদের জয় হয়েছে। এতে নরেন্দ্র মোদি পরিচালিত বিজেপি সরকার সম্পর্কে কৃষকরা যে কথাগুলো দেশবাসীর উদ্দেশে বলেছিলো, কার্যত তা সফল হলো। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে কৃষি খাতে সর্বনাশ



ডেকে এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার। অধ্যাপক মানিক দেব'র ভাষায় নরেন্দ্র মোদি এবং নির্মলা সীতারমণ কৃষকদের বদলা নিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত ভট্টাচার্য শুরুতেই বলেছেন, ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাজেট সাধারণ মানুষের জন্য নয়। বরং সাধারণ মানুষের জন্যে বিপদ ডেকে এনেছে। একটি অর্থ বছরের

জন্য বাজেট হয়, দেশবাসীকে বিভ্রাস্ত করতে প্রধানমন্ত্রী এবং তার অনুসারী ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীও বলছেন, এই বাজেট দীর্ঘ বছরের मिश निर्दिश कतरह। अधानप्रश्ची বলছেন একশো বছরের আর ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বলছেন পঁচিশ বছরের। এসব বিষয়গুলো তুলে ধরে এই বাজেটকে জনবিরোধী বললেন প্রশান্ত। তার সাথে অধ্যাপক মানিক

আলোচনা হয়। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি

সাংগঠনিক সোনামুড়া জেলার

অন্তর্গত চারটি ব্লকে এগারো দফার

দাবিতে গণডেপুটেশনকে কেন্দ্ৰ

করে এদিনের এই বৈঠক অনুষ্ঠিত

বাজেট প্রমাণ করেছে দেশের সাধারণ মান্যের জন্য ভাবে না বিজেপি সরকার। সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিঘ্নিত করার বাজেট। তার সাথে এই বাজেট ডিজিটাল বলা হলেও দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হবে এই বাজেটে।গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে যাবে। চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যে বাজেট, তাতে কোনও দিশা দেখাতে পারবে না। মানিক দেব বলেছেন, এই বাজেট ধনীদের দিকে তাকিয়ে করা হয়েছে। কর্পোরেটমুখী বাজেট আমজনতার জন্য নয়।এই বাজেট কোনও দিশা দেখাতে পারবে না। কৃষকদের প্রকৃত অর্থে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

দেব আরও যোগ করলেন এবারের তার পাশা পাশি তিনি এও বলেছেন, এই বাজেটের বিরুদ্ধে তারা মান্যের কাছে মতামত তলে ধর বেন। থামীণ অর্থনীতির ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেওয়ার বাজেট বলে আখ্যায়িত করে মানিক দেব বলেছেন এই বাজেট অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এই বাজেটের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। এদিকে, আরও একটি বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রশান্ত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, কংগ্রেসের দরজা সকলের জন্য খোলা রয়েছে। কেউ যদি কংগ্রেসে আসতে চায় তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। এদিকে বাজেটের বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেসের আন্দোলন চলবে চারদিকে।

চলছে প্রচার

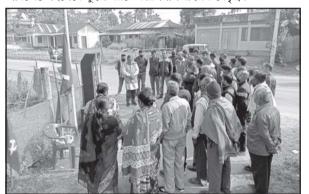


প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ আগর তলা/সোনামুড়া, ফেব্রুয়ারি।। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি পূর্ব ঘোষিত ব্লকে ব্লকে ডেপুটেশন কর্মসূচি তৃণমূলের। তারই অঙ্গ হিসেবে আগরতলা এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক কর্মসূচি চলছে বলে দলের তরফে জানিয়েছেন রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক। তিনি দাবি করেছেন, ব্যাপক সাড়া পাচেছন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে। ব্লকে ব্লকে এগারো দফা দাবিকে সামনে রেখে সাংগঠনিক যে ডেপুটেশন কর্মসূচি নির্ধারিত হয়েছে সেই কর্মসূচিতে ব্যাপক অংশের মান্যের উপস্থিতি সংগঠনের নানা বিষয়গুলো নিয়ে

করেছে দল। সুবল ভৌমিক জানিয়েছেন, আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শুধু সাংগঠনিক কর্মসূচিই নয়, একই সাথে মানুষের মধ্যে তৃণমূল সম্পর্কে যে একটা ভাবনা কাজ করছে সেটাও প্রকাশ পাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। তৃণমূল শুধু সাংগঠনিক কর্মসূচিই সংগঠিত করছে না, তার সাথে বিভিন্ন জায়গার আবহও বোঝার চেষ্টা করছে। এদিকে সোনামুড়ায় সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয় সুবল ভৌমিক, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুবলাল চৌধুরীদের উপস্থিতিতে। এই বৈঠকে

হয়েছে। এই বৈঠকে সুবল ভৌমিক এবং অন্যান্যরা বলেছেন, এই রাজ্যের মানুষের যে চাহিদা সেই চাহিদা পূরণ করতে পারছে না বর্তমান সরকার। তার পাশাপাশি তিনি এও বলেছেন, এগারো দফা দাবিকে সামনে রেখে এখন বিভিন্ন জায়গায় প্রচার কর্মসূচি চলছে। প্রসঙ্গত, রেগা সহ নানা ইস্যুগুলোকে সামনে রেখে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি এগারো দফা দাবির ভিত্তিতে তৃণমূলের ব্লকে ব্লকে ডেপুটেশন কর্মসূচি সংগঠিত হবে। সেই কর্মসূচিকে সর্বাত্মক সফল করতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তৃণমূল নেতাদের দাবি, সেই কর্মসূচি সর্বাত্মক সফল হবে। উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে চলতি মাসেই রাজভবন অভিযান কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছিলো। এবার রাজধানী থেকে বেরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ব্লকে ব্লকে পৌছে যাওয়ার চেষ্টা করেছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। ৬ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে স্মরণে রেখে খয়েরপুরে শহিদান দিবস পালন করা হলো। উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য তথা খয়েরপুরের প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র কর। তিনি বলেছেন, ১৯৮৮ থেকে ১৯৮৯ অবধি জোট জোট জমানার প্রথম বছরে ওই সময়ে খয়েরপুরে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিলো গোপাল ঘোষ, ধীমান দেব, ইন্দ্রজিৎ দাস, বিকাশ দে-কে। একই সাথে সেখানে মনোরঞ্জন ধর নামের এক শিক্ষককেও ঘাতক বাহিনী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলো। সকান্তপল্লীর তাপস চৌধরী, আরকেনগরের মোফেজা খাতুনও ঘাতক বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। এদিন তাদের সকলকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হয়। পবিত্র কর দাবি করেন, ১৯৮৮ সালে এই রাজ্যে যে কালো দিন নামিয়ে আনা হয়েছে বর্তমানেও সেখানে সেই অতীতের দিনগুলো ফিরে এসেছে। তিনি আরও দাবি করেন, ওই জোট সরকারের আমলের দৃশ্যগুলো বর্তমানে চারদিকে দেখা যায়। তার ভাষায় বিভীষিকাময় দিনগুলো ফিরে এসেছে। জোট জমানার বিষয়গুলো তুলে ধরে এখন পবিত্র কর'রা আবারও ময়দানে রয়েছেন। একটা জোট সরকারের সাথে আরেকটা জোট সরকারের তুলনায় এখন মানুষের কাছেও 'সাবজেক্ট' হিসেবে তুলে ধরতে চায় সিপিআইএম নেতৃত্ব।



তিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠা দিবস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর/ গভাছড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি।। ২০২১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে গঠিত হয়েছিল মহারাজা প্রদ্যোত কিশোরের নেতৃত্বে তিপ্রা মথা দল। দলের এক বছর পূর্ণ হওয়াতে রাজ্যের প্রতিটি স্থানেই আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয় তিপ্রা মথা দলের প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস। তারই অঙ্গ হিসেবে শনিবার দুপুরে তিপ্রা মথা দলের যুব সংগঠন ইয়ুথ



তিপ্রা ফেডারেশন লেযুঙ্গা ব্লক কমিটির উদ্যোগে লেযুঙ্গার গামছাকোবরা বাজারে হয় তিপ্রা মথা দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের অনুষ্ঠান। গামছাকোবরা বাজারে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইয়ুথ তিপ্রা ফেডারেশন রাজ্য কমিটির সভাপতি তথা এমডিসি রুনিয়াল দেবর্বমা, ইয়ুথ তিপ্রা ফেডারেশন লেফুঙ্গা ব্লক কমিটির সভাপতি প্রশান্ত দেবর্বমা সহ আরও অন্যান্য নেতত্বরা। প্রতিষ্ঠা দিবস পালন উপলক্ষে প্রথমে দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং পরে কেক কাটেন নেতৃত্বরা। অন্যদিকে গোটা রাজ্যের সাথে গভাথৈইসা মহকুমাতেও শনিবার যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে তিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়। এদিন প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে গভাথৈইসা মহকুমা পার্টি অফিসে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের মৎস্য দফতরের কার্যনির্বাহী সদস্য রাজেশ ত্রিপুরা, গন্ডাতৈইসা সাব-জোনাল চেয়ারম্যান হিরণময় ত্রিপুরা, তিপ্রা মথা রাইমাভ্যালি ব্লক কমিটির সম্পাদক প্রমোদ ত্রিপুরা, ব্লক যুব সংগঠনের সভাপতি উৎপল ত্রিপুরা প্রমূখ। প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে এদিন রাইমাভ্যালির প্রতিটি এডিসি ভিলেজ এলাকার ১০জন করে দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে চাল বিতরণ করা হয়। এছাড়াও চারজন অসুস্থ রোগীর চিকিৎসার জন্য আর্থিকভাবে সাহায্য করা হয়। পাশাপাশি এদিন এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিপিএম এবং শাসক দল ত্যাগ করে ৪ পরিবারের ৮ ভোটার তিপ্রা মথা দলে যোগদান করেন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে বরণ করে নেন ইএম রাজেশ ত্রিপুরা।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদ্ধার হয় নিজ বাড়িতে। সরস্বতী পুজার দিন সকালে বিশালগড় পূর্ব লক্ষ্মীবিল এলাকায় এই ঘটনা। মৃতের নাম বিপ্লব শীল। তিনি পরিবারের সদস্যদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পিড়েন। বিপ্লাবের স্ত্রী দুই সস্তানকে নিয়ে পাশের ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে স্ত্রী বিপ্লবের ঘরে আসেন। তখনই তিনি দেখতে পান স্বামীর ঝুলন্ত মৃতদেহ।

নিচে নামিয়ে আনেন। তিনি বিশালগড়, ৬ ফেব্রুয়ারি।। দুই ভেবেছিলেন হয়তো তার স্বামী সন্তানের বাবার ঝুলন্ত মৃতদেহ বেঁচে যাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় তিনি আগেই মারা গেছেন। বিশালগড় থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে জানা গেছে, আগের দিন রাতে ময়নাতদন্তের জন্য। ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয় পরিজনদের হাতে। বিপ্লব শীলের ভাই জানান, আত্মহত্যা করার মত পরিবারে এমন কোন ঘটনা হয়নি। তাই প্রশ্ন উঠছে, কেন বিপ্লাব শীল এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন? তার মৃত্যুতে দুটি সন্তান একেবারে তড়িঘড়ি মহিলা স্বামীর মৃতদেহ অসহায় হয়ে পড়লো।

রমেন্দ্রকে স্মরণ করলো সিপিআইএম

আগর তলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। ক্ষতি হলো বলে এদিন আবারও রেখেছেন আইনজীবী পেশা থেকে একজন অধ্যক্ষ হিসেবে দক্ষতার বললেন প্রত্যেক বক্তারা। অবশ্যই উঠে আসা এই বাম নেতা। প্রয়াত পরিচয় দিয়ে রাজ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন বাম রাজনীতির নিরিখে একজন রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ'ক সাথে একদা করতে পেরেছেন রমেন্দ্র চন্দ্র বিধায়কের মৃত্যুতে শোকাহত কংগ্রেসের দাপুটে নেতা তথা দেবনাথ। সবাইকে কথা বলার সুযোগ দিয়ে একটি বিধানসভাকে পবিত্র অঙ্গনে পরিণত তিনি সক্ষম হয়েছেন। তাঁর গুণেই তিনি আজ সকলের মনে স্থান করে নিতে পেরেছেন। একজন অধ্যক্ষ হিসেবে আজও তিনি সকল বিধায়কদের কাছে গ্রহণযোগ্য। কারণ, তিনি প্রকৃত অধ্যক্ষের ভূমিকা পালন করেছেন। অতীতের কথা উল্লেখ করে এভাবেই প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রয়াত রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের স্মৃতিচারণ করলেন সিপিআইএম পলিটব্যুরোর সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, বাদল চৌধুরী, জীতেন চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। সদর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে আগরতলায় ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের স্মরণসভা।এই সভার শুরুতেই প্রয়াত রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মানিক সরকার সহ অন্যান্যরা। প্রত্যেকেই বিধানসভার অধিবেশনে তাদের অভিজ্ঞতার বিষয় তুলে ধরে রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের স্মৃতিচারণ করেছেন। উল্লেখ্য, রাজ্য বিধানসভার সবচেয়ে বেশি সময়ের অধ্যক্ষ ছিলেন রমেন্দ্র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চন্দ্র দেবনাথ।তার মৃত্যুতে অপূরণীয় টানা জয়ের ধারা অব্যাহত সিপিআইএম'র পরিষদীয় টিম। বর্তমান বিজেপির সরকারের 2056 সালে

আমলের উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ



সিপিআইএম'র ১৬ জন জয়ী হয়েছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম প্রয়াত রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ। রাজ্য বিধানসভার সর্বশেষ বিধায়ক পদে থাকার আগে রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ ১৫ বছর রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ ছিলেন। তার আগে মন্ত্রীও ছিলেন ছিলেন বিধানসভার এই প্রাক্তন তিনি। ১৯৯৩ সাল থেকে অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষ পদে থেকে তিনিই বিধানসভার নির্বাচনে লড়াই করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

সেন'রও নিবিড সম্পর্ক ছিলো। বিশ্ববন্ধ সেন বিষয়গুলো প্রকাশ্যে তুলে ধরে প্রয়াত রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ'র 'সহজ-সরল ও অমায়িক'জীবনযাত্রার কথা জানিয়েছেন। অনেকেই বলছেন. শাসক বিরোধী সকলের কাছেই প্রিয়

আজ রাতের ওযুধের দোকান সাহা মেডিসিন **à8**b৫0**৩**২0b8

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ 🗶 ৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি

যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।											
সংখ্যা ৪২৭ এর উত্তর											
4	2	3	7	9	6	5	8	1			
8	9	6	3	5	1	2	4	7			
7	5	1	2	8	4	3	9	6			
1	8	2	5	7	3	4	6	9			
9	6	4	8	1	2	7	3	5			
5	3	7	4	6	9	1	2	8			
3	7	8	9	2	5	6	1	4			
6	4	9	1	3	7	8	5	2			
2	1	5	6	4	8	9	7	3			

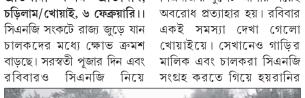
ক্রমিক সংখ্যা — ৪২৮									
	3		4	5		8		1	
	8	4					2	5	
	1		7	8			4	9	
		9			8	5	1		
	6	1			4	2			
3	2	8		1		9		4	
1			2					8	
8		2		3	6				
7		6	8		1	4	3		

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ ফেব্রুয়ারি।। রাতের আঁধারে কে বা কারা পুকুরের জলে কীটনাশক ঢেলে দেয়। যার ফলে প্রচুর সংখ্যক মাছের মৃত্যু হয়েছে। বিলোনিয়ার বল্লামুখা আশাপূর্ণা কালী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় বিষ্ণু মজুমদারের বাড়িতে এই ঘটনা। কে বা কারা শনিবার রাতে বিষুঙ মজুমদারের পুকুরে বিষ ঢেলে দেয়। এতে প্রচুর সংখ্যক মাছের মৃত্যু হয়। রবিবার সকালে পরিবারের লোকজন পুকুর পাড়ে গিয়ে দেখতে পান সব মরা মাছ ভেসে উঠেছে। বিষ্ণুবাবুর বড় ভাই জানান, আজ থেকে ৭-৮ বছর আগে একইভাবে পর পর দু'বার তাদের পুকুরে বিষ ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। এমনকী দু'বার তাদের খড়ের কুঞ্জেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অথচ এলাকার কারোর সাথেই তাদের কোন বিবাদ নেই বলে তিনি দাবি করেন। তাই এবারের ঘটনার সাথে জড়িত বলে কাউকেই তারা সন্দেহ করতে পারছেন না। তার বক্তব্য যারাই ঘটনার সাথে জড়িত তাদের মানসিকতা খুবই ন্যক্কারজনক।

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। লতা মঙ্গেশকর-এর প্রয়াণে আমি বেদনাহত। আমাদের উপমহাদেশের সংগীত জগতে এ এক অপূরণীয় ক্ষতি। সৃষ্টি হলো এক মহা শূন্যতা। কোন বিশেষণে তাঁকে বিশেষিত করা মানে ধৃষ্টতা দেখানো। সংগীত জগতে তাঁর উপমা বিকল্পহীনভাবে তিনি নিজেই। তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীরভাবে আস্তরিক শ্রদ্ধা

সিএনজি নিয়ে সর্বত্র বাড়ছে ক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সিএনজি'র বুলেট আসার পরেই চালকদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। সরস্বতী পূজার দিন এবং





ক্ষোভ -বিক্ষোভ দেখা গেছে। শিকার হন।দীর্ঘ সময় ধরে লাইনে শনিবার বিশ্রামগজে সিএনজি চালিত গাড়ির চালকরা রাস্তা অবরোধ করে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেন। দীর্ঘ সময় ধরে তারা বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে রাখেন। যার ফলে

জালাইবাড়ি বাজারটিলা আজ উন্নত

তথ্য প্রযুক্তির সময়ে হারিয়ে গেছে।

দাঁড়িয়ে থেকে একজন অটো চালক শেষ পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন।জানা গেছে, গত ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে খোয়াইয়ে সিএনজি নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। জানা গেছে, ক্যারিং গাড়ির সমস্যা থাকায় চাহিদা সরবরাহ করতে পারছেন না স্টেশন

কর্তৃপক্ষ। আগে প্রতিদিন ৭টি গাড়ি স্টেশনে আসতো। এখন মাত্র ৩টি গাডি আসে। স্বাভাবিক কারণে সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। দীর্ঘ সময় ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও চালকরা সিএনজি পাচ্ছেন না। এক সাথে সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে আশায় থাকেন সিএনজি নিয়ে ফিরবেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও খালি হাতেই ফিরতে হয়।শনিবারও খোয়াইয়ের সিএনজি স্টেশনে প্রচুর যানবাহনের ভীড় দেখা গেছে। সেখানে গিয়ে জানা যায়, ভোর রাত থেকে চালকরা গাড়ি নিয়ে দাঁড়ি য়ে ছিলেন। এরই মধ্যে একজন অটো শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। দাবি উঠছে খুব শীঘ্ৰই এই সমস্যার সমাধান করা হোক। তা না হলে সিএনজি চালিত যান তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত অনুযায়ী সিএনজি স্টেশনে আসছে চালকদের না খেয়ে মরতে হবে।

গলায় কয়েন আটকে অসুস্থ শ্রমিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ৬ ফেব্রুয়ারি।। গলায় কয়েন আটকে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে বহির্রাজ্যের এক শ্রমিক। ঘটনা মধুপুর থানাধীন কামথানা এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শুক্রবার রাত আনুমানিক ৯ ঘটিকায় ভুলবশত কয়েন গলায় আটকে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে আকবর আলী নামে এক শ্রমিকের। পরবর্তী সময়ে আশপাশের লোকজন তড়িঘড়ি বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। জানা যায়, আকবর আলির বাড়ি আসামে। কর্মসূত্রে কামথানা এলাকায় থাকেন। অভিযোগ উঠে হাসপাতাল থেকে কোনো অ্যাম্বলেন্স পরিষেবা দেওয়া হয়নি। এদিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে

বৃষ্টিতে তছনছ প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই

৬ ফেব্রুয়ারি।। শুক্রবার রাতের বৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে খোয়াইয়ে। সেখানে অস্থায়ীভাবে গড়ে উঠা প্রতিমা বাজার তছনছ হয়ে যায়। প্ৰতিমা বিক্রেতাদের দাবি এই ঘটনায় কম পক্ষে ৬-৭ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। প্রতিমা বিক্রেতাদের বসার জন্য অস্থায়ীভাবে পুর পরিষদের তরফ থেকে ছাউনি গড়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই ছাউনি বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ে। এতে বেশকিছু মূর্তিও ভেঙেছে। যার ফলে শনিবার সকালে বাজারে এসে বিক্রেতারা হতবাক হয়ে পড়েন অনেক ছাত্ৰছাত্ৰী এদিন সকালে মূৰ্তি কিনতে বাজারে এসেছিল। কিন্তু তাদেরকেও খালি হাতে ফিরতে হয়। একই অবস্থা হয়েছে প্রতিমা বিক্রেতাদেরও। ক্রেতা এসেও খালি হাতে ফিরে যেতে দেখে তারা আরও বেশি আঘাত পেয়েছেন। তাদের অভিযোগ, যে ছাউনি তৈরি করা হয়েছিল তা ভালোভাবে গড়ে তোলা হয়নি। সেই কারণেই বৃষ্টিতে ছাউনি ভেঙে পড়েছে।

৬ ফেব্রুয়ারি।। এলাকার প্রমীলা বাহিনীর হাতে আটক নেশা সামগ্রী সহ এক যুবক। ঘটনা দক্ষিণ চড়িলাম মধ্যপাড়া এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শনিবার দুপুর নাগাদ অন্যান্য দিনের মতোই বিশালগড় নেতাজি নগর এলাকার কেশব দাস (৩৫) নেশার ট্যাবলেট নিয়ে দক্ষিণ চড়িলাম মধ্যপাড়া এলাকায় আসলে এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। এলাকার মহিলারা সকলে একত্রিত হয়ে কেশব দাসকে আটক করে। কেশব দাসের বাড়ি বিশালগড়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম,

সময়ই দক্ষিণ চড়িলামে নেশার ট্যাবলেট নিয়ে আসতো বলে অভিযোগ। শনিবার দুপুরে যখন সে দক্ষিণ চড়িলাম এলাকায় নেশার ট্যাবলেট নিয়ে একজনের বাড়িতে আসলে বাড়ির লোকজনদের সন্দেহ হয় পরবর্তীতে এলাকাবাসীরা জড়ো হয়ে যুবককে আটক করে খবর দেওয়া হয় বিশ্রামগঞ্জ থানায়। বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে কেশব দাসকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এ দিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

নেতাজিনগর এলাকায়। সে প্রায়

প্রমীলা বাহিনীর হাতে

নেশা সামগ্রী-সহ আটক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ ফেব্রুয়ারি।। আক্রান্ত মহিলার বাবা এক সময় হোমগার্ড হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাই তিনি আক্রান্ত হওয়ার পর অনেক আশা নিয়ে পুলিশের কাছে ছুটে আসেন। ভেবেছিলেন যেহেতু তার বাবা পুলিশে ছিলেন তাই কিছুটা হলেও তিনি বিচার পাবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিশালগড় থানায় এবং বিশালগড় মহিলা থানায় অভিযোগ জানিয়েও সেই নির্যাতিতা কোন বিচার পাননি। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, তার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ কোন মামলাই গ্রহণ করেনি। বিশালগড় শীতলটিলা এলাকার ওই মহিলার অভিযোগ, প্রতিবেশী এক যুবক তাকে মারধর করেছে।

আর সেই ঘটনা মকর সংক্রান্তির রাতে। ওইদিন প্রতিবেশী এক ব্যক্তি মহিলার বাড়িতে বসে গল্প করছিলোন। তখনই প্রতিবেশী আরেক যুবক তাদের বাড়িতে এসে সেই ব্যক্তিকে মারধর করে। মহিলা ঘটনাটি দেখে অভিযুক্তকে বাধা দেন। অভিযোগ, তখনই মহিলাকেও সে মারধর করে। ঘটনার পর মহিলা বিশালগড় থানায় ছুটে আসেন। সেখান থেকে তাকে পাঠানো হয় মহিলা থানায়। কিন্তু কেউই শেষ পর্যন্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা নেয়নি। এদিকে, শনিবার সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন নির্যাতিতা। তিনি পুলিশের ভূমিকায় একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

প্রাক্তন বিধায়কের বাড়িতে মানিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ৬ ফেব্রুয়ারি।। রবিবার মোহনপুরে আসেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তিনি মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের টানা দুইবারের বিধায়ক রাধারমণ দেবনাথের বাড়িতে আসেন। বাম আন্দোলনের পোড খাওয়া নেতা হিসেবে পরিচিত রাধারমণ দেবনাথ। শারীরিক অসুস্থাতর কারণে তিনি এখন সক্রিয় রাজনীতির সাথে যুক্ত নন। তবে বিরোধী দলনেতা তার ভূমিকার কথা মনে রেখেছেন। অনেকদিন ধরে রাধারমণ দেবনাথের সাথে দেখা হয় না বলে তিনি নিজেই তার বাড়িতে ছুটে আসেন। বেশকিছুটা সময় ধরে প্রাক্তন বিধায়কের সাথেও কথা বলেছেন মানিক সরকার। পরে তার পরিবারের সদস্য এবং প্রতিবেশীদের সাথে আলোচনা করেন। মানিক সরকার জানান, দেশে জরুরি অবস্থা চলাকালীন সময় রাধারমণ দেবনাথের বাডিতে এসেই তিনি লুকিয়েছিলেন। কারণ পুলিশ সেই সময় মানিক সরকারকে গ্রেফতারের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছিল। ওই এলাকার সাথে তার দীর্ঘদিনের পরিচয় বলে উল্লেখ করেন মানিক সরকার।

প্রাতমা ভাঙচুর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চডিলাম. **৬ ফেব্রুয়ারি।।** বাগ্দেবীর উপর দুষ্কৃতি হামলার অভিযোগ। ঘটনা উত্তর চডিলাম পঞ্চায়েতের ফকিরামুড়া এলাকায়। ওই এলাকায় ১০০ মিটারের মধ্যে দুটি পূজা হয়। দুটি জায়গায় ধুমধাম করে অনুষ্ঠিত পূজায় অংশ নেয় গ্রামের সবাই। শনিবার রাতে কে বা কারা রাবার বাগান এলাকার সরস্বতীর মন্ডপে এসে দেখতে পান দুষ্কৃতিরা তাণ্ডব চালিয়েছে। মূর্তির কাঠাম ভাঙা হয়েছে, মন্ডপের সাজসজ্জা নষ্ট করা হয়েছে। অনুরূভাবে অঙ্গনওয়াড়ি মাঠের প্রতিমারও একই অবস্থা দেখা গেছে। একই গ্রামের দুটি প্রতিমার উপর দুষ্কৃতিদের হামলার ঘটনায় এলাকাবাসী হতবাক হয়ে পড়েন। কি কারণে এবং কারা এই ঘটনা সংঘটিত করেছে তা কেউই বুঝে উঠতে পারছেন না। সবাই দুষ্কৃতিদের চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদানের দাবিতে সরব হয়েছেন।

৩২ বছরের পুরোনো এ জায়গায় নিবেদন করছি। নতুন করে বাজার গড়ে তোলার রবিবার পঞ্চায়েত প্রধান এবং থেকে পুরোনো বাজার চালু হয়। । হতাশ হয়ে পড়ে সহকর্মীরা।



বক্সনগর ব্লকের বাতাদোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের নির্মীয়মাণ সেই বিষয় গুলো তুলে ধরেন। এমনকী তারা স্কুল বিল্ডিং-এর কাজ নিয়ে এলাকাবাসীর তরফ থেকে প্রয়োজনে নিম্নমানের কাজ নিয়ে আন্দোলনে শামিল অভিযোগ তোলা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে এই হওয়ারও হুমকি দিয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে, নির্মাণ কাজ কাজের বরাত দেওয়া হয়। দ্বি-তল বিশিষ্ট স্কুল বিল্ডিং দেখাশোনার দায়িত্ব যে আধিকারিকদের উপর ন্যস্ত নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয় ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। করা হয়েছে তারা এখন কোথায় আছেন? তারা কাজটি শেষ করার কথা ৯ মাসের মধ্যে। কিন্তু কাজ কখনও কি নির্মাণস্থলে গিয়ে কাজের তদারকি শুরুর ৩ মাসের মধ্যেই এলাকাবাসী বিভিন্ন অভিযোগ করেছেন ? যদি না করে থাকেন তাহলে এলাকাবাসীর তুলছেন। তাদের কথা অনুযায়ী নির্মাণ কাজ যে অভিযোগ উঠে এসেছে তা সত্যি বলেই ধরে নিম্নমানের হচ্ছে। যার ফলে ঢালাই করা ফ্লোর এখনই নেওয়াটা খুব স্বাভাবিক।

ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। তাছাড়া ফ্লোরটি অনেকটা নিচে চেপে গেছে বলেও তাদের অভিযোগ। স্কুল বিল্ডিং-এর সামনে মজুতকৃত বালি, পাথর খুবই নিম্নমানের। ইট নিয়েও সম্ভুষ্ট নন এলাকাবাসী। তাদের কথা অনুযায়ী বালিতে মাটি মিশ্রিত আছে। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছেন, তারা এসব নিয়ে আগেই কথা বললে পাল্টা হুমকি দেওয়া হয়। কাজের সাথে জড়িত কয়েকজন মিলে গ্রামবাসীদের হুমকি দিয়েছে কাজে আসলে তাদের দেখে নেবে। এলাকাবাসী সংবাদমাধ্যমের কাছে কথা বলতে গিয়ে

বাঘের আতঙ্ক চা-বাগানে



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৬ ফেব্রুয়ারি।। সরস্বতী পূজার সকালে বাঘের আতঙ্ক ছডায় বিশালগডে। স্থানীয় চা-বাগানে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গেছে বলে গোটা এলাকায় খবর ছডিয়ে পডে। ওইদিন সকালে শ্রমিকরা বাগানে গিয়ে ওই ছাপ দেখতে পান। তাদের সাথে এমন একজন কাজ করেন যিনি সিপাহিজলা চিড়িয়াখানায় কর্মরত ছিলেন। সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তিও দাবি করেন ওই পায়ের ছাপ অন্য কোন বন্যপ্রাণীর নয়, বাগানে বাঘই এসেছে। যার ফলে বাগানের শ্রমিকরা খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি খবর পাঠানো হয় বন দফতরে। বন দফতরের কর্মীরা এসে পায়ের ছাপ দেখে দাবি করেন সেটি বাঘ নয় বাঘডাঁশ। তারা এলাকাবাসীকে আশ্বস্ত করেন আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। এরপরই শ্রমিক-সহ স্থানীয় নাগরিকরা কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। তবে এর আগেও একই ধরনের কথা সিপাহিজলা এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। যেহেতু, কেউই ওই প্রাণীকে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি / কদমতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। সরস্বতী পূজার দিন দিনদুপুরে ঘরের দরজা ভেঙে টাকা এবং স্বর্ণালঙ্কার চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এক যুবক। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। গণধোলাইয়ের পর তাকে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। কদমতলা থানাধীন প্রত্যেকরায় পঞ্চায়েতের ৬নং ওয়ার্ডের ইচাই নতুনবাজারের রঞ্জিত নাথ এবং তার পরিবারের সদস্যরা শনিবার অন্যত্র বেরিয়ে যান। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাদের ঘরে হানা দেয় চোরের দল। ঘর থেকে নগদ দেড় লক্ষ টাকা এবং সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চোরের দল। কিন্তু প্রতিবেশীরা বিষয়টি টের পেয়ে যান। চিৎকার করতেই সবাই রাস্তায় ছুটে আসে। চোরের দলের সর্দারকে তারা ধরে ফেলে। বাড়ির মালিক জানান, বাকি অভিযুক্তরা টাকা এবং স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে পালিয়ে গেছে। তারা যাকে ধরতে পেরেছে তার নাম হোসেন আহম্মেদ (২২)। তার বাড়ি অসমের পাথারকান্দি থানাধীন ডেউবাড়ি গ্রামে। কদমতলা থানার পুলিশ তার বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে রবিবার ধর্মনগর আদালতে পেশ করে। পুলিশের ধারণা হোসেন আহম্মেদের মাধ্যমে তারা বাকি অভিযুক্তদের শীঘ্রই ধরতে পারবে।

বন্ধ করে বিক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৬ ফেব্রুয়ারি।। ঠিকভাবে কাজ করতে না পারায় ধর্নায় বসে শ্রমিকরা। ঘটনা শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত কলসি এডিসি ভিলেজ এলাকায়। জানা যায়, উক্ত এলাকায় ওএনজিসি নামক সংস্থায় যে সকল শ্রমিকরা কাজ করছে তারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারছে না বলে অভিযোগ। এলাকার তিপ্রা মথা দলের কর্মীদের জন্য সঠিকভাবে কাজ করতে পারছেন না বলে অভিযোগ শ্রমিকদের। কলসি এডিসি ভিলেজে কাজ করতে গেলে তিপ্রা মথা দলের কর্মীরা বাধাদানের সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ। যার ফলে শনিবার ধর্নায় বসে শ্রমিকরা। শ্রমিকরা যেন সঠিকভাবে কাজ করতে পারে এই দাবি রাখা হয়। কোন প্রকার প্রশাসনিক অনুমোদন ছাড়া এই ধর্নার ফলে বাইখোড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পরবর্তী সময় পুলিশের হস্তক্ষেপে ধর্না থেকে সরে দাঁড়ায় শ্রমিকরা। অপরদিকে গুঞ্জন, এদিন তিপ্রা মথা দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানকে অসফল করতে শ্রমিকদের দিয়ে এ ধরনের কাজ করানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

ARTIFICIAL INSEMINATION (AI) WORK IN THE STATE OF TRIPURA DURING THE YEAR 2021-2022. The details of the terms & conditions of Notice inviting short quotation (NISQ) will be available

from the Office of the Chief Executive Officer, Tripura Livestock Development Agency (TLDA), Astabal, Agartala on all working days from 11.00 AM to 4.00 PM till 15/02/2022 & also in the website of Tripura <u>www.tender.gov.in</u> / <u>www.arddtripura.nic.com</u> / <u>www.tripurastateportal</u> & <u>www.tripurainfo.com</u> & 3 (Three) local dailies. Sd/- Illegible

NOTICE INVITING SHORT QUOTATION FOR PURCHASE OF DISPOSABLE A.I. SHEATH FOR

(D.K Chakma) Chief Executive Office Tripura Livestock Dev. Agency

ICA-C-3618-22

22.02.2022 for the following work:-

Astabal, Agartala PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 28/EE/KLSD/2021-22 dated 03.02.2022 The Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State

l										
	SI. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCU- MENT DOWNLOAD- ING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER	
	1.	Construction of building for Kailashahar PWD(R&B) Division and Sub-Division Office at Kailashahar, Unakoti District, Tripura/SH: Building portion including Internal water supply, Sanitary Installation, Sewage & Drainage works / Remaining Work. (2nd Call) DNIT No. CE(Buildings)/PWD/DNIT / ACE/Project Unit/51/2021-22	Rs. 2,82,64,105.13	Rs. 2,82,641.00	18 (eighteen) Months	up to 15.00 Hrs on 22.02.2022	At 16.00 Hrs. on 22.02.2022	https:// tripuratenders.gov.in	Appropriate Class	

public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class

registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by email to **eeklspwd@yahoo.in**

Sd/- Illegible **Executive Engineer** Kailashahar Division, PWD (R&B) Kailashahar, Unakoti District, Tripura

ICA-C-3630-22

The Executive Engineer, Teliamura Division, PWD (R & B), Teliamura, Khowai, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate e-tender vide PNIeT No. 18/EE/TLM/21-22, Dt. 29/01/2022 for the following works up to 3.00PM on 19/02/2022. Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. from 01/02/2022 to 19/

SI. No.	NAME OF THE WORK/DNIeT No.	ESTI- MATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLE- TION	CLASS OF TENDERER
1	"Setting up of Electric cremation furnace at Teliamura Municipal Council in/cl. Civil, Me- chanical works." (2nd Call). DNIT No: 22/SE-II/PWD(R&B)/2020-21.	₹78,53,441.00	₹78,534.00	09 (Nine) Months	Appropriate Class
			_		

Sd/- Illegible (Er. G. Jamatia) Executive Engineer, Teliamura Division, PWD(R&B).

ICA/C-3631-22

মাছ চাষি

ডিজিটাল যুগে এখন কম-বেশি প্রতিটা এলাকায় বাজার বসে থাকে। যে কারণে ঐতিহ্যবাহী গ্রাম্য বাজারটি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়। আবার গ্রামের অনেকে বলছেন, তৎকালীন সিপিএম'র দাপুটে নেতাদের মুখে ছিল সেটা সিপিএম'র বাজার। তাই অনেক অ-সিপিএম ক্রেতা-বিক্রেতা সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। সেটাও বাজার লুপ্ত হওয়ার অন্যতম কারণ বলে জানা গেছে। যাই হোক, দীর্ঘ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জন্য এলাকাবাসী ম্যারাথন বৈঠক করেন। মূলত কদমতলা ব্লুকের চুরাইবাড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি।। বহু পুরোনো এবং ঐতিহ্যবাহী ফুলবাডি পঞ্চায়েতের জালাইবাডির

এলাকাবাসী পুনরায় বাজার চালু করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। এ বিষয়ে পঞ্চায়েতের



৩২ কানি জমি আছে। আর সেই জায়গার পাশেই সাড়ে ৪ কানি জায়গা জুড়ে বসতো বাজারটি। যা ধীরে ধীরে হারিয়ে গিয়েছিল।

উদ্যোগে বাজারটিলা এলাকায় প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রেগার মাধ্যমে মাটিও কাটা হয়। এখন সবাই অপেক্ষায় আছেন কবে

স্বচক্ষে দেখেননি। তাই এখন কিছুটা তারা আতঙ্কমুক্ত হয়েছেন।

দিনে লাগামহীন যা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যাত্রীদের আশঙ্কা মারুতি গাড়ি বাই পাস থেকে বিশালগড় /শান্তি ব বাজাব / কল্যাণপ্র/কম্লাসাগ্র, ৬ ফেব্রুয়ারি।। গত দ'দিনে রাজ্য জডে লাগামহীন যান সন্ত্রাস চলে। যার ফলে আহত হয়েছেন বহু লোকজন। রবিবার বিকেলে হলেন প্রদীপ চক্রবর্তী এবং মিলন বিশালগড় থানাধীন বাইপাস রোডে উদয়পুর থেকে আগরতলার দিকে আসা এক দম্পতি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীরা আহতদের রক্তাক্ত অবস্থায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে তাদের রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে।জানা গেছে, আহতরা হলেন খোকন চাকমা এবং কুসুম চাকমা। এদিন বিকেল সাড়ে ৩টা নাগাদ শান্তিরবাজার মহকুমার মনপাথর বাজারে অটো এবং বাইকের সংঘর্ষে আহত হন দু'জন। দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার শান্তিরবাজার জেলাহাসপাতালে নিয়ে আসেন। এদিকে, শনিবার রাতে বর্যাত্রীর বাস এবং কাঠ বোঝাই বলেরোর সংঘর্ষে আহত হন ৫ জন। ওইদিন রাত ৯টা নাগাদ বীরচন্দ্রমনু'র সালথাংমনু পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে টিআর০৮-১২১৫ নম্বরের বাসে ধাক্কা দেয় অপরদিক থেকে আসা কাঠ বোঝাই বলেরো গাড়ি। ঘটনার পর বলেরো গাড়িটি সেখান থেকে পালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ গাড়ি আটক করতে পারলেও চালক গা-ঢাকা দিতে সক্ষম হয়।বলেরোর ধাক্কায় বাসের সামনের অংশ প্রচণ্ড

হচ্ছিল। সেই কারণেই গাড়িটি সেখান থেকে পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনায় আহত ৫ জনের মধ্যে ২ জনের আঘাত গুরুতর। তারা চক্রবর্তী। লাউগাঙ থেকে বরযাত্রী নিয়ে বাসটি বৈরাগী বাজারের দিকে আসছিল বলে খবর। এদিকে, রবিবার দুপুরে স্কুটি এবং বাই সাইকেলের সংঘর্ষে আহত হন ৩ জন। কল্যাণপুর থানাধীন গোপালনগরে এই দুর্ঘটনা। দমকল

গাড়িতে অবৈধ কাঠ নিয়ে আসা আগরতলার দিকে যাচ্ছিল। দ্রুতগতিতে থাকা বাইকটি গাড়িটিকে সজোরে ধাক্বা মেরে ছিটকে পড়ে যায় বাইকে থাকা যবকটি। ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত ট্রাফিক কর্মীরা বিশালগড় দমকল কর্মীদের খবর দিলে গুরুতর আহত অবস্থায় যুবকটিকে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। যুবকটির অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলায় রেফার করা হয়। অন্যদিকে আমতলি থানাধীন



কর্মীরা এসে আহত ৩ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে আসেন। অন্যদিকে, সরস্বতী পুজোর দিনেও রাজ্যে থেমে ছিল না যান দুর্ঘটনা। মারুতি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয় এক যুবক। ঘটনা বিশালগড় থানার অন্তর্গত মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অফিসের সামনে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শনিবার দুপুরে টি আর ০১জে৬৪১৬ নম্বরের বাইক নিয়ে দিবাকর চক্রবর্তী নামে এক যুবক আগরতলা থেকে বিশালগড় অপরদিকে টিআর০৭ডি০৪৪৫ নম্বরের একটি

সেকেরকোট স্থিত অর্কনীড় সংলগ্ন জাতীয় সড়ক এলাকায় দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয় দুই যুবক। জানা গেছে, সরস্বতী পুজো দেখার জন্য স্কৃটিতে করে আগরতলা থেকে বিশালগড় যাচ্ছিল যোগেন্দ্রনগর আদর্শ কলোনি এলাকার দুই যুবক বাপন দাস এবং অজয় দাস। মাত্রাতিরিক্ত গতিতে থাকা স্কুটিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেকেরকোট অর্কনীড় সংলগ্ন এলাকায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে যায়। গুরুতর আহত হয় উভয় যুবক। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার হাসপাতালে পাঠায়

সন্যাসীর মুখে লতার বেলুড় মঠ দর্শনের স্মৃতিচারণ...

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে শোকের ছায়া বেলুড় মঠে। শোকস্তব্ধ রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ মহারাজ। হঠাৎ করেই একদিন লতাজির সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর। সেই সুন্দর মুহূর্তের স্মৃতি সুবীরানন্দজি ভাগ করে নিলেন কলকাতা টিভি ডিজিটালের সঙ্গে। শোনালেন, লতাজির বেলুড় মঠ দর্শনের অনাড়ম্বর কাহিনী। ১৯৯০ সালের প্রথম দিক। একদিন ভোরবেলায় বেলুড় মঠে পায়চারি করছিলেন স্বামীজি। হঠাৎই নজর পড়ে আটপৌরে শাড়ি পরে মূল মন্দিরের সামনে হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছেন এক বয়স্কা মহিলা। প্রথমে বুঝতে পারেননি, মহিলাটি কে। পরমুহূর্তেই ঘোর কাটল। বেলুড় মঠে হাজির স্বয়ং লতা মঙ্গেশকর। প্রথমে নিজের

তিনি। সম্বিত ফিরতেই অভিনন্দ জানান ওই কিংবদন্তি শিল্পীকে। সেই সময়কার প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী ভতেশানন্দজির সঙ্গে দেখা করতে চান লতাজি। মহারাজের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় সুরসম্রাজ্ঞীকে। মহারাজ তাঁকে চেয়ারে বসতে বললেও তিনি বেছে নিলেন মহারাজের পদতলের গালিচা। পায়ের কাছে বসে প্রণাম সারলেন লতা। তাঁকে আশীর্বাদ করে দীর্ঘদিন মানুষের সেবায় নিজেকে ব্যস্ত রাখতে বলেন মহারাজ। প্রেসিডেন্ট মহারাজের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে আপ্লুত লতাজি একটি গান শোনাতে চেয়েছিলেন। মৃদু হেসে মহারাজ সেদিন নিরস্ত করেন তাঁকে। বলেছিলেন, অন্য একদিন তাঁর গলায় গান শুনবেন তিনি। লতাজি তাঁকে প্রণাম করে জানান, পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, মহারাজ গান শুনতে চাইলে



সব ফেলে তিনি বেলুড মঠে চলে আসবেন। মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে প্রায় আধঘণ্টা মঠে ছিলেন লতা। প্রসাদ খেয়ে মহারাজের সঙ্গে কথা বলে বিদায় নেন সংগীত সম্রাজ্ঞী। তাঁর

একেবারেই ব্যক্তিগত, অনাড়ম্বর এই বেলুড় মঠ দর্শন কাকপক্ষীও টের পায়নি সেদিন। লতাজির সঙ্গে সেদিন ছিলেন ছোট বোন উষা মঙ্গেশকর এবং আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।।

শিবাজি পার্কে। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে মুখাগ্নি করা হয় তাঁর। দেওয়া হয় গান স্যালুট। শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার আগে তাঁর মরদেহের ওপর থেকে সরানো হয় জাতীয় পতাকা।এদিন সন্ধেয় মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে লতা মঙ্গেশকরের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সেখানে ছিলেন আটজন পুরোহিত। মুখাগ্নি করেন তাঁরাই।৩০ মিনিট ধরে চলে মস্ত্রোচ্চারণ। বিএমসির কর্মীদের সঙ্গে চিতা সাজানোর কাজে হাত লাগিয়েছিলেন মঙ্গেশকর পরিবারের সদস্যরাও। শেষযাত্রায় শামিল হয়েছিলেন প্রায় ২৭০০ পুলিশ। ছিলেন ডিসিপি-সহ উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তারা। হাজির ছিলেন আশা ভোঁসলে, উষা মঙ্গেশকর। সেখানেই দেওয়া হয় গান স্যালুট ৷এদিন মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে লতা মঙ্গেশকরের প্রতি শেষ শ্রদা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শেষ শ্রদ্ধা জানান মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে, এনসিপি সুপ্রিমো শারদ পাওয়ার, এমএনএস নেতা রাজ ঠাকরে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গোয়েল।ছিলেন সস্ত্রীক শচিন তেন্ডুলকর, শাহরুখ খান, আমির খান, জাভেদ আখতার, রণবীর কাপুরের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এছাড়া দূর থেকে শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন বহু সাধারণ মানুষ। লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে শোকাহত অনুরাগীরা। আরব সাগরের পাডে শিল্পীর সব থেকে বেশি ওঠা-বসা থাকলেও বাংলা সঙ্গীত জগতের সঙ্গে তাঁর যেন একটু বেশিই যোগ ছিল। শোক প্রকাশ করতে গিয়ে শিল্পী অন্তরা চৌধুরী বলেছেন, তাঁর বাবা সলিল চৌধুরী যেন লতা মঙ্গেশকরের জন্যই বেশি গান লিখেছিলেন।কুমার শানু বলেছেন, এই মৃত্যু তাঁর কাছে মাতৃশোকের মতো। শোক প্রকাশ করে আত্মার শান্তি কামনা করেছেন হৈমন্তী শুক্লা থেকে শুরু করে কৌশিকী চক্রবর্তী, শ্রেয়া ঘোষালের মতো শিল্পীরা। করোনা পরবর্তী জটিলতাই শেষ করে দিল ৯২ বছর বয়স্ক সূর সম্রাজ্ঞীকে। করোনা আক্রান্ত হওয়ায় ৮ জানুয়ারি তাঁকে মুম্বইয়ের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখান থেকে করোনা মুক্তিও ঘটে তাঁর। মধ্যে তাঁকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করেও আনা হয়েছিল। কিন্তু নিউমোনিয়াজনিত

কারণে দ্রুত শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। যার জেরেই এদিন সকালে মৃত্যু হয় তাঁর।লতাজির ভাই হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'দিন আগেও জ্ঞান ছিল লতা মঙ্গেশকরের। তিনি বাবা হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের গান শুনেছিলেন। গান শুনতে হাসপাতালে ইয়ার ফোনের অর্ডারও করা হয়েছিল। সুর সম্রাজ্ঞী এক হাজারেরও বেশি হিন্দি ছবিতে গান গেয়েছেন। তিনি ভারতের একজন স্থনামধন্য গায়িকা ছিলেন। তিনি গানে রেকর্ড গড়েছিলেন। ভারতের ৩৬টি আঞ্চলিক ভাষাতে ও বিদেশি ভাষায় গান একমাত্র তিনিই গেয়েছিলেন। তিনি গান গেয়ে ভারতরত্ন (২০০১), পদ্মবিভূষণ (১৯৯৯), দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার (১৯৮৯), মহারাষ্ট্রভূষণ প্রস্কার (১৯৯৭), এনটিআর জাতীয় পুরস্কার (১৯৯৯), পদ্মভূষণ (১৯৬৯) সালে পেয়েছিলেন। তাঁর সুন্দর গানে মুগ্ধ শ্রোতা। গায়িকার মৃত্যুতে শোকস্তর্ধ

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শোক

চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি

মাছুম বিল্লাহ, ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। উপমহাদেশের কিংবদন্তী সঙ্গীতশিল্পী ভারতরত্ম লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনা। রবিবার এক শোক বার্তায় রাষ্ট্রপতি লতা মঙ্গেশকরের বিদেহি আত্মার শাস্তি কামনা করেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক শোকবার্তায় বলেন, ''সুরসম্রাজ্ঞীর মৃত্যুতে উপমহাদেশের সংগীতাঙ্গনে এক বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হল। লতা মঙ্গেশকর তার কর্মের মধ্য দিয়ে চিরদিন এ অঞ্চলে মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন।" তিনি এই শিল্পীর আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। এদিকে কিংবদন্তী সংগীত

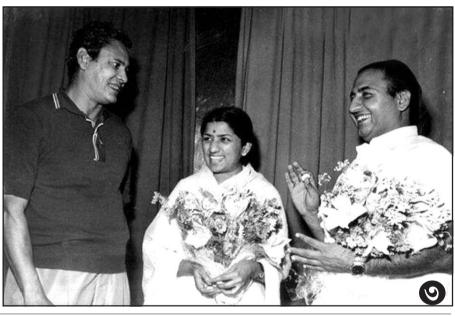
এরপর দুইয়ের পাতায়

কেঁদে ফেলেছিলেন নেহরু লতা তবুও গেয়েই চলেছেন

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি।। তাঁর সুরের ধারায় বারবার আবেগে স্নান করেছেন সঙ্গীতপ্রেমীরা। দুঃ খে হোক বা বিরহে তাঁর গাওয়া গানের স্মরণ নেননি, এমন ভারতীয় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সেই লতা মঙ্গেশকরের গান শুনে একবার ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও কেঁদে ফেলেছিলেন। ১৯৬৩ সালের ২৭ জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবসের ঠিক পরের দিন দিল্লির রামলীলা ময়দানে মঞ্চে বসে লতার গান শুনেছিলেন নেহরু। হাজার হাজার জনতার সামনে লতা গাইছিলেন ''অ্যায় মেরে বতন কে লোগো..." লতার গান শুনে মঞ্চে বসে সেদিন প্রকাশ্যেই হাপুস নয়নে কেঁদেছিলেন নেহরু।তার মাস কয়েক আগেই ১৯৬২ সালের নভেম্বরে শেষ হয়েছে কাশ্মীরের সীমান্তে ভারত-চিনের যুদ্ধ। তখনও ভারতীয়দের মনে দগদগে যুদ্ধের স্মৃতি। একমাস ধরে চলা সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে ভারত। আকসাই চিন কব্জা করেছে চিন। যুদ্ধক্ষেত্রে শহিদ হয়েছেন হাজার হাজার ভারতীয় সেনা। চিনের হাতে বন্দিও হয়েছেন প্রায়

হাজার চারেক। জখম বহু। নেহরু ঘনিষ্ঠরা বলেছেন, সেই সময় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন নেহরু। তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল তাঁর শরীরেও। লতার গান শুনে সম্ভবত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি সেদিন।যুদ্ধে শহিদ ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে ওই গান লিখেছিলেন প্রদীপ জি নামে এক কবি। গানের কথা ছিল 'পর মত ভুলো সীমা পর বীরো নে হ্যায় জান গবায়ে, কুছ ইয়াদ উনে ভি করলো যো লওটকে ঘর না আয়ে...'। জানা যায়, গানটি প্রথমে গাইতে রাজি হননি লতা। পরে কবির ব্যক্তিগত অনুরোধে গানটি গাইবেন বলে স্থির করেন। রামলীলা ময়দানে অনুষ্ঠানের একদিন আগে গানটি তোলেন লতা। তারপরেই ওই গান। যা শুনে নিজের চোখের জল আটকে রাখতে পারেননি জওহরলাল।পরে অনুষ্ঠান শেষ হলে লতাকে ডেকে তাঁর আবেগের কথা জানাতেও ভোলেননি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী। শোনা যায়, লতাকে সেদিন নেহরু বলেছিলেন, 'আপনি তো আমাকে কাঁদিয়ে দিলেন।'





জখম এন সি প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। আবারও জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে রাজ্য সরকারের প্রবীণ মন্ত্রী এন সি দেববর্মাকে। তার মাথায় আঘাত লেগেছে। জানা গেছে, রবিবার সকালে কৃষ্ণনগরের নিজের বাড়িতে পা পিছলে পড়ে যান এন সি দেববর্মা। মাথার পেছনে আঘাত লাগে তার। জখম অবস্থায় এন সি দেববর্মাকে জিবিপি হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালেই তার সিটিস্ক্যান হয়। খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। তিনি জানান, সকালে ভাত খেয়ে নিজের ঘরেই বসা ছিলেন এন সি দেববর্মা। চপ্পল পড়ে ব্যক্তিগত কাজ করার সময় পা পিছলে পড়ে যান। মাথার পেছনে চোট লাগলেও বিপদের কিছু নেই। ডাক্তারদের পরামশেঁই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, শারীরিক অসুস্থতার জন্য বেশ কয়েকদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন রাজস্বমন্ত্রী। ছুটি পেয়ে বাড়িতে থাকলেও ব্যক্তিগত কাজ নিজেই করতেন। রবিবার সকালেও সরকারি কাজকর্ম করেছেন। কিন্তু আচমকাই পা পিছলে

বিশ্লেষণ মূলক প্রতিবেদন প্রকাশ

করে থাকে। নতুন বছরে জানুয়ারির

প্রথম সময়েই রাজ্যভিত্তিক

সেপ্টেম্বর তিপ্রা দলের প্রধান

প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ আই এন

পি টি দলের প্রধান বিজয় কুমার

রাংখলকে এক চিটিতে সি এ এ আর

এন আর সি ইস্যুতে উপজাতি স্বার্থে

(8)

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, রাজ্য গুলি এবং মাওবাদ অধ্যুষিত ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানান **আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।।** রাজ্যের বর্তমান মেরুকরণের রাজনীতি আগামী দিনে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে। বিশেষত জাতি-উপজাতিদের রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে ২০২১ সংস্থা প্রতি বছরই ভারতের জম্মু-কাশ্মীর সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের

কাণ্ড ঘটিয়েছেন। তাঁর কথায়, "আমার বাবা অবাক হয়ে গিয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে

পণবিরোধী আইনে মামলা দায়ের হয়েছে শুনে।" প্রতিবেশীদের বক্তব্য, গণেশ

লাঠি ছাড়া চলতে পারেন না। সেই গণেশের বিরুদ্ধে এমন মামলা দায়ের

হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ৷গণেশের আইনজীবী শিবেন্দ্র কুমার

পাণ্ডের দাবি, এ ক্ষেত্রে পণবিরোধী আইনের অপব্যবহার করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে এই বছরও ত্রিপুরার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও তথ্য ও পৃথকীকরণের কারণে রাজ্যে দীর্ঘদিনের শান্তিশুঙ্খলা নম্ট করতে বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছে এস এ টি পারে। প্রতিবেশী বাংলাদেশের পি। ২০২১ সালে রাজ্যে কোন ধরনের সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটেনি। সীমান্ত এলাকার দুর্বলতাগুলিকে তবে ২০২০ সালের বিভিন্ন ঘটনা কাজে লাগিয়ে রাজ্যে আবারও বৈরী সমস্যা সহ বাড়তে পারে বেআইনি ও ২০২১ সালে টি টি এ এ ডি সি কার্যকলাপ। এমনটাই আশংকা নির্বাচনকে ঘিরে রাজ্যে যে করছে দক্ষিণ এশিয়া নিরাপত্তা মেরুকরণ ঘটেছে তা আগামী দিনে বিষয়ক বিশেষজ্ঞ সংস্থা সাউথ রাজ্যের শান্তিশুঙ্খলা নম্ভ করার এশিয়া টেরোরিজম পোর্টাল বা এস কারণ হতে পারে বলে প্রতিবেদনে এ টি পি। প্রখ্যাত আই এ এস আশংকা করছে এস এ টি পি। এন আর সি এবং সি এ এ নিয়ে ২০২০ অফিসার কে পি এস গিল প্রতিষ্ঠিত এই সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞ সংস্থা সালে রাজ্যবাসী বেশ কয়েকটি আন্দোলন দেখেছে। তাছাড়া সালের পর্যালোচনায় এই আশংকা মিজোরামের রিয়াং শরণার্থীদের করছে। সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক এই সংস্থা পুনর্বাসন ও ত্রিপুরা-মিজোরাম দক্ষিণ এশিয়াতে সন্ত্ৰাসবাদ নিয়ে সীমান্ত বিবাদ নিয়ে দু'একটি ২০০০ সাল থেকেই নানা তথ্য ও মারাত্মক অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। বিশ্লেষণ মূলক কাজ করে আসছে। রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসনের প্রতিবাদে ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে যৌথ আন্দোলনের মধ্যে এক দমকল কর্মী এবং শ্রীকান্ত দাস নামে এক নাগরিকের মৃত্যু ঘটে। অবশ্য বৃদ্ধ বয়সে আইনি লডাই ঘটনার সুত্রপাত এর মাসখানেক আগের। ২০১৯ সালের শেষ দিক থেকেই সি এ এ আর এন আর সি কানপুর, ৬ ফেব্রুয়ারি।। স্বামীর বয়স ৮২। স্ত্রীও ৮০ ছুঁই ছুঁই। অশীতিপর নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল রাজ্যের

১। ১৯৪৮ সালে সঙ্গীত জগতের ডিরেক্টর গুলাম হায়দারের তত্ত্ববধানে

তালিম নেওয়ার দশ্য। পরে লতা মঙ্গেশকর বলেছিলেন গুলাম হায়দার

২। সঙ্গীত জগতের কিংবদন্তী মিনু কাত্রক, ভূপেন হাজারিকা, উৎপলা

৪। ১৯৪৯ সালে 'আয়েগা আনেবালা' জনপ্রিয় গানের মধ্য দিয়েই

সঙ্গীতের জগতে নিজের পরিচিতি তলে ধরেন। সেই সময় লতা

সেন, অসিত সেন ও হেমন্ত কুমারের সাথে লতা মঙ্গেশকর।

৩। হাজরত জয়পুরী ও মহম্মদ রফির সাথে লতা মঙ্গেশকর।

মঙ্গেশকরকে সংবর্ধিত করেছিলেন কিশোর কুমার।

রাজ্যগুলির আইনশৃঙ্খলা নিয়ে এরপর ১ অক্টোবর তিপ্রা, আই এন পি টি এবং আরেক উপজাতি ভিত্তিক রাজনৈতিক দল টি পি এফ এক যৌথ বিবৃতিতে ৫ দফা দাবি পেশ করে। যার মূল দাবি ছিল রাজ্যে এন আর সি লাগু করা, সি এ এ বাতিল সহ রাজ্যের উপজাতিদের বেদখল হয়ে যাওয়া জমি পুনরুদ্ধার করা। এর পরই পানিসাগর মহকুমায় মিজোরাম রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসন নিয়ে বাঙালিদের একাংশ আন্দোলন শুরু করে। যা পরবর্তী সময় হিংসাত্মক রূপ নিয়ে *নে*য়। ঘটনায় গণপিটুনিতে এক দমকল কর্মীর মৃত্যু হয়। পাল্টা পুলিশের গুলিতে মারা যান শ্রীকান্ত দাস নামে এক নাগরিক। এস এ টি পি এই ঘটনাগুলির প্রেক্ষাপটেই রাজ্যে আবার জাতি-উপজাতি মেরুকরণের রাজনীতির অভিযোগ তুলেছে। এই মেরুকরণের সংক্রমণ আগামী দিনে রাজ্যের শান্তিশৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটানোর আশংকা করছে সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞ এই সংস্থা। এতে গতি দিতে পারে রাজ্যের তিন দিক ঘেরা বাংলাদেশ সীমান্ত। সীমান্ত এলাকার দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে আবার সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম মাথাচাড়া দিতে পারে বলে আশংকা করছে এস এ টি পি। পাশাপাশি সীমান্ত এলাকার দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে বাড়তে পারে বেআইনি কার্যকলাপ। ২০১৯, ২০২০ এর তুলনায় ২০২১ সালে রাজ্যে বৈরী সমস্যা শৃন্য হলেও উপজাতি জেলা পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে জাতি উপজাতি মেরুকরণের রাজনীতি ঘটে গেছে তার প্রভাব আগামী দিনেও দেখা দিতে পারে, এমনটাই মন্তব্য করেছে দক্ষিণ এশিয়া সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞ সংস্থা এই সাউথ এশিয়া টেরোরিজম পোর্টাল।

করোনায় মৃত্যু শ্বন্যে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। করোনায় মৃত্যু বহুদিন পর শূন্যে নামলো। রবিবার স্বাস্থ্য দফতরের হিসেবে করোনা আক্রান্ত কেউ মারা যাননি। তবে এ সময়ে করোনার সোয়াব পরীক্ষা নামানো হয়েছে ১ হাজার ৬ জনে। তাদের মধ্যে ১৩ জন সংক্রমিত শনাক্ত হয়েছে। রাজ্যের সব জেলায় পজিটিভ রোগীর সংখ্যা নেমে এসেছে। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রবিবার দুপুর পর্যন্ত ৮৮৭ জন করোনা আক্রান্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। এদিকে দেশেও নেমেছে করোনা পজিটিভ রোগীর সংখ্যা। তবে নামছে না মৃত্যু। ২৪ ঘণ্টায় ৮৬৫ জন সংক্রমিত মারা গেছেন এই সময়ে সংক্রমিত শনাক্ত হয়েছেন ১ লাখ ৭ হাজার।

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চক্ষ বিভাগে চোখের ছানির অস্ত্রোপচারও ধারাবাহিকভাবে করা হচ্ছে। গত ৩ ফেব্রুয়ারি ছানির অস্ত্রোপচার করেন। অস্ত্রোপচারের পর বর্তমানে সকলেই সুস্থ আছেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দফতর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

হিজাব বিতর্কে উত্তাল কর্ণাটক! বিজেপি সরকারের নিযেধাজ্ঞায় বিক্ষোভ রাজ্যজুড়ে

বিতর্কে সরগরম হয়ে উঠেছে কর্ণাটক। অনেক দিন ধরেই এই বিতৰ্ক চলছিল। কিন্তু তা নতন মাত্ৰা পেল শনিবার। সে রাজ্যের সরকার জানিয়ে দিয়েছে, যে সব পোশাক সমতা , অখণ্ডতা ও আইন-শৃঙ্খলার পরি পন্থী তা পরা যাবে না। স্বাভাবিকভাবেই এই নির্দেশ ঘিরে নতুন করে চড়েছে বিতর্কের পারদ।প্রশ্ন উঠছে, কোনও রাজ্যের প্রশাসন এমন নির্দেশ কি দিতে পারে ? এপ্রসঙ্গে কর্ণাটক সরকারের দাবি, সংবিধানে যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে দেশের সব নাগরিককে, এই নির্দেশে তা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না। পোশাক নিয়ে কর্ণাটকের এই বিতর্ক অবশ্য আজকের নয়।কর্ণাটক শিক্ষা আইন, ১৯৮৩-র ১৩৩ (২) ধারা অনুযায়ী,

ব্যাঙ্গালরু, ৬ ফেব্রুয়ারি।। হিজাব সমস্ত প্রভয়াকেই কলেজ কমিটির বেছে দেওয়া পোশাক পরেই কলেজে আসতে হবে। কিন্তু বছরের গোড়া থেকেই নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছিল এই বিতর্ক। সেই সময় উদুপি ও চিক্কামাগালুর কলেজের কিছ পড়য়া হিজাব পরা শুরু করলে শুরু হয় বিক্ষোভ। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী কর্ণাটক সরকারের সমালোচনা করে বলেন, দেশের মেয়েদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করতে চাইছে এই সমালোচনা। অন্য দিকে গেরুয়া শিবিরের বক্তব্য ছিল, এই নিষেধাজ্ঞায় কোনও ভুল নেই। কলেজ চত্বরের মধ্যে তালিবানি পরিবেশ তৈরি করা চলবে না বলে তাঁরা আওয়াজ তোলেন। হিন্দু শিক্ষার্থীদের দেখা যায় গেরুয়া পোশাক পরে বিক্ষোভ দেখাতে শেনিবারই রাহুল গান্ধী টুইট

ভবিষাৎ কেডে নিচ্ছি। মা সরস্বতী সকলকে জ্ঞান দান করেন। তিনি বিভেদ করেন না।" পালটা তোপ দেগেছে কর্ণাটক বিজেপি। তাদের অভিযোগ. শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা ঢোকাচ্ছেন কংগ্রেস নেতা ৷উল্লেখ্য, মুসলিম ছাত্রীদের ক্লাসরুমে হিজাব পরা নিয়ে কলেজ কর্তপক্ষকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে রাজ্য সরকার। কিছ কলেজ হিজাব পরে কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে বটে, তবে ছাত্রীরা ওই পোশাক পরে ক্লাস করতে পারবেন কিনা, সেই বিষয়ে স্পষ্ট করা হয়নি। এদিকে মুসলিম ছাত্রীদের দাবি, তাঁদের হিজাব পরেই ক্লাস করার অনুমতি দিতে হবে। সব মিলিয়ে উত্তপ্ত দক্ষিণের রাজ্যটি।

করেন, "শিক্ষার পথে হিজাবকে বাধা

হতে দিয়ে আমরা ভারতের মেয়েদের

পানাজি. ৬ ফেব্রুয়ারি।। ভোটমখী গোয়ায় প্রচারে গিয়ে আক্রমণের শিকার তৃণমূল নেতা বাবুল সুপ্রিয়। রবিবার ভোট প্রচারের সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর উপর হামলা চালায় কিছু দুষ্কৃতি, টুইটারে এমনটাই জানিয়েছেন বাবুল।বাবুলের অভিযোগ, তাঁর উপর হামলা চালানো ওই দুষ্কৃতী একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত দুষ্কৃতী আমার উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছে। কংগ্রেস ও বিজেপি-র মতো দুই জাতীয় দলের আশীর্বাদেই নির্বাচনে লড়ছে ওই

দলটি। কিন্তু নিরাপত্তাক্ষীদের জন্য

আমি রক্ষা পেয়েছি।" তাঁর উপর হামলার ঘটনা নিয়ে একের পর এক টইট করেছেন বাবল।জানিয়েছেন. ওই ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ চলে আসে সেখানে। তবে তিনি এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ ১৪ ফেব্রুয়ারি এক দফায় নির্বাচন জানাননি। টুইটারে বাবুল আরও গোয়ায়। ফল ঘোষণা ১০ মার্চ।

লেখেন, 'মান্যের কাছে ভোট চাওয়া প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের অধিকার। আমি একাই ওই দম্বতীকে শায়েস্তা করতে পারতাম। কিন্তু তত ক্ষণে পুলিশ চলে এসেছে। আগামী

চান্নিই পাঞ্জাবে কংগ্রেসের 'মুখ্যমন্ত্রীর মুখ

চণ্ডীগড়, ৬ ফেব্রুয়ারি।। অবশেষে জল্পনার অবসান। পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের সপ্তাহ দুই আগে কংগ্ৰেস জানিয়ে দিল বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী চরণজিৎ সিং চার্নিই হতে চলেছেন দলের 'মুখ্যমন্ত্রীর মুখ'। রবিবার লুধিয়ানায় এই ঘোষণা করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানা যাচ্ছে, দলের প্রাক্তন সভাপতি এদিন বলেছেন, "চরণজিৎ সিং চান্নি'ই আগামী পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে দলের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হতে চলেছেন।" তাঁর এই ঘোষণার সঙ্গেই যেন সমাপ্তি ঘটল গত কয়েক সপ্তাহের বিতর্কের। ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং সরে যাওয়ার পরে চান্নিকেই পাঞ্জাবের মসনদে বসানো হয়েছিল। কিন্তু তিনিই ভোটে দলের মুখ হবেন কিনা তা নিয়ে সংশয় ছিল। শোনা যাচ্ছিল, নভজ্যোৎ সিং সিধুও হয়তো চান্নির পরিবর্তে দলের 'মুখ্যমন্ত্রীর মুখ' হতে পারেন। এদিকে গত বৃহস্পতিবার ইডি'র হাতে গ্রেপ্তার হন চরণজিৎ সিং চান্নির ভাইপো ভূপিন্দর সিং হানি।

স্বামীর বিরুদ্ধে পণ না পেয়ে অত্যাচার করার অভিযোগ করলেন স্ত্রী। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল উপজাতি ভিত্তিক রাজনৈতিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। সেই চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের কানপুরের চাকেরি এলাকায়। কলেজ অ্যান্ড জিবিপি দলগুলির কর্মসূচি। এর জের গড়ায় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিজেপি ও বৃদ্ধার এমন পদক্ষেপে চমকে গিয়েছেন তাঁর সন্তানও। স্বামী, জামাই-সহ হাসপাতালের চক্ষ বিভাগের প্রধান পরের বছর ২০২০ তেও। উপজাতি মোট ছয় জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন ওই বৃদ্ধা। তাঁকে মারধর করে কংথেস দুই জাতীয় দলেরই চক্ষরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ জেলা পরিষদের নির্বাচনকে সামনে যোগসাজশ রয়েছে। টুইটারে বাবুল বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি তাঁর। পুলিশ ঘটনায় পণবিরোধী ফণী সরকারের নেতৃত্বে মেডিক্যাল রেখে এই সি এ এ আর এন আর সি লেখেন, 'গোয়ার স্থানীয় একটি আইনে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। গণেশ নারায়ণ শুকু নামে ওই টিম মোট ৪০ জনের চোখের নিয়ে প্রচারে নামে।এই বছরের ১৩ বৃদ্ধের সন্তান রজনীশ জানিয়েছেন, তাঁর মা কোনও আত্মীয়ের প্রভাবেই এমন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া

প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬

ফেব্রুয়ারি ঃ সিনিয়র লিগের

চূড়ান্ত হলো। এগিয়ে চল সংঘ,

লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার এবং

রামকৃষ্ণ ক্লাব আগেই সুপারে

পৌঁছে গিয়েছিল। সুপারের

চতুর্থ দল কারা হবে তা নিয়ে

লড়াইয়ে ছিল ফরোয়ার্ড ক্লাব

এবং বীরেন্দ্র ক্লাব। এক ম্যাচ

হাতে রেখেই সুপারে জায়গা

করে নিলো ফরোয়ার্ড ক্লাব।

চমক সৃষ্টিকারী রামকৃষ্ণ ক্লাবকে

কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে ৪-০

গোলে উড়িয়ে দিলো ফরোয়ার্ড

ক্লাব। এখনও তাদের একটি

ম্যাচ বাকি আছে। তবে

ফরোয়ার্ড বনাম পুলিশের

ম্যাচটি ফরোয়ার্ডের কাছে আর

গুরুত্বপূর্ণ রইলো না। শুরুতে

পর পর তিনটি ম্যাচ জিতেছিল

সুভাষ বোসের দল। এরপর

লালবাহাদুরের কাছে হেরে

কিছুটা চাপে পড়ে যায় তারা।

রামকৃষ্ণ ক্লাব এবারের লিগে

রীতিমত চমক দিয়েছে। তাই

ফরোয়ার্ডের সামনে কঠিন

লড়াই ছুঁড়ে দেবে রামকৃষ্ণ

দুই ফুটবলারকে নিয়েও

এমনই প্রত্যাশা ছিল। তবে নতুন

রীতিমত হতাশ করলো রামকৃষ্ণ

পৌছে যাওয়ায় সেরকম তাগিদ

ক্লাব। সম্ভবত সুপারে আগেই

ছিল না। তাই বলে এত বড়

মনোবল ভেঙে দিতে পারে

বলে মনে করছে ফুটবল মহল।

ফরোয়ার্ড অবশ্যই শক্তিশালী

দল। রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে

শুরু থেকে অসাধারণ দাপটও

ভিদান চিসানো-র গোলে

মিনিট পর ব্যবধান বাড়ায়

দেখিয়েছে। ম্যাচের ৪২ মিনিটে

এগিয়ে যায় ফরোয়ার্ড ক্লাব। ২

চিজোবা। প্রথমার্ধে ২-০ গোলে

তুলে নেয়। ৪৯ মিনিটে ব্যবধান

৩-০ করে ভিদাল চিসানো। ৭১

মিনিটে ব্যবধান ৪-০ করে সানা

জমাতিয়া-কে লাল কার্ড দেখান

সিং। ম্যাচের ৮৮ মিনিটে

রামকৃষ্ণ ক্লাবের ভক্তিপদ

রেফারি তাপস দেবনাথ।

এগিয়ে থাকা ফরোয়ার্ড ক্লাব

দ্বিতীয়ার্ধে আরও ২টি গোল

ব্যবধানে পরাজয় দলের

এগিয়ে চল সংঘ এবং

সুপার ফোর-র লাইনআপ



উদীয়ান-র ক্যারিয়ার নিয়ে আশঙ্কা সুপারের দাপট দেখিয়ে জিতলো লালবাহাদুর

ফলাফল ৪-২ এই অবস্থায়

অলআউট আক্রমণে ঝাঁপানোর

কথা এগিয়ে চল সংঘের। তবে

ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে আনার সেই

তাগিদ দেখা গেলো না তাদের

মধ্যে।সুপার ফোরে আগেই পৌঁছে

যাওয়ায় সেই উৎসাহটাই যেন ছিল

না তাদের। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে

রেফারি টিঙ্কু দে এগিয়ে চল সংঘের

বীরনারায়ণ-কে লাল কার্ড দেখান।

পর পর দুইটি হলুদ কার্ড দেখার

কারণে তাকে মাঠ থেকে বের করে

দেন রেফারি। আরও পাঁচ

ফুটবলারকে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন

রেফারি। এগিয়ে চল সংঘের

জেইলস রাই, সনম লেপচা,

দেবাশিস রাই এবং লালবাহাদুরের

সমরজিৎ দেববর্মা, সুবন সূত্রধর-কে

জুটি ভাঙে। এরপর আর ওয়েস্ট

টেকেনি। ১৭৬ রানেই গুটিয়ে যায়

শর্মা। সেইমতো ভারত

অধিনায়কের সঙ্গে ওপেন করতে

উইকেটকিপার। প্রথম উইকেটে

সিরিজে রাহুলের নেতৃত্বে যে

উপেক্ষার জবাব দিলেন। সেই মুহূর্তে

ভারত চাপে ছিল। কিন্তু হুডা এবং

ঝাডখতের

হয়ে উঠতে থাকে নিকোলাস ইন্ডিজের ইনিংস বেশিক্ষণ

এর কয়েক ওভার পরেই অল্প তারা।ভারতের শুরুটা দুর্দান্ত

সময়ের ব্যবধানে ফিরে যান শারমা হয়েছিল। কে এল রাহুল এবং

ব্রুকস এবং আকিল হোসেন। ৭৯ শিখর ধবন না থাকায় ঈশান কিশন

রানে ৭ উইকেট হারিয়ে তখন যে তাঁর সঙ্গে ওপেন করবেন, এটা

৭৮ রানের জুটি গড়েন তিনি। ৮৪ উঠে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকা

করে লালবাহাদুর। অনেকটা

আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে লালবাহাদুর।

এগিয়ে চল সংঘের রক্ষণে তখন

ত্রাসের সঞ্চার হয়। দেবরাজ-র

গোলের ৩ মিনিট পর পাসাং তামাং

লালবাহাদুরের হয়ে ব্যবধান ৩-০

করে। প্রথমার্ধের অন্তিমলগ্নে আরও

একটি গোল করে দেবরাজ।

প্রথমার্ধেই বলতে গেলে জয়

নিশ্চিত করে নেয় লালবাহাদুর

ব্যায়ামাগার। দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে চল

সংঘ খুব খারাপ খেলেনি। তাদের

চিরাচরিত আক্রমণাত্মক ফুটবলের

দিকে নজর দেয়। গোল করার

সুযোগও তৈরি হয়। ম্যাচের ৭৫

মিনিটে অ্যারিস্টাইড ব্যবধান

কমায়। ৪ মিনিট পর এগিয়ে চল

সংঘের হয়ে আরও একটি গোল

বলে চহাল, ব্যাটে রোহিতের দাপটে হাজারতম

এক দিনের ম্যাচে অনায়াস জয় ভারতের

চহালের। ফিরিয়ে দেন ভয়ঙ্কর

পুরান এবং কায়রন পোলার্ডকে।

রীতিমত ধুঁকছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।এই

সময়ে ঘুরে দাঁড়ান ওয়েস্ট

ইন্ডিজের বহু যুদ্ধের সেনানী জেসন

হোল্ডার। সঙ্গী ফ্যাবিয়ান

অ্যালেনকে নিয়ে অস্টম উইকেটে

ভারতীয় বোলারদের ওপর

রীতিমতো চাপ তৈরি করেছিলেন

হোল্ডার। একটিও চার মারেননি।

কিন্তু চারটি ছয় মেরেছেন, যার

মধ্যে রয়েছে চহালকে মারা একটি

বিশাল ছক্কা। ৩৮তম ওভারে সেই

করে পহর জমাতিয়া। ম্যাচের হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির পর রঞ্জি ট্রফিতেও তার নাম ফেব্রুয়ারি ঃ দুই বছর আগেও তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটে বিবেচনার মধ্যেই আনেনি টিসিএ-র নির্বাচক মণ্ডলী। রাজ্য দলে অটোমেটিক চয়েস ছিল উদীয়ান বোস। মাঠে মানুষই ভুল করে। সেই ভুলকে সংশোধন করার সুযোগ এক বছর করোনার জন্য বন্ধ ছিল ক্রিকেট। আর এই দিতে হয়। টিসিএ-র এক অতি প্রভাবশালী কর্মকর্তা এক বছরের মধ্যেই প্রতিভাবান উদীয়ান-র ক্যারিয়ার শুধুমাত্র নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করতে গিয়ে সংকটের মুখে পড়েছে। স্বভাবতই ক্রিকেট মহলে আশঙ্কা, উদীয়ান-র ক্যারিয়ারকে শেষ করে দিচেছ বলে এই ক্রিকেটারটি কি আর ফিরে আসতে পারবে? সব অভিযোগ। সিনিয়র দলের প্রথম শিবিরে উদীয়ান-র কিছুর দায় টিসিএ-র উপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত হবে নাম ছিল। এরপর কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনার ফলে ক্যাম্প না বলেই মনে করছে ক্রিকেট মহল। সমানভাবে দায়ী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর থেকে আর একটি উদীয়ানও। দেশের একজন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলা শিবিরেও তার জায়গা হয়নি। উদীয়ান ভুল করেছে। ক্রিকেটার উদীয়ান। স্বভাবতই খুদেদের কাছে রোল কিন্তু টিসিএ যেভাবে তার ক্যারিয়ারকে শেষ করে দিতে মডেল। একজন পেশাদার ক্রিকেটারের চাল-চলন উঠে-পড়ে লেগেছে সেটা আরও বড় ভুল।একটি ভুলকে অন্যদের চেয়ে আলাদা হবে এটাই প্রত্যাশিত। শুধু সংশোধন করার চেষ্টা না করে আরও বড় ভুল করে চলেছে উদীয়ান কেন অতীতেও অনেক ক্রিকেটার শুধুমাত্র টিসিএ।এই অবস্থায় উদীয়ান-র ক্যারিয়ারই সংকটের মুখে জীবনযাত্রার মানকে ঠিকভাবে চালিত করতে না পেরে পড়েছে। অতীতেও অনেক ক্রিকেটার ক্রিকেট বহির্ভূত হারিয়ে গেছে। অনুধর্ব ১৯ পর্যায় থেকেই উদীয়ান-র কান্ডে জড়িয়ে পড়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে থানায় প্রতিভা নজর কেড়েছিল ক্রিকেট বোদ্ধাদের। ক্রিকেট এফআইআরও হয়। এদের একজন এখন টিসিএ ঘনিষ্ঠ। মহল রীতিমত উচ্ছুসিত ছিল তাকে নিয়ে। রাজ্যের এটাই তো হওয়া উচিত। কারণ একবার ভুল করলেই সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যান হওয়ার যাবতীয় মশলা মজুত তাকে চিরকালের জন্য দূরে সরিয়ে দিতে হবে এমন হওয়া ছিল তার মধ্যে। রঞ্জি ট্রফিতেও তার ব্যাটিং ছিল দিবসীয় 🛮 উচিত নয়। দুর্ভাগ্য, উদীয়ান-র ক্ষেত্রে তা হচ্ছে। তাকে মেজাজের।তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটেই অত্যন্ত উপযোগী তুল সংশোধনের সুযোগ না দিয়ে যেভাবে দূরে সরিয়ে উদীয়ান আজ টিসিএ-র ব্যাডলিস্টে। বিজয় হাজারে ট্রফি, দেওয়া হয়েছে তা তার ক্যারিয়ারকেই সংকটে ফেলেছে।

শিবিরের

আড়ালে

ব্যবসা!

ফেব্রুয়ারি ঃ উন্নয়নের সংজ্ঞাটাই

বদলে দিয়েছে রাজ্য ক্রিকেটের

সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা টিসিএ।

অনেক প্রতিশ্রুতি এবং অনেক

স্বপ্ন দেখিয়েছিল তারা। উৎসাহী

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া

হয়ে উঠেছিল রাজ্যের

ক্রিকেটার থেকে শুরু করে

ক্রিকেটপ্রেমীরা। এবার হয়তো

পুরোনো কমিটিগুলির ঘুণ ধরা

প্রশাসনকে পাল্টে দেবে বর্তমান

কমিটি। প্রশাসনিক কাজে গতি

আসবে, কর্মকর্তারা ক্রিকেট

এবং ক্রিকেটারদের স্বার্থকে

গুরুত্ব দেবে। পাশাপাশি

টিসিএ-র বিশাল আর্থিক

মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

ভান্ডারের সঠিক দেখাশোনা

করা হবে। সমস্ত প্রত্যাশাই আজ

ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদের স্বার্থ

আজ হাজার মাইল দুরে। অথচ

একের পর এক শিবিরের নামে

রীতিমত বাণিজ্য চলছে। ৪০,

৫০ কিংবা ৬০ জন ক্রিকেটারকে

নিয়ে এই বছর শিবির অনুষ্ঠিত

হয়েছে। ক্রিকেট বোদ্ধারা মনে

করছে যে, এই বিশাল সংখ্যক

ক্রিকেটারদের নিয়ে শিবির

করার মধ্যে কোন ক্রিকেটিয়

যুক্তি নেই। কয়েকদিন আগে

অনূধর্ব ২৫ দলের শিবিরেও

ক্রিকেটারকে শিবিরে ডাকা

ক্রিকেটার শিবিরে রিপোর্ট

যুগ্মসচিব জানিয়েছেন,

হয়েছে। জানা গেছে, তিনজন

করেনি। অর্থাৎ শিবিরে রয়েছে

৪১ জন। টিসিএ-র এক প্রাক্তন

অনায়াসে এই সংখ্যাটা ৩০-র

ক্রিকেটারকে অনুর্ধ্ব ২৫-র

শিবিরে ডাকা হয়েছে যারা

কোনভাবেই সিকে নাইডু

চলছে। অনুশীলনের পর

বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার

বলেছে, খাবার খুব ভালো।

খাবার হয়তো ভালো কিন্তু তার

আড়ালে কোন ব্যবসা চলছে না

এর নিশ্চয়তা কে দেবে। কারণ

যেভাবে একের পর এক শিবির

করে চলেছে টিসিএ সেটা

শুধুমাত্র ক্রিকেটিয় উন্নয়নের

কারণে তা মানতে পারছে না

অন্য কিছু হচ্ছে এই ব্যাপারে

নিশ্চিত সবাই।

ক্রিকেটপ্রেমীরা। ফলে আড়ালে

খেলার উপযুক্ত নয়। এখানেই

মূল প্রশ্ন। তবে কেন শিবিরের

ক্রিকেটারদের দপরের খাবার

দেওয়া হয়। সেই খাবারের মান

নিয়ে প্রশ্ন তোলা অর্থহীন। কারণ

নামে বিনা কারণে এসব অপকর্ম

মধ্যে রাখা যেতো। এমন অনেক

একই অবস্থা। ৪৪ জন

প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬

চলে গেলেন প্রখ্যাত কোচ প্রদীপ মালাকার



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের অন্যতম সেরা অ্যাথলেটিক্স কোচ প্রদীপ মালাকার অকালেই চলে গেলেন। মুম্বাইয়ের টাটা ক্যান্সার হাসপাতালে শনিবার সকালে ৫৮ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। স্বভাবতই রাজ্যের ক্রীড়া মহল শোকস্তব্ধ। ৮০-র দশকের দ্রুততম মানব তথা রাজ্যের অন্যতম সেরা কোচ প্রদীপ মলাকার-র হাত দিয়ে অসংখ্য অ্যাথলিট বেরিয়েছে। যারা জাতীয় স্তরে সুনাম অর্জন করেছিল। ৮০-দশকে সাই কোচ হীরালাল দাসের প্রশিক্ষণে নিজেকে অ্যাথলিট হিসাবে ধারালো করে



বিভিন্ন জাতীয় আসরে রাজ্যের হয়ে ও সমবেদনা জানিয়েছেন।

ট্র্যাকে নেমেছিলেন। ক্রীড়া দফতরে শারীর শিক্ষক হিসাবে কাজে যোগ দেওয়ার পর কোচ হিসাবে তার সনাম ছড়িয়ে পড়ে। তার ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন ইভেন্টে অসংখ্য রেকর্ড করেছে। শুধু রাজ্য নয়, রাজ্যের বাইরেও তার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অ্যাথলিটরা সুনাম অর্জন করেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো--জ্যোতিশংকর দেবনাথ। রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদে কর্মরত ছিলেন দীর্ঘদিন। এছাড়া স্পোর্টস স্কুল, ধলাই জেলার গঙ্গানগরে কাজ করেছেন। অসুস্থ হওয়ার পর কিছুদিন পশ্চিম জেলা ক্রীড়া দফতরে কর্মরত ছিলেন। স্বভাবে ছিলেন অত্যন্ত নম্ৰ ও ভদ্ৰ। তাই সবার সাথেই ছিল ঘনিষ্ঠতা। তার অকাল প্রয়াণে রাজ্যের অ্যাথলেটিক্স জগৎ-র অপূরণীয় ক্ষতি হলো বলে জানিয়েছেন রাজ্য শারীর শিক্ষা কর্মচারী সংঘের সচিব নিখিল সাহা। রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সভাপতি পঙ্কজ বিহারী সাহা. প্রাক্তন অ্যাথলেটিক্স কোচ স্বপন তুলেছিলেন প্রদীপ মালাকার। সাহা তার মৃত্যুতে গভীর শোক

ঢ়কে যেতো। কেউ কেউ নাকি

ম্যাচের আগের দিন যেখানে খেলা

সেখানে রিপোর্ট করতো। আবার

নাকি টিসিএ-তে এই পদ্ধতি চাল

করেছে বর্তমান কমিটি। এবার কেবি

পবন-রা না ফিটনেস টেস্টে অংশ

নিয়েছে না প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে।

এছাডা টিসিএ সিনিয়র ক্রিকেটের

ক্যাম্পেও এদের নাম রাখেনি। কিন্তু

দেখা গেলো, রঞ্জি ট্রফির দল যখন

ঘোষণা হলো তখন সরাসরি ২০

জনের দলে তিন ভিনরাজ্যের

ক্রিকেটারের নাম। প্রাক্তন

ক্রিকেটারদের প্রশ্ন, কিসের ভিত্তিতে

কেবি পবন-রা সরাসরি রঞ্জি দলে

সুযোগ পেলো? যেখানে রাজ্যের

২২ জন ক্রিকেটারকে ফিটনেস

টেস্ট দিতে হলো, প্রস্তুতি ম্যাচে

সাফল্য পেতে হলো সেখানে কি না

●এরপর দুইয়ের পাতায়

অংশগ্রহণের পাশাপাশি অনেক

ডিসিপ্লিন শুধু রাজ্যের ছেলেদের জন্যই?

সরাসরি রাজ্য দলে ঢুকে গেলো পবন, রাহিল-র

ভিনরাজ্যের রাখলেও

ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে এসব কিছর বালাই নেই। কেবি পবন, রাহিল শাহ, সমিত গোয়েল। এই তিন ক্রিকেটার ত্রিপুরার হয়ে টি-২০ এবং একদিনের ম্যাচ খেললেও লাল বলে কোন ম্যাচ খেলেনি। এবার চারদিনের রঞ্জি ম্যাচ খেলবে ত্রিপুরা। কিন্তু দেখা গেলো, রাজ্যের ক্রিকেটার রঞ্জি দলে সুযোগ পাওয়ার জন ফিটনেস টেস্ট, প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে হলেও ভিনরাজ্যের ক্রিকেটারদের এসব কিছুতেই অংশ নিতে হয়নি। এমনকি এরা যে যার বাড়িতে বসেই সরাসরি ২০ জনের রাজ্য দলে সুযোগ পেয়ে গেলো। প্রশ্ন হচ্ছে, এই তিনজন কি আদৌ ফিট? এই তিনজন কি প্র্যাকটিসে আছে? অভিযোগ, টিসিএ-র বর্তমান কমিটি নাকি অতীতের টিসিএ-কে ছাপিয়ে যেতে চাইছে।

ইত্যাদি বিষয়কে প্রথম সারিতে অতীতে নাকি ভিনরাজ্যের

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ত্রিপুরার ছেলে হয়েও ত্রিপুরা দলে সুযোগ পেতে যখন বার বার ফিটনেস টেস্ট দিতে হয়, প্রস্তুতি ম্যাচে সাফল্য পেতে হয় তখন দেখা গেলো প্রস্তুতি ম্যাচে খেলা বা কোন ফিটনেস টেস্টে অংশ না নিয়েও ভিনরাজ্যের তিন ক্রিকেটার সরাসরি ত্রিপুরা দলে সুযোগ পেয়ে গেলো। শুধু তাই নয়, আগরতলায় না এসেই রাজ্য দলের অধিনায়কও হয়ে গেলো ভিনরাজ্যের ক্রিকেটার কেবি পবন। ক্রিকেট মহলের অভিযোগ. টিসিএ-র বর্তমান কমিটি রীতিমত কলঙ্কজনক অধ্যায় তৈরি করে যাচ্ছে। টিসিএ-র বর্তমান কমিটি রাজ্যের ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে ডিসিপ্লিন, পারফরম্যান্স, ফিটনেস

ফাঁকফোকর ছিল, সেটা রোহিতের অধীনে একেবারেই দেখা গেল না। রোহিত ফিরতেই আবার ঝলমলে ভারত। দশটি চার এবং একটি ছক্কা সাহায্যে ৫১ বলে ৬০ রান করে ফেরেন রোহিত ৷অবাক করলেন অবশ্য বিরাট কোহলী। মনে করা হয়েছিল এই পিচে তাঁর রান পাওয়া সময়ের অপেক্ষা। প্রথম দু'টি বলে চার মেরে শুরুটা তেমনই করছেলেন। কিন্তু আলজারি জোসেফের লাফিয়ে ওঠা বলে পুল করতে গিয়ে কেমার রোচের হাতে ধরা পড়লেন। ঈশান কিশান এবং ঋষভ পন্থ ১৮ ওভারের মধ্যে ফিরে যাওয়ার ৪ উইকেট হারিয়ে কিছুটা বিপদে পড়ে গিয়েছিল ভারত। কিন্তু সূর্যকুমার এবং দীপক হুডা ভারতকে জিতিয়ে দিলেন। প্রথম সুযোগেই হুডা যেন সমস্ত

বন্ধ ক্রিকেট, বন্ধ রোজগার

বাধ্য হয়ে টেনিসে নেমে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, পর্যন্ত দর উঠে কারও কারও। নাকি এখন স্কুলে স্কুলে বার্ষিক আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বন্ধ মহকুমার এক ক্রিকেট সচিব দুঃখ পরীক্ষার মুখে সদর অনুধর্ব ১৫ আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট, বন্ধ মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট। টিসিএ-র ক্যাম্প-ক্যাম্প খেলায় অনূধর্ব ২৫ শিবিরে প্রায় ৪০ ক্রিকেটারকে বন্দি করে রাখা হলেও রাজ্যের বাকি অংশের কয়েকশো ক্রিকেটার এখন বেকার। দুই সিজন ধরে দেখা নেই ক্লাব ক্রিকেটের। ফলে ক্লাব পেমেন্ট নেই।এই অবস্থায় রাজ্যের একটা বড় অংশের ক্রিকেটার এখন রোজগারের জন্য টেনিস ক্রিকেটে। জানা গেছে, অনেক জুনিয়র ক্রিকেটারও নাকি এখন টেনিসে নেমে পড়েছে। রাজ্যের যে মহকুমাতেই বড় অঙ্কের প্রাইজমানি টেনিস হচ্ছে সেখানেই খেলার জন্য ছুটতে হচ্ছে ওই সমস্ত ক্রিকেটারদের। জানা গেছে, টিসিএ-র ক্যাম্পের বাইরের সিংহভাগ ক্রিকেটারই এখন টেনিসে। ম্যাচ বুঝে নাকি জুনিয়র ও সিনিয়র ক্রিকেটারদের দাম বাড়ে। ৫০০, ১০০০ থেকে শুরু হয়ে প্রতি ম্যাচে নাকি ২০০০ টাকা ক্লাব ক্রিকেটের রাস্তা বন্ধ করতেই

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ

লালবাহাদুর এবং এগিয়ে চল সংঘ

দুইটি দল আগেই সুপার ফোরে

জায়গা করে নিয়েছিল। রাখাল

শিল্ডে লালবাহাদুর-কে হারিয়েছিল

এগিয়ে চল সংঘ। রবিবার দেখার

বিষয় ছিল যে, লালবাহাদুর সেই

পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারে কি

না ? বলতেই হবে শুধু প্রতিশোধ

নয়, সুদে-আসলে সব কিছু তারা

ফিরিয়ে দিলো। চলতি মরশুমের

সবচেয়ে বাজে ম্যাচ খেললো

এগিয়ে চল সংঘ। যে লালবাহাদুর

প্রথম দিকে ধুঁকছিল সেই দলটি এখন

তেজি ঘোড়ার মতো দৌড়াচ্ছে।

এগিয়ে চল সংঘের মতো দলকে

তারা ৪-২ গোলে পরাস্ত করলো।

পরাজিত হলেও এগিয়ে চল সংঘের

কোন অসুবিধা হয়নি। আগেই

সুপারে পৌঁছে গিয়েছে। তবে

এদিনের পরাজয় তাদের বেশ কিছু

দুর্বলতা প্রকট করে দিলো। দলের

মাঝমাঠ এবং আক্রমণভাগ নিয়ে

সমস্যা নেই।তবে রক্ষণভাগ প্রতিটি

ম্যাচেই ভুল করে চলেছে। দুই

স্টপারের মধ্যে বোঝাপড়ারও

অভাব। শক্তিশালী দল এই ভুলের

ফায়দা তুলবে এটাই স্বাভাবিক।

সেটাই হলো এদিন উমাকান্ত মাঠে।

চলতি লিগে এই ম্যাচের আগে পর্যন্ত

সেভাবে চোখে পড়েনি দেবরাজ

জমাতিয়া-কে। তবে ক্রমশঃ সে

পুরোনো ছন্দে ফিরে আসছে। এদিন

বোঝা গেলো সেটা। দেবরাজ-র

গতির সাথে পাল্লা দিতে পারেনি

উদয়পুরে

দাবায় চ্যাম্পিয়ন

অভিজ্ঞান

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ

উদয়পুরে অনুষ্ঠিত উন্মুক্ত দাবা

প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলো

প্রতিভাবান দাবাড়ু অভিজ্ঞান ঘোষ।

শহরের লাংমানি হাদুক সংস্থার

উদ্যোগে রবিবার কেবিআই স্কুলের

বিআরসি হলে অনুষ্ঠিত হয় এই

আসর। মোট ৬০ জন দাবাড়ু এতে

অংশগ্রহণ করে। ৫ রাউন্ডে পুরো

৫ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হলো

অভিজ্ঞান। দেবাঙ্কুর ব্যানার্জি

দ্বিতীয় স্থান পায়। তৃতীয় স্থান

পেয়েছে সোমরাজ সাহা। চতুর্থ

থেকে সপ্তম স্থানাধিকারীরা

হলো—আরাধ্যা দাস, রণিত রায়,

অদ্রিজা দেবনাথ, আগ্নিক রায়

বৰ্মণ। এছাড়া অনুধৰ্ব ৮ বিভাগে

রৌদ্র মজুমদার, অনুধর্ব ১০

বিভাগে প্রাঞ্জল দেবনাথ, অনুধর্ব

১২ বিভাগে আয়ুষ সাহা, অনূধর্ব

১৪ বিভাগে কতীস্মাতা দাশগুপ্ত,

অন্ধর্ব ১৬ বিভাগে অনীক দেবনাথ

প্রথম স্থান পায়। মহিলা বিভাগে

বিদ্যাশ্রী দেবনাথ এবং পঞ্চাশোর্ধ

বিভাগে রাজেশ কৃষ্ণ দেববর্মা

সেরা দাবাড়ু নির্বাচিত হয়েছে।

বিভিন্ন বিভাগে মোট ২৪ জনকে

পুরস্কার দেওয়া হয়। খেলার শেষে

হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

এগিয়ে চল সংঘের ডিফেন্ডাররা।

মাঝমাঠে চমৎকার খেলেছে

কিমাও। ঘটনা হলো, লালবাহাদুরের

মাঝমাঠ এবং আক্রমণভাগের

অধিকাংশ ফুটবলার গতিসম্পন্ন।

অনেক দ্রুত তারা আক্রমণে যেতে

সক্ষম। এই গতির সাথেই এদিন

পাল্লা দিতে পারেনি এগিয়ে চল

সংঘ। অ্যারিস্টাইড এদিনও গোল

করেছে। তবে একটা সময় ৪-০

গোলে পিছিয়ে থাকা অবস্থায়

এগিয়ে চল সংঘ মানসিকভাবে

অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল। ফলে

অ্যারিস্টাইডের মধ্যে সেই তাগিদ

দেখা গেলো এদিন। ম্যাচের ২২

মিনিটে রোনাল্ড সাইখম এগিয়ে

দেয় লালবাহাদুরকে। এরপরই

দেবরাজ-র ম্যাজিক। ৩৫ মিনিটে

দেবরাজ-র দৌলতে ব্যবধান ২-০

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রোহিত

শর্মা ফিরতেই ঝলমলে ভারত।

মাঠের মধ্যে সেই আগ্রাসন,

কৌশলী চাল দেখা গেল বারবার।

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে প্রথম এক দিনের

ম্যাচে অনায়াসে ৬ উইকেটে

হারিয়ে দিল ভারত। সিরিজে

এগিয়ে গেল ১-০ ব্যবধানে।বলে

যুজবেন্দ্র চহাল নায়ক হলে, ব্যাট

হাতে দাপট দেখালেন সদ্য চোট

সারিয়ে ফেরা রোহিত। ঐতিহাসিক

হাজারতম ম্যাচ স্মরণীয় করে

রাখল তারা। কিছুদিন আগেই

ইংল্যান্ডকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে

হারিয়ে দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

তার পরে এসেছে ভারতে। তবে

ভারত আসতেই তাঁদের পুরনো

রোগ বেরিয়ে পড়ল। স্পিনের

বিরুদ্ধে আত্মসমপণ দেখা গেল বার

বার।উসে জিতে ভারতের ফিল্ডিং

নেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রথম থেকেই ফল

দিতে শুরু করে। ওপেনার শাই

হোপকে ফিরিয়ে দেন মহম্মদ

সিরাজ। এর পরে একই ওভারে

ব্যান্ডন কিং এবং ডারেন ব্রাভোকে

ফেরান ওয়াশিংটন সুন্দর। ২০

ওভারের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের

পাঁচ উইকেট পডে যায়।

ওয়াশিংটনের মতোই একই

ওভারে জোড়া শিকার যুজবেন্দ্র

করে বলেন, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু জুনিয়র ও সিনিয়র ক্রিকেটার এখন চুটিয়ে টেনিস খেলছে। যেহেতু না টিসিএ না মহকুমাগুলিতে কোন ক্লাব ক্রিকেট হচ্ছে তাই ক্রিকেটাররা সুযোগ পাচ্ছে এই সুযোগে টেনিস খেলার। অনেক ক্রিকেটারকে ৫০০ টাকায় টেনিস খেলতে দেখা যাচ্ছে। আমাদের কিছু বলার নেই, কিছু করারও নেই। কেননা আমরা তো কোন খেলাই করতে পারছি না। জানা গেছে, টিসিএ-র উপদেস্টা টুর্নামেন্ট কমিটির তরফে নাকি টিসিএ-র কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে, আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট এবং মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট শুরু করার জন্য। কিন্তু টিসিএ-র বর্তমান কমিটির সদস্যদের একাংশের আপত্তিতে প্রস্তাব কার্যকর হচ্ছে না। টুর্নামেন্ট কমিটি নাকি চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে ক্লাব ক্রিকেট শুরু করতে। জানা গেছে,

ক্রিকেট শুরু করার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। অভিযোগ, ক্লাব ক্রিকেট যাতে না হয় তার জন্য এই সময়ে এমবিবি, পুলিশ অ্যাকাডেমিতেও অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু করার প্রস্তুতি চলছে। ক্রিকেট মহলের বক্তব্য, টিসিএ ইচ্ছা করলেই এমবিবি ও পুলিশ অ্যাকাডেমিতে ক্লাব ক্রিকেট এবং অন্য মাঠে অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট করতে পারতো। কিন্তু টিসিএ-র একাংশ নাকি চাইছে না ক্লাব ক্রিকেট হউক। টিসিএ-র এক সদস্য বলেন, সচিব নাকি চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি তিনি চিঠিও দিয়েছেন টুর্নামেন্ট কমিটিকে যাতে করে সব ধরনের ক্রিকেট শুর হয়। কিন্তু দেখা গেছে, কৌশলে প্রায় ২০ দিন পরে সদর অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু করে আদতে সদর ক্লাব ত্রিকেটের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এর কারিগর নাকি

সূর্যকুমারের জুটি ভারতকে ২২ ওভার বাকি থাকতেই জয় এনে দিল। পরিচালনার জন্য টিএফএ-র পাশাপাশি

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ শহরের ক্লাবগুলি হলো ফুটবলের প্রাণ।দীর্ঘদিন অধিকাংশ ক্লাব যে কোনভাবে শুধুমাত্র তারাই আগরতলা ফুটবলের আকর্ষণ খেতাবকেই পাখির চোখ করে। বজায় রেখেছে। ফলে টিএফএ পরাজয়কে মেনে নেওয়ার মতো তাদেরকে কিছুটা তোষামোদ করবে ক্রীডাসুলভ মানসিকতাও তাদের নেই। বলাই বাহুল্য। কারণ বনেদি ক্লাবকে হারলে রেফারিকে গালাগাল তো খুব চটিয়ে দিলে বিপদে পডবে টিএফএ। সহজ কাজ। পাশাপাশি ফিফা কর্তৃক ফুটবলপ্রেমীরা মনে করছে, সম্ভবত এই ফুটবলের যে আইন চালু রয়েছে কারণেই বড় ক্লাবগুলির হাজারো প্রতিনিয়ত সেসব নিয়ম এবং আইনকে অন্যায় কাজও টিএফএ মেনে নেয়। ভঙ্গ করে চলেছে ক্লাবগুলি। চতুর্থ প্রতিযোগিতাকে সফলভাবে রেফারি বা ম্যাচ কমিশনার তাদেরকে

চলে এসেছে সেটা বুঝতে পারেনি তারা।নিজেদের সীমানার মধ্যে যত খুশি আনন্দ করা যায় কিন্তু সীমানার বাইরে নয়। ফুটবলের এই সহজ নিয়মটাই ভূলে যায় তারা। ম্যাচ কমিশনার এসে তাদেরকে আইন সম্পর্কে অবহিত করেন। তখনই লালবাহাদুরের কোচ এবং ম্যানেজার উল্টো তাকে জ্ঞান দিতে থাকেন। স্বভাবতই লালের রিজার্ভ

দেখছে না ফুটবল মহল। মাঠে ফুটবল খেলাটাই শুধু তাদের কাজ নয়। ফুটবলের নিয়মকানুনকে সম্মান দেওয়া, প্রতিযোগিতাকে সফলভাবে সম্পন্ন করতেও তাদের ভূমিকা থাকা উচিত। দুর্ভাগ্য, লালবাহাদুরের ক্ষেত্রে তেমনটা দেখা যাচেছ না। আগের ম্যাচে তাদের উগ্র সমর্থকরা রেফারিকে হেনস্তা করেছিল। এদিন আইনভঙ্গ করেও তর্কে জড়িয়ে পড়লো। ক্লাবগুলির ফুটবল সংস্কৃতি কি এখন বেঞ্চের এই ভূমিকা সুনজরে শুধুমাত্র খেতাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ?

ভঙ্গের খেলা চলছে ডমাক ক্লাবগুলির ইতিবাচক ভূমিকাও দরকার। উল্টো তাদের ক্লাব কর্তাদের মারমুখী লালবাহাদুরের রিজার্ভ বেঞ্চ যে তাদের মেজাজের সামনে পড়তে হয়।রবিবার জন্য নির্ধারিত আয়তক্ষেত্রের বাইরে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো,

উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারের রিজার্ভ বেঞ্চকে একইরকম ভূমিকায় দেখা গেলো। প্রথমার্ধে বেশ দাপট দেখিয়ে চারটি গোল তুলে নেয় তারা।একটি গোলের পর রিজার্ভ বেঞ্চের ফুটবলার, কোচ এবং ম্যানেজার আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। দর্শকরা দশ টাকার বিনিময়ে শুধু ফুটবল নয়, লালবাহাদুরের সৌজন্যে আধুনিক ব্লেক ডান্সও দেখতে পেলো। নিয়ম সম্পর্কে অবহিত করতে গেলে এই ব্রেক ডান্সের দৌলতে

খোদ সভাপতি ও যুগ্মসচিব। স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, ব্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, বরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১



কার্ডিওলজি, নিউরোলজি এবং পালমোনোলজি স্পেশালিটি ক্লিনিক

কাবেরী হাসপাতাল

১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২, শুক্র ও শনিবার কাবেরী ইনফরমেশন সেন্টার

দীপ্তি মেডিকেল হলের ১ম তল, লেক চৌমুহনী বাজার, আগরতলা, ত্রিপুরা।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য কল করুনঃ ৬৯০৯৯৮৯২৯০

ডা. সুন্দর চিদাম্বরম

এমডি ডিএনবি, ডিএম (কার্ডিওলজি), সিনিয়র কনসালট্যান্ট-ইন্টারভেনশনাল, কার্ডিওলজিস্ট এবং এন্ডো ভাসকুলার স্পিডেলিস্ট

বুক ব্যথা, চাপ, ডায়াবেটিস, শ্বাসকস্ট, উচ্চ কলেস্টরল, উচ্চ রক্তচাপ, বুক ধরফর, স্থূলতা।

ডা. আর. নিথিয়ানন্দন

এমবিবিএস, এমডি (ইন্টারনাল মেডিসিন), ডিএম (পালমোনারী এবং ক্রিটিকাল কেয়ার মেডিসিন) অ্যাসোসিয়েট কনসালট্যান্ট-পালমোনোলজি

শ্বাস ছাড়ার সময় ঘ্রাণ, ব্রংকাইটিস, হাঁপানি, সিওপিডি, নিউমোনিয়া, পোস্ট কোভিড অসুস্থতা

ডা. ভুবনেশ্বরী রাজেন্দ্রন

এমআরসিপি (ইউকে), সিসিটি (ইউকে), ডিআইপি ইউসিএল-ইউকে-নিউরোলজি, এফআরসিপি (ইউকে), কনসালট্যান্ট নিউরোফিজিওলজি এবং নিউরোলজি

স্ট্রোক, মৃগীরোগ, মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা, মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের রোগ, নিউরোপ্যাথি, পার্কিনসন, আলঝাইমার, মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের টিউমার।

ভারতবর্ষের খ্যাতনামা চেন্নাইয়ের কাবেরী হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে আগরতলা আসছেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর **৬ ফেব্রুয়ারি।।** শুক্রবার গভীর রাতে কলমচৌডা থানাধীন বক্সনগর পঞ্চায়েতের ২নং ওয়ার্ডে এক সাথে ৩টি গরু চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। রাত আনুমানিক ২টা নাগাদ বক্সনগর চৌমুহনি থেকে সাদা রঙ-এর বলেরো গাড়ি করে ৩টি গরু চুরি করে নিয়ে যায় পাচারকারীরা।জনৈক ব্যক্তি ঘটনার সময় গাডিটির পেছনে ধাওয়া করেন। কিন্তু চোরেরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরবর্তী সময় বাসার মিয়া জানতে পারেন গরুগুলির মালিক দক্ষিণ পাডার হানিফ মিয়া। এদিকে হানিফ মিয়ার এরপর দুইয়ের পাতায়

যান সন্ত্রাসের বলি যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি।। যান সম্ভ্রাসের বলি হলেন ২৩ বছরের সজল রূপিনী।রবিবার তেলিয়ামুড়া থানাধীন তুইসিন্দ্রাই বাজার সংলগ্ন এলাকায় রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা। এদিন রাতে তুইসিন্দ্রাই বাজার সংলগ্ন এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় আহত যুবককে গুরুতর আহত অবস্থায় তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালে তার কোন পরিজন না থাকার কারণে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অনেকটা দেরি হয়। শেষ পর্যন্ত তাকে জিবি হাসপাতালের উদ্দেশে নিয়ে আসা হলেও মাঝপথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন সজল। তাকে পনরায় তেলিয়ামুডা হাসপাতালে নিয়ে এরপর দুইয়ের পাতায়

To Let Students / Bachelor employees

mess Rasambagan Agartala with car bike parking facility. M- 9436452415

Ready to Move Flat Sales

Ready to move Flat

Sales Ramnagar -8. Only 2.5 BHK & 2BHK Flat available. T-RERA & An leading Bank Ap-

proved. M- 9612906229

ফার্মাসিস্ট চাই

ঔষধ দোকানের জন্য একজন ফার্মাসিস্ট প্রয়োজন। যোগাযোগ করুন

প্রভাবতী মেডিক্যাল হল বিলোনিয়া, হাসপাতাল

> M - 9436181829 8732882122

> > ব্রের

শাশানের চুল্লিতে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা

৬ ফেব্রুয়ারি।। মৃত্যুর আগেই শ্মশানের চুল্লিতে এক ব্যক্তিকে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা। এই ঘটনায় উদয়পুরের আরকে পুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। মামলা করেছে শিবু প্রসাদ বৈদ্য নামে এক ব্যক্তি। তার বাড়ি শান্তিরবাজারে।জানা গেছে, গত ৩ ফেব্রুয়ারি উদয়পুর মহকুমার এক বৃদ্ধের সৎকার করতে উত্তর চন্দ্রপুর এলাকার শ্বাশানে নেওয়া হয়। সেখানেই উত্তর চন্দ্রপুর এলাকার বাসিন্দা পার্থ দেবের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় প্রবীর মজুমদার সহ আরও কয়েকজনের। অভিযোগ, উদয়পুর নিউ টাউন রোডের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।।

আগরতলা উত্তেজক নেশা দ্রব্য এবং

পিস্তলে ছেয়ে গেছে।শহর এলাকায়

বেশ কয়েকজন যুবক এই নেশা

ব্যবসায় মহারত হাসিল করে

নিয়েছে। এই চক্রেরই চারজনকে

পুলিশ আটক করেছে। তাদের মধ্যে

একজনের কাছ থেকে পিস্তলও

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৮,১০০

ভরিঃ ৫৬,১১৬

আদলা বিক্ৰয়

এখানে পুরাতন আদলা ইট,

চিপস্, দরজা, জানালা, কাঠ,

''শিবশক্তি কেরিং সেন্টার'

8413987741

9051811933

বিঃদঃ এখানে পুরাতন

বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙে

GRAMMAR &

SPOKEN

ছোটদের, বড়দের ও Com

petitive পরীক্ষার্থীদের

English grammar,

Spoken, Written &

Translation পড়ানো হয়

এবং Recording Videos

— ঃ যোগাযোগ করুন ঃ–

Mob - 9863451923

8837086099

প্রদান করা হয়।

নিয়ে যাওয়া হয়।

টিন বিক্রয় হয়।



ব্যবসায়ী প্রবীর ঘটনাস্থলেই পার্থকে মারধর করে। তাকে টেনে-হিঁচড়ে জুলস্ত শাশানের চুল্লিতে ফেলে

শহরের মধ্যে ব্রাউন সুগার,

হেরোইন সহ পিস্তল বিক্রির

ব্যবসায়ও যুক্ত রয়েছে। তাদের

আটক করার পর পুলিশ শহর

কারবারিদের আটক করতে পারবে

বলে মনে করা হচ্ছে। তবে পুলিশ

সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন

সন্তানের চিন্তা. ঋণ মক্তি. বান মারা. আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তফানি

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন

মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507

ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপরা (নিয়ার শনি মন্দির)

কাবোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্তর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সফি খান। সত্যের একটি নাম।

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান

সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

এলাকায় আরও বড় নেশা

পিস্তল সহ গ্রেফতার

দেয়। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পার্থকে প্রত্যক্ষদর্শীরা উদ্ধার করে উদয়পুর দমকল বিভাগে খবর দেয়।

কতটুকু বড় নেশা কারবারিদের

গ্রেফতার করতে চাইবে তা নিয়ে

অনেকের মধ্যেই সন্দেহ রয়েছে।

৭৯টিলা, ভাটি অভয়নগর এবং

নরসিংগড় এলাকায় অভিযান করে

নেশা দ্রব্যগুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

দুই নেশা দ্রব্য কারবারির কাছে দামি

একটি গাড়িও পাওয়া গেছে। ধৃত

চারজনকে রবিবারই আদালতে

হাজির করা হয়। আইএলএস

হাসপাতালের কাছে হেরোইন সহ

পুলিশ গ্রেফতার করে দুই যুবককে।

তাদের নাম ধর্মেন্দু কুমার রয় এবং

কমল রয়। দু'জনেরই বাড়ি

খেজুরবাগান গোয়ালাবস্তি

এলাকায়। তাদের কাছ থেকে ২৩

গ্রাম হেরোইন পাওয়া গেছে।

এনসিসি'র এসডিপিও পার্মিতা

পাণ্ডে জানিয়েছেন, একটি অটো

নিয়ে আইএলএস হাসপাতাল হয়ে

এরপর দুইয়ের পাতায়

উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করায়। সেখান থেকে তাকে জিবিপি হাসপাতালে পাঠানো হয়। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পার্থ'র চিকিৎসা চলছে। জখম ব্যক্তির বড বোনের স্বামী শিব প্রসাদ এই ঘটনায় আরকে পুর থানায় মামলা করেছেন। মামলাটি হওয়ার পর থেকে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। এই ধরনের অভিযোগ সামনে আসার পর থেকে পুলিশের বিরুদ্ধেও দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আহত যুবকের পরিজনরা চাইছেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার মামলা নেওয়া হোক।

শহরতলিতে

মৃত্যু, চাঞ্চল্য প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। শহরতলির এক পুকুরে মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম নিরঞ্জন দাস (৫০)। তার বাড়ি আমতলি থানার মধ্য চারিপাড়া এলাকায়। জানা গেছে, মধ্য চারিপাড়ার একটি পুকুরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় নিরঞ্জনকে। অনেকে মনে করছেন, এটা খুন। তবে এ বিষয়ে পুলিশ এখনও কোনও ধরনের মস্তব্য করতে নারাজ। মৃতদেহের ময়নাতদন্ত

🔊 এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি শান্তিরবাজার, ৬ ফেব্রুয়ারি।। নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয় পুকুরে। শান্তিরবাজার মহকুমার বাইখোড়া থানাধীন চড়কবাই এলাকার উত্তম কর্মকার (৫০) গত ৪ ফব্রুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিলেন। রবিবার সকালে স্থানীয় লোকজন তার বাড়ির পার্শ্ববর্তী পুকুরে মৃতদেহ ভেসে উঠতে দেখেন। খবর পেয়ে বাইখোড়া থানার পুলিশ ছুটে আসে। মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, উত্তম কর্মকার অনেকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। এরই মাঝে গত ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে এরপর দুইয়ের পাতায়

মৃতদেহ উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ ফেব্রুয়ারি।। সাতসকালে ভবঘুরে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয় বিলোনিয়া থানাধীন চিত্তামারা পুরাতন বাজার সংলগ্ন এলাকায়। তবে মৃতার পরিচয় এখনও জানা যায়নি। সবাই নাকি মহিলাকে রসনা মা বলে ডাকতেন। অনেকেই ধারণা করছেন শনিবার রাতে কোন বাইক কিংবা গাড়ি মহিলাকে ধাক্কা দিয়েছিল। আর সেই কারণেই তার মৃত্যু হয়। এরপর দুইয়ের পাতায়

মৃত্যু মহিলার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি।। রেলের চাকায় কাটা পড়ে মৃত্যু মহিলার। রবিবার তেলিয়ামুড়া রেলব্রিজ সংলগ্ন মেলাপাথর এলাকায় এই ঘটনা। মৃতার নাম শেফালি সাহা (৪৫)। মৃতা শেফালি সাহা'র স্বামীর নাম রতন সাহা। তিনি পেশায় চা বিক্রেতা। এদিন সকালে পণ্যবাহী ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে এরপর দুইয়ের পাতায়

ঢায়ারে পাচার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি সোনামুড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি।। বাইসাইকেলের টায়ারে লুকিয়ে পাচার হচ্ছে বাংলাদেশি টাকা। বিএসএফ সীমান্ত এলাকা তল্লাশি করে এই ধরনের একটি বাইসাইকেলের টায়ার থেকে ৯ লাখ



রেখে গেছে তা এখনও জানাতে পারেনি বিএসএফ। বিএসএফ সূত্রে খবর, শনিবার বিএসএফ'র ১৩৩নং ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা সীমান্ত এলাকা তল্লাশি করছিলেন। তারা এনসিনগর সীমান্ত ফাঁড়ির কাছে একটি বাইসাইকেল পড়ে থাকতে দেখেন। সন্দেহ হওয়ায় বাইসাইকেলটির চাকা খুলে দেখেন প্রচুর বাংলাদেশি টাকা। এই ধরনের পাচার বিএসএফ'র হাতে প্রথম ধরা পড়ে। বিএসএফ জানিয়েছে, পাচারকারীদের অপরাধ করার পদ্ধতি বদলাচ্ছে।

Paradice Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan Agartala - 8787626182

Orthore

যেকোনো ব্যাথা থেকে Relife यেयन -বাতের ব্যাথা, কোমর ব্যাথা, হাটু ব্যাথা।

ব্যবহার করুন। **Orthoref Capsules**

MRP: 275/-

🕅 নাইটিংগেল নার্সিং হোম

ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্লু লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের অপারেশন থিয়েটার, আই.সি.ইউ, এন.আই.সি.ইউ. চিকিৎসা ও পরিষেবা।

সুবিধা গাইনোকোলোজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো



0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771

ञ्चल रेट्छिय़ा अत्रिन छालिक्ष

Free সেবা 3 ঘণ্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শক্র থেকেপরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাজাদু, মুঠকরণী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পোশালিস্ট।

चत् वस्म A to Z अध्यक्षति अधीर्धान যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে বাবা আমিল সফি একবার অবশাই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান

Contact 9667700474

TOP PRIVATE MEDICAL COLLEGES IN INDIA (Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu Puducherry, Haryana , Bihar, Orissa & Other) LOW PACKAGE 45 LAKH

NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY Call Us : 9560462263 / 9436470381 Address : Officelane, Opp. Siksha Bhavan,

বিশেষ দ্রপ্তব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একাস্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।



Call @ 6909475826, 7005876588

''স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

© 9436940366



